শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সুবিখ্যাত ৺ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

বিরচিত।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত

সরল টীকা ও ব্যাখ্যা সহিত।

'ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।'

শ্রীমদ্ভাগবত।

কলিকাতা

২৪ নং বিডন ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত

ও

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২৯৬—জ্যৈষ্ঠ।

সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৫৲ টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি একান্তভাবে চৈতন্যচরণ আশ্রয়
করিয়াছেন ;
যিনি স্তন্যদানের সহিত আশৈশব গৌরের মধুর
চরিতসুধা দান করিয়া প্রতিপালন
করিয়াছেন ;
যিনি ইহ জীবনেই পঞ্চমপুরুষার্থ লাভে সমর্থা
হইয়া বৈকুণ্ঠ বাস প্রতীক্ষা
করিতেছেন ;
পরম ভক্তিভাজনা সেই মাতামহী দেবীর
নামে এই গ্রন্থ ভক্তির
সহিত উৎসর্গ করিলাম।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল একদিন বটতলার ছাপার একখানি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলাম। গ্রন্থখানি এতই ভ্রমপূর্ণ যে অনেক কষ্টে তাহার কিছু পাঠ করিতে সমর্থ হইলাম। ছাপার সেই অতি বিকৃত আকার দেখিয়া আমি এক প্রকার পাঠের আশা পরিত্যাগ করিতেছিলাম, কিন্তু গ্রন্থের বিষয়টী এতই মধুর লাগিতেছিল যে উহা কোন ক্রমে ছাড়িতে পারা গেল না। এমন সময় কে যেন আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া বলিয়া উঠিল যে, "এ গ্রন্থ পড়া ছাড়া হইবে না, সমস্ত পড়িতে হইবে; শুধু পড়া নয়, টীকা ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে।" আমার নিজের অক্ষমতা আমি জানিতাম। যে জন ভক্তি রাজ্যের ক, খ, জানে না, সে এক বিচিত্র ভক্তি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবে, ইহা অতি অসম্ভব কথা; যাহার সংস্কৃতভাষাজ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর, সে ভাগবতাদি দুরূহ শাস্ত্রোদ্ধৃত কবিতার টীকা করিতে পারিবে, এ কথায় কাহার বিশ্বাস হয়? এবং যে বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্র কখন পাঠ করে নাই, সে সেই সকল শাস্ত্রীয় ভাবের নিগূঢ় তত্ত্বোৎভেদ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা বাতুলের কল্পনা। কিন্তু আমার ইচ্ছার অতীত কোন এক অশরীরী ইচ্ছাসম্ভূত বাণী বলিয়া যখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, তখন পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে পারা গেল না; তাই ইষ্টদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই প্রথম শ্লোকের টীকা লিখিতে বসিলাম। আশ্চর্য্যের কথা টীকাও একরূপ হইয়া গেল; কে যেন হাত ধরিয়া লেখাইয়া দিলেন। আমি উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত আদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। সেই অবধি হে প্রিয় পাঠক! উহা জীবনের একটী পবিত্র ব্রত হইয়া গেল। নানা সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, রোগ, শোকের মধ্য দিয়া কত লেখাই লিখিলাম, কত কথাই বলিলাম ও কত জ্ঞানই পাইলাম, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক দিনের জন্যও আমি নিরুৎসাহিত হই নাই। যেখানে যখন বাধিয়াছিল, কোথা হইতে ভাবের স্রোত খুলিয়া গিয়াছে? কে যেন অর্থ ও ব্যাখ্যা যোগাইয়া দিয়াছে? কেমন করিয়া বৃত্তান্ত আসিয়া জুটিয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। শ্রীমুখের কথা বলিয়া যাহা বুঝি-

য়াছি, নিঃসঙ্কোচ চিত্তে তাহাই লিখিয়াছি। যাহা বুঝিয়াছি মনে করিয়াছি, অথচ বুঝিতে পারি নাই, তাহাও লিখিয়াছি। সুতরাং প্রকাশিত গ্রন্থ মধ্যে যাহা ভাল থাকিল, তাহার পুরস্কারের পাত্র আমি নই; আর যাহা ভুল থাকিল, তাহা আমার শুনিবার ও বুঝিবার দোষে হইয়াছে; অতএব তাহার জন্ম তিরস্কারের ভাগী আমি। বাস্তবিক বিগত তিন বৎসরের ঘটনাশ্রেণীর মধ্য দিয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমিই অবাক্ হইয়া যাই; ভাবি হইল কি? কাঠ বিড়াল দিয়া সাগর বাঁধা হইয়া গেল। কল্পনায়ও যাহা ভাবি নাই, তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। আমার হৃদয়ের এই কয়েকটী কথার সঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইল।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গলার আদিকবি হইলেও তাঁহারা আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলী পূর্ণ কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। তাঁহাদের রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কবিতাগুলি অতি মধুর ও রসময় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা গ্রন্থ শব্দ বাচ্য নহে। শ্রীচৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া নারায়ণীর পুত্র সুবিখ্যাত বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' নামে যে বিস্তীর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার আদি গ্রন্থ। তাহার পরে পরম ভক্তিভাজন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থখানি লিখিয়া কেবল চৈতন্যচরিতের মাধুর্য্য পিপাসুদিগকে নহে, সমগ্র বাঙ্গলা সাহিত্য ও ভাষাকে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে কারণে এই গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকার আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রতিদিন অপরাহ্নে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত শুনিতেন; কিন্তু তাহাতে চৈতন্যদেবের শেষলীলা সবিস্তার বর্ণিত না থাকায় তাঁহাদের আশা মিটিত না; কৃষ্ণদাস কবিরাজ তখন বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন; বৈষ্ণবগণ জানিতেন তিনি অতি সুপণ্ডিত ও কবি এবং তাঁহার অধিকারে শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের অনেক ঘটনা ছিল। অতএব সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি জরাগ্রস্ত ও অতি বৃদ্ধ হইয়াও মদনমোহন দেবের আশীর্ব্বাদ অনুমতি লইয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাধাকুণ্ড তীরে গ্রন্থশেষ হইলে, যেরূপে উহা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনী মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জন্ম হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ, সন্ন্যাস হইতে পর্য্যটনশেষ এবং পর্য্যটনান্ত

হইতে লীলা সম্বরণ, চৈতন্যজীবনের এই তিনটী বিভাগ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা নামে তিনখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড কয়েকটী করিয়া পরিচ্ছেদ এবং প্রতি পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয় স্বতন্ত্র। আদিলীলায় ১৭, মধ্যলীলায় ২৫ ও অন্ত্যলীলায় ২০, মোটে ৬২টী পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রতি পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণনীয় বিষয় সংক্ষিপ্তরূপে উল্লেখ করিয়া পরে তাহাই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখের নাম সূত্রবর্ণনা। অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থে এইরূপ সূত্রবর্ণনার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিত্রের যে যে অংশ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার সেই সকল অংশের উল্লেখ মাত্র করিয়া বৃন্দাবনের অস্পৃষ্ট অংশগুলি সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থ বিবরণ বাঙ্গলা পয়ারে লিখিত; স্থান বিশেষে ত্রিপদী বা রাগচ্ছন্দও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ত্যলীলায় অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতি পরিচ্ছেদারম্ভে একটী করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আছে; সে গুলি গ্রন্থকারের স্বরচিত শ্রীচৈতন্যের বন্দনা ও নমস্কার উদ্দেশে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম এবং গ্রন্থপরিশিষ্টের শ্লোকগুলি গ্রন্থকার সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া বন্দনাদির অভিপ্রায়ে গ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার মধ্যলীলার দ্বিতীয়শ্লোক আদিলীলার দ্বিতীয়ের, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার তৃতীয় হইতে পঞ্চমশ্লোক আদিলীলার পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশের পুনরুক্তি মাত্র। অবশেষে গ্রন্থকার স্বমত পরিপোষণার্থ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া গ্রন্থের কলেবর বিভূষিত করিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকের সংখ্যাগুলি অত্যাধিক হইলেও সে গুলির অধিকাংশ এত মধুর যে তাহা না থাকিলে গ্রন্থখানির অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য কমিয়া যাইত। উদ্ধৃতাংশের আতিশয্য দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে চৈতন্য চরিতামৃত বুঝি সংস্কৃত গ্রন্থ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; উহা বাঙ্গলা কবিতায় লিখিত। যখন কৃষ্ণদাস গোস্বামী গ্রন্থ রচনা করেন, তখন আমাদের মাতৃ ভাষার ও ছন্দের কোন অবয়বই ছিল না; সেজন্য যে গ্রন্থের ভাষা স্থানে স্থানে

নীরস ও দুর্বোধ হইবে এবং ছন্দগুলি অসমানাক্ষর ও বন্ধুর হইবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে; বরং তখনকার অবস্থায় বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্ব, ভক্তি ও রস শাস্ত্রের নিগূঢ় কথা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি আধ্যাত্মিক রাজ্যের রহস্য পরিপূর্ণ এতবড় গ্রন্থ যে কবিতায় রচিত হইয়াছিল, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্রন্থকারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি এবং অসামান্য ভাষাচাতুর্য্য না থাকিলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না। বৃন্দাবন দাসও বাঙ্গলা কবিতায় বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কেবল চৈতন্য জীবনের ঘটনাগুলি পয়ারে গাঁথিয়া গিয়াছেন; তাঁহাকে অবতারতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি আধ্যাত্মিক রাজ্যের কোন কথাই লিখিতে হয় নাই; সুতরাং তাঁহার রচনা কিছু প্রাঞ্জল হইলেও অন্যান্যাংশে চরিতামৃতের সমকক্ষ হইতে পারে না। এই সকল অসুবিধা স্বত্বে চরিতামৃতের কবিতা অনেক স্থানে যে, অতি সুমিষ্ট ও রসোদ্দীপক, ভাষা ওজোগুণ সম্পন্ন, প্রাঞ্জল ও মধুর এবং ভাব উচ্চ ও গম্ভীর হইয়াছে; তাহাতেই কবির অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতেছে। ভাষা অপ্রচলিত বলিয়া যদি শিক্ষিতমণ্ডলী এই অদ্ভুত গ্রন্থের সমুচিত আদর না করেন, তবে ইংরাজ কবি চসর, স্পেনসরের কবিতাগুলির-ও আদর থাকা উচিত নয়। ফলতঃ সুপক্ক রম্ভা ভোজনের ন্যায় এই গ্রন্থের মাধুর্য্যাস্বাদন অনায়াস লভ্য নহে; কিন্তু নারিকেল ভোজনের ন্যায় কিছু শ্রম সাধ্য। বর্ত্তমান সংস্করণে আমি সংস্কৃতাংশের একটী সরল টীকা ও বাঙ্গলা ব্যাখ্যা, সহজ বাঙ্গালায় দুরূহ পয়ারের অর্থ, যে যে লীলার সূত্র বা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র আছে, তাহার বিস্তৃতাংশের মর্ম্ম ও চৈতন্য ভাগবতের যে স্থানে তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার উল্লেখ, পৌরাণিক, বৈদান্তিক, ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের বিশেষ ব্যাখ্যা, গ্রন্থকারের জীবনী এবং একটী সুবিস্তীর্ণ সূচি ও সূচনা সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। এই গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে বটতলাতে ছাপা হইয়াছে সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান ভাবে যে ইহা কেহ কখন প্রকাশ করিয়াছেন তাহা জানিনা। ইহার দ্বারা এই অমূল্য গ্রন্থ বুঝিবার অতি অল্পমাত্র সাহায্য হইলেও আমার যথেষ্ট পুরস্কার। যে সকল ভ্রম ও ত্রুটি থাকিয়া গেল, তাহার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। যদি কখন ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, জানিতে পারিলে ঐ সকল ভুল আহ্লাদের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত বিবৃত হইয়াছে। চরিতাংশ বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ধর্ম্মের মত বিচার ও ভক্তিতত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ক স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত কঠিন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি বাঙ্গলা পয়ারে সুখবোধ করিয়া প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার নহে; তাহাতে আবার গ্রন্থকারকে দার্শনিক ও বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত শব্দ সকল প্রয়োগ করিতে হইয়াছে; কাজে কাজেই স্থানগুলি আরও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল স্থানের ব্যাখ্যা টীকার আকারে যদিও গ্রন্থ মধ্যেই দেওয়া হইয়াছে; তথাচ সম্যক্ তাৎপর্য্য একত্র সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে বিবেচনায় এখানে স্থূল স্থূল কতকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে হইলে পাঠককে সর্ব্বোপরি একটী কথা মনে রাখিতে হইবে; রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বা অপ্রকট লীলাই গ্রন্থের মূল অবলম্বনীয়; প্রকটলীলা তাহারই বাহ্য প্রকাশমাত্র। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর জলস্রোতের ন্যায় ঐ লীলার স্রোত অনন্তকাল প্রবাহিত; কখন ইহার বিরাম হয় না। লীলাময় ভগবানের নরলীলা সময়ে তাহা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় কেবল লোকচক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত হয় মাত্র; ভক্তচক্ষুর নিকট কিন্তু উহা চিরদিন অক্ষুন্নরূপে প্রকটিত। কেবল যে দ্বাপরযুগের শেষে প্রকটিত হইয়াছিল তাহা নহে, অদ্যাবধিও অবিশ্রাম ঐ লীলাতরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইতেছে। আদিলীলার প্রথম হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদে, মধ্যলীলার অষ্টম ও বিংশ হইতে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যলীলার ষোড়শ হইতে বিংশ পরিচ্ছেদের স্থানে স্থানে এই নিত্য লীলারই আভাস পাওয়া যাইতেছে; তাহারই সার সার কথা এখানে লিখিত হইতেছে। প্রকটলীলা বা নরলীলা আপামর সাধারণ সকলেরই জানা আছে বলিয়া এখানে তাহার কোন উল্লেখ করা হইল না।

এ দেশের ধর্ম্ম জগতে অদ্বৈতবাদ একটী প্রধান মত। জগদাদি সৃষ্টবস্তু মিথ্যা ও মায়া সম্ভূত, একমাত্র ব্রহ্মই সৎবস্তু। কিন্তু তিনি নির্ব্বিশেষ সত্ত্বা, তাঁহা হইতে সৃষ্টির কিছুরই বিশেষত্ব নাই; যত কিছু বিশেষ ভাব অবিদ্যা বিজৃম্ভিত। মায়া ঘুচিয়া গেলে আর ভেদবুদ্ধি থাকে না; জীব শিব সকলই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মময় হইয়া যায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই মত প্রচার করিয়া

যাওয়ার পর এদেশের লোকের অস্থিমাংসের মধ্যে ইহা প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, উপাস্য উপাসক বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে, পাপ পুণ্যের দায়িত্ব বোধে, এবং প্রেম ভক্তির চরিতার্থতায় সকলে শিথিল প্রযত্ন হইয়া পড়িল; তাহাতে মানব জীবন কেবল কষ্টভোগের কারণ এবং ধর্ম্মসাধন একটা নীরস ব্যাপার হইয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্য এই মতের বিরুদ্ধে তর্ক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া রামানুজ প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মত কিছু সংস্কৃত আকারে সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার মতে একমাত্র ব্রহ্ম সৎবস্তু হইলেও সৃষ্ট্যাদির বৈচিত্র্যতা তাঁহারই ইচ্ছায় সম্ভূত হইয়াছে এবং সৃষ্টির সকল পদার্থের সহিত তিনি অন্তর্যামীরূপে ও ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং জীবের দায়িত্ব ও উপাসনার আবশ্যকতা এমতে অবশ্যম্ভাবী। ভগবানের ইচ্ছা হইলে সৃষ্ট্যাদি প্রকটিত হইয়া থাকে, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় উহা তাঁহাতেই লয় হইয়া যায়। এই ইচ্ছার প্রকট-ভাবের নাম মায়া। জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ এই ব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ও মায়ার অধীশ, মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না; জীব চিৎকণ এবং মায়ার বশ। আদিলীলার সপ্তম, মধ্যলীলার ষষ্ট, ও পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে এই সকল বিষয়ের বিচার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আসিয়া পড়িতেছে। আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে এবং মধ্যলীলার একবিংশ ও দ্বাবিংশ পরিচ্ছে-দের স্থানে স্থানে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়াছে।(1) পূর্ণপুরুষ ভগবানের স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সৃষ্টি প্রকাশের ইচ্ছা হইলে তাঁহার চিদৈশ্বর্য্য ন্যূনাতিরেকরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা উহা সম্পাদিত হয়, ভক্তিশাস্ত্রে তাহাকে বিলাস বলা হইয়াছে। বিলসিত অবস্থায় তত্ত্বের বৈলক্ষণ্য না জন্মিয়া রূপের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া থাকে এবং পূর্ব্ব শক্তির ঈষৎ ন্যূনতা দৃষ্ট হয়। ক্রমবিকাশ বা evolution প্রক্রিয়ার সহিত বিলাস প্রক্রিয়ার কথকাংশে তুলনা করা যাইতে পারে। ভগবান্ হইতে সাক্ষাৎভাবে বিলাস হইলে তাহাকে মুখ্য বা প্রাভব বিলাস এবং গৌণরূপে অর্থাৎ মুখ্য বিলাস হইতে পুনর্ব্বার বিবর্ত্তনের দ্বারা বিলাস ক্রিয়া হইলে তাহাকে অংশ বা বৈভব বিলাস বলা যায়। ভগবৎস্বরূপ মুখ্য-

রূপে বিলসিত হইলে যে রূপ প্রকটিত হয়, তাহার নাম বাসুদেব বা বিশুদ্ধ সত্ত্বের আধার। ইনিই স্বয়ং কৃষ্ণতত্ত্ব ও সৃষ্টির মূল কারণ; আধ্যাত্মিকরূপে অনুভূত হইলে ইনি বিশুদ্ধ চৈতন্যময় চিত্ততত্ত্বরূপে প্রতীয়মান হন। সৃষ্টির মূল কারণ বা বাসুদেব তত্ত্বশাস্ত্রে কারণ মহার্ণব নামে বর্ণিত হইয়াছেন। এই কারণার্ণবে বিলাস প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে যে চৈতন্যাংশ উপহিত থাকে, তাহার নাম মহাসঙ্কর্ষণ বা অহঙ্কার তত্ত্ব। ইনি সৃষ্টির আদি তত্ত্ব বলিয়া ইহাকে আদিদেব বলা গিয়া থাকে, এবং ইহা হইতে গৌণ বিলাসের দ্বারা অন্যান্য অবস্থা প্রকটিত হইয়া থাকে। অধিভূতরূপ ইনি কারণার্ণবশায়ী, প্রথম পুরুষাবতার বা বিরাট্‌রূপ, অধিষ্ঠাতৃরূপে রুদ্র, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে সঙ্কর্ষণরূপে প্রতীয়মান হন। কৃষ্ণের লীলা প্রকাশ করেন বলিয়া ইনি তাঁহার সেবক। ঐ সেবক ভাবের প্রকটীভূত অবস্থা বলরাম এবং গৌরলীলায় বিশ্বরূপ বা শ্রীনিত্যানন্দ। সঙ্কর্ষণ বা অহঙ্কার হইতে সৃষ্টি প্রকাশ হইলে সৃষ্টির অভ্যন্তর ভাগকে তাহার গর্ভস্থ জল বা গর্ভোদক বলা যায়; তাহাতে মহাসঙ্কর্ষণের যে চৈতন্যাংশ নিহিত থাকে, তাহার নাম গর্ভোদকশায়ী। সৃষ্টিরাজ্যের সূক্ষ্ম ভাগ অবলম্বন করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাকে সূক্ষ্মান্তর্যামী বলা যায়; অধিভূতরূপে ইনি গর্ভোদকশায়ী, হিরণ্যগর্ভ বা দ্বিতীয় পুরুষাবতার; অধিষ্ঠাতৃরূপে ব্রহ্মা এবং আধ্যাত্মিক অবস্থায় প্রদ্যুম্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াথাকেন। প্রদ্যুম্নের প্রকটীভূত অবস্থাই কৃষ্ণের প্রেম বৈচিত্র্য। ব্রজলীলায় গোপবধূগণ এবং গৌরলীলায় সাঙ্গোপাঙ্গগণ এই প্রেমের বাহ্য প্রকাশ। মহা সঙ্কর্ষণের যে চৈতন্যাংশ পালনকর্ত্তৃরূপে পরিগণিত, তাঁহার নাম পয়োব্ধিশায়ী বা অনিরুদ্ধ। সৃষ্টি প্রতিপালনার্থ যে সমস্ত সামগ্রী সম্ভারের প্রয়োজন, তাহাকে সাধারণ ভাবে পয়ঃ বা ক্ষীর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। খাদ্যের মধ্যে কেবল মাত্র দুগ্ধ দ্বারা শরীর পোষণ হইতে পারে, এই অর্থে যাহার দ্বারা সৃষ্টি প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহাকে ক্ষীর বলিলে কিছুই দোষ হয় না। এই ক্ষীররূপ মহার্ণবে যে চৈতন্যাংশ শায়িত বা ব্যবস্থিত থাকে, তিনিই পয়োব্ধিশায়ী। অধিভূতরূপে ইনি ক্ষীরোদকশায়ী, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু বা তৃতীয় পুরুষাবতার; এবং আধ্যাত্মিকরূপে অনিরুদ্ধ বা মনস্তত্ত্ব। এই তত্ত্বের প্রকটাবস্থা কৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য। কৃষ্ণলীলায় মহারাসাদি এবং গৌরলীলায় নাম সংকীর্ত্তনাদি ইহার

বাহ্য প্রকাশ। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টিরাজ্যে ও চিজ্জগতে প্রকটিত অপ্রকটিত কি সূক্ষ্ম অবস্থায় যে অনন্ত লীলাবৈচিত্র আছে, তদুপহিত চৈতন্যাংশের নাম শেষ বা অনন্ত; ইহাও সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সেবকভাব ভিন্ন আর কিছু নহে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ মহাসঙ্কর্ষণের দ্বারা গৌণ বিলাসের নিয়মানুসারে অনন্ত কোটি শক্তি সৃষ্টি করিয়া লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং সৃষ্টি লীলায় বিশ্বচরাচর সকলই তাঁহার অবতার বা অবতীর্ণ শক্তি। সরোবরের স্থির জলরাশি বিক্ষিপ্ত হইলে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া অগণ্য তরঙ্গমালায় সরসী ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; ভগবানের সত্বা-সাগর তেমনি সৃষ্টির ইচ্ছাযোগে বৈচিত্রপূর্ণ শক্তিতরঙ্গ তুলিয়া অনন্তরূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বাসুদেব তত্ত্ব বা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকার্য্যে মহাসঙ্কর্ষণ শক্তিকে নিযুক্ত করিয়া আপনি সৃষ্টির অতীত নিত্য ধামে স্বীয় কান্তাগণ সহ নিরন্তর লীলা বিহার করিতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান জড় জগতের অতীত একটী চিজ্জগৎ বা আধ্যাত্মিক রাজ্য আছে; তাহাই নিত্য লীলার স্থান। ইহাকে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম বলা যায়। কথাটী আরও একটু বিশদ করিয়া বলা যাউক। স্থূল সূক্ষ্মাদি পরিপূর্ণ এই পরিদৃশ্যমান জড়-জগৎ আত্মজ্ঞান সাপেক্ষ; আত্মা না থাকিলে ইহার জ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং আমরা যাহাকে জড় জগৎ বলি, প্রকৃত পক্ষে তাহা আত্মার একটী অবস্থা মাত্র। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মা ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিয়া থাকে। তখন আর জড়ানুভূতি থাকে না—সকলই চৈতন্যময় দেখা যায়। যে অবস্থায় এইরূপ প্রতীতি জন্মে, তাহারই নাম আধ্যাত্মিক রাজ্য বা বৈকুণ্ঠধাম। এই চিদ্ধাম ত্রিবিধ অবস্থায় বিভক্ত; গোকুল, গোলোক বা ব্রহ্মলোক; ইহাই প্রেমরাজ্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম। ইহারই আবার শ্রেষ্ঠতম অবস্থাকে বৃন্দাবন বা মাধুর্য্যপূর্ণ নিষ্কাম প্রেমধাম বলা গিয়া থাকে; তাহাই নিত্য লীলার নিত্য ধাম। দ্বিতীয় ভাগ মথুরা বা জ্ঞানবৈকুণ্ঠ; এখানে ভগবানের বিশুদ্ধ জ্ঞানমহিমা প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয়, দ্বারকা বা ঐশ্বর্য্যধাম; এখানে ভগবদ্বিভূতির তুরীয়াবস্থা আত্মগোচর হইয়া থাকে। প্রপঞ্চময় মথুরা, দ্বারকা, বৃন্দাবনাদি স্থান এই চিদ্ধামের বাহ্য প্রকাশ। সমস্ত বৈকুণ্ঠধামে দুইটী প্রকোষ্ঠ আছে; তাহাকে চতুর্ব্যূহ বলে। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারি তত্ত্ব লইয়াই এক একটী চতুর্ব্যূহ। তন্মধ্যে প্রথমটী মায়াতীত বিশুদ্ধ লীলার ধাম, দ্বিতীয়টী

মায়াতীত হইয়াও সৃষ্টির সহিত সম্পর্ক রাখে বলিয়া অবিশুদ্ধাবস্থা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষ নহেন, তাঁহার জড়ীয় আকার না থাকিলেও তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁহার কান্তাগণও চিদাকারময়ী। তাঁহাদিগের সঙ্গে যে নিরবচ্ছিন্ন রাসাদিলীলা, তাহারই অবস্থান প্রথম চতুর্ব্যূহ এবং সৃষ্টিরাজ্যের যে আধ্যাত্মিক লীলা তাহাই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ।

উপরে বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের জড়ীয় আকার না থাকিলেও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আছে। কথাটী আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। বাহির হইতে দেখিলে সূর্য্যমণ্ডল যেমন নির্ব্বিশেষ তেজোময় দেখায়, উহার অভ্যন্তরস্থ রথচক্রাদি যুক্ত সবিশেষ মূর্ত্তি দেখা যায় না; অত্যুচ্চ বিমানারোহী ব্যক্তির নিকট যেমন পৃথিবীস্থ পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্র সমুদায়ের সবিশেষ সীমাদি চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র নির্ব্বিশেষ হরিদ্বর্ণ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রতীয়মান হইয়া থাকে; জ্ঞানযোগমার্গে উপাসনা দ্বারা ভগবানের স্বরূপও তেমনি তেজোময় নির্ব্বিশেষ সত্তা মাত্র অনুভূত হইয়া থাকে; বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ ভিন্ন তদীয় বিগ্রহের সবিশেষ লীলাবৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় না। নারিকেল ফলের উপরের কঠিন ত্বক্ অর্থাৎ ছোবরা, মালা প্রভৃতি পরস্পর ভেদ করিতে না পারিলে যেমন তাহার অভ্যন্তরস্থ সুমিষ্ট জলের আস্বাদন লাভ করা যায় না, সেইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে মায়াপূর্ণ সৃষ্টির স্থূল আবরণাদি ভিন্ন না হইলে ভগবানের মাধুর্য্যপূর্ণ সবিশেষ রসলীলা আত্মপ্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাহউক বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে গোলোক ধামে ভগবানের সৎ, চিৎ, আনন্দময় যে স্বরূপ অনুভূত হইয়া থাকে; তাহা চিন্ময়, দ্বিভুজ মুরলধারীরূপ, নবীন কিশোর, শ্যামসুন্দর, মদনমোহন ও রসময়। অনুরাগময়ী প্রগল্‌ভা ভক্তির আকর্ষণই মুরলী বা বংশী, যিনি নিত্য নূতন, তিনি কিশোর বয়স্ক, শ্যামবর্ণের ন্যায় স্নিগ্ধ বলিয়া শ্যামসুন্দর, মদন বা কামনাদি পর্য্যন্ত তাঁহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়, এই অর্থে মদনমোহন এবং পূর্ণ রসস্বরূপ; ব্যক্তিত্ব বোধ করাইবার জন্য দ্বিভুজ বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য বিশেষণের বিশেষ বিশেষ অর্থ গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং গোপাল তাপনী ও ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক ঐ সকল গ্রন্থে তাহা দেখিয়া লইবেন। পাঠক মহাশয়! স্মরণ রাখিবেন যে, মাধুর্য্যপূর্ণ গোলোক বা বৃন্দাবন ধামেই

এই লীলা আবদ্ধ; ঐশ্বর্য্য বা জ্ঞানধামের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। মহাবৈকুণ্ঠ মধ্যে বিরজা নামে যে নদী প্রবাহিত আছে, তাহার পারে এই লীলাধাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিরজা কি? জীবাত্মা জড়াবরণ ভেদ করিয়া মহাবৈকুণ্ঠের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যধামে গমন করিতে সক্ষম হইলেও দেখা যায় যে, সে বিরজা বা আত্মাসক্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না; তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান অহঙ্কার-জনিত পুণ্য লাভের প্রত্যাশায় হইয়া থাকে বলিয়া পুণ্য সম্ভূত স্বর্গ ভোগাদি করিয়া সে পুনরায় কর্ম্ম বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে জীব আপনাকে ভুলিয়া যখন একেবারে ভগবানের হইয়া যায়, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য বোধ থাকে না; ঈশ্বর ইচ্ছার সহিত তাহার ক্ষুদ্র ইচ্ছা একেবারে যুক্ত হইয়া যায়, তখনই তাহার বিরজা পার হওয়া হয়; এবং তখনই এই গোলোকবিহারী চিন্ময় দ্বিভুজ মুরলীধরের মাধুর্য্যলীলা দর্শনের অধিকার জন্মে। লীলা দ্বিবিধ—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য। ঐশ্বর্য্যলীলায় ভগবান্ অসীম চিদ্‌বিভূতি প্রকাশ করিয়া জীবের পরিত্রাতা প্রভুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। এখানে জীব আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও ভগবানের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া কখন ভীত, সঙ্কুচিত ও বিস্মিত হইয়া পড়ে। কিন্তু মাধুর্য্য লীলায় সেরূপ নহে; সেখানে ভগবান্ আপনার পিতা মাতা সুহৃদ্ ও স্বামীর ন্যায় পরমাত্মীয়; তাঁহার শাসন কেবল প্রেমের, বশ্যতাও প্রেমের, পূজাও প্রেমের এবং পরিত্রাণও প্রেমের। জড়রাজ্যে রাজার শাসন ও পিতার শাসনে যে প্রভেদ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যলীলায় কথঞ্চিৎ সেইরূপ ভেদ বলা যাইতে পারে।

এখন কথা হইতেছে এই নিত্য বৃন্দাবনে ভগবানের লীলার সহায় কে? কাহাকে লইয়া তিনি লীলা করিয়া থাকেন? মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়া। একই ভগবান্ লীলা প্রকটন জন্য দুই ভাবে প্রকাশিত; পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ চৈতন্যাংশ; প্রকৃতি বা শক্তি অর্থাৎ চৈতন্যাংশের প্রকটিত অবস্থা। দ্বিভাব বলিলে দুইটী পৃথক অবস্থা বুঝিতে হইবে না; একই স্বরূপের দুইটী ভাব। যেমন মৃগনাভি ও তাহার সৌরভ, অগ্নি ও তাহার জ্বালা, চন্দ্র ও তাহার কিরণ, পৃথক বস্তু নহে; সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি একই বস্তুর দুইটী বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের তিনটী স্বরূপ বা বিভিন্ন চৈতন্যাংশকে অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দকে অব-

লম্বন করিয়া পরা প্রকৃতি বা শক্তি ত্রিবিধ আকারে প্রকাশিতা। সদংশে সন্ধিনী বা নিত্য স্বরূপশক্তি, চিদংশে সম্বিৎ বা জ্ঞানচৈতন্যশক্তি ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী বা আহ্লাদদায়িনী শক্তি। এই আহ্লাদিনী শক্তিই আর দুইটী শক্তির সারভাগ। ভাবিয়া দেখিতে গেলে ভগবানের সকল শক্তিই আনন্দময়ী; আনন্দ ভিন্ন সৃষ্টি সম্ভবে না এবং আনন্দ ভিন্ন কাহারও স্থিতিও সম্ভবে না; সে জন্য হ্লাদিনী শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। যেমন ঘৃতাংশ সকল অলক্ষিত ভাবে দুগ্ধের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও মন্থন রজ্জু, দণ্ডাদির দ্বারা মন্থিত না হইলে প্রকটীভূত হয় না, সেইরূপ জীব মাত্রেই হ্লাদিন্যাদি শক্তি ওতপ্রোত রহিয়াছে বটে, কিন্তু শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভিন্ন তাহা পরিস্ফুট হয় না। ভগবদনুগ্রহে জীব সংসারের কল্পিত পথ ছাড়িয়া ঈশ্বরোন্মুখ হওত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে হ্লাদিনীর স্ফূর্ত্তি জানিতে পারে। প্রথমে ঐ স্ফুরণের নাম প্রেম হয়। আত্ম, পর ভাব ঘুচিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন ও মৈত্রী হইলে প্রেম হইল। এই প্রেমের গাঢ়তা জন্মিলে ভাব; এবং ভাব স্থায়ী ও ঘনীভূত হইলে মহাভাবাখ্যা ধারণ করে। মহাভাব চিন্তামণিই শ্রীরাধিকার স্বরূপ। ইনি চিরতরুণী, করুণাময়ী, লাবণ্যময়ী, সৌন্দর্য্যের আধার, অনুরাগময়ী ও হাস্যময়ী ইত্যাদি; মনোবৃত্তিরূপ সখী পরিবেষ্টিত। অল্প ভাগ্যে তাঁহার স্বরূপ লাভ হয় না। আদিলীলার চতুর্থ ও মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রাধা প্রকৃতির পরিচয় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

উপরে শ্রীরাধিকার প্রকৃতি নিরূপিত হইল। এক্ষণে সখীদিগের প্রকৃতি কি? তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির অনুকূল মনোবৃত্তি উহাকে নিরন্তর সম্বর্দ্ধন করিতেছে। যেমন ললিতা বা কমনীয় সৌন্দর্য্যানুভূতি, বিশাখা বা চিত্রবিদ্যাদি অনুভূতি, রঙ্গদেবী বা বিশুদ্ধ আমোদ কৌতুকাদির অনুভূতি, শৈব্যা বা মঙ্গলানুভূতি, কান্তি বা শোভানুভূতি ইত্যাদি। এইরূপ অনুভূতির আস্বাদন ভিন্ন কখন হ্লাদিনীর অনুভব সম্ভব হয় না। এই সকল শক্তিকে কৃষ্ণকান্তা বলা গিয়া থাকে। ইঁহাদের নিজের সুখস্পৃহা বা বাসনা কিছুই নাই, হ্লাদিনীকে পরিপুষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করিতে পারিলেই ইঁহারা সুখী। সংক্ষেপে নিঃস্বার্থ প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবাই ইঁহাদের প্রকৃতি। এই সকল শক্তিই গোপী বা সখী শক্তি। সাধনবলে এই শক্তি সম্পন্ন

হইতে না পারিলে অর্থাৎ এই সখীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিলে কুঞ্জ সেবার অধিকার জন্মে না ও রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা নিজেন্দ্রিয় সুখ জন্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম কাম; আর যাহা কৃষ্ণ প্রীতি সংসাধন জন্ম কৃত হয়, তাহার নাম প্রেম। সখীপ্রেমে কামনার গন্ধ মাত্র নাই, সুতরাং তাহা কখন কাম নহে, প্রেম। সম্পূর্ণ-রূপে অহং জ্ঞান ভুলিয়া গিয়া প্রাণেশ্বরের জন্ম উৎসর্গীকৃত না হইলে সখীপ্রকৃতি লাভ করা যায় না। সখী আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ, যাহা কিছু করেন, নিজের জন্ম নয়, সকলই ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেশ্যে। বিশুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিলে সখীদিগের আশ্রয় লাভ ও রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলা দর্শন লাভে অধিকার হয় না। দেহাদি বহির্বিষয়ের মমতায় উদাসীন হইয়া ভগবানে অত্যন্ত মমতার নামই ভক্তি। এই মমতা বা ভক্তির সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত অন্তর্নিহিত স্বতঃসিদ্ধ ভাবসমূহকে উদ্দীপ্ত করার নাম সাধন ভক্তি। সাধন ভক্তি দ্বিবিধ; বৈধী ও রাগময়ী। শাস্ত্র-বিধি যুক্তি ও গুরূপদেশাদি অনুসারে ভাব সাধন করিলে তাহার নাম বৈধী-ভক্তি। ইহার আবার নানাবিধ প্রকার ভেদ আছে; তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিতে গেলে বৃহৎ একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন, সেবা, বিশ্বাস, অর্চ্চন, বন্দন ও আত্মনিবেদন প্রভৃতি নয়টী ইহার প্রধান সাধনাঙ্গ। অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সাধুসঙ্গাদি করিতে পারিলে এই ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়। ঈশ্বরানুগ্রহ ভিন্ন আবার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় না; সুতরাং সকল সাধনের মূলে ভগবৎকৃপা। ভগবানে গাঢ় তৃষ্ণা না জন্মিলে রাগময়ী বা রাগাত্মিকা ভক্তি জন্মিতে পারে না। মৃদু মন্দ গতিতে নদীর স্রোত নির্দ্দিষ্ট খাত মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল; অকস্মাৎ কোথা হইতে খরতর বেগে বন্যা আসিল; আর উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া দুই কূলের বাঁধ আদি উল্লংঘন পূর্ব্বক সে চারিদিক প্লাবিত করিয়া সাগর সঙ্গমে চলিল। অনুরাগময়ী ভক্তির প্রকৃতিও এইরূপ। সাধক কুলধর্ম্মাদি বজায় রাখিয়া বেদবিহিত উপদেশানুসারে ভক্তির পথে চলিতেছিলেন; কোথা হইতে অনুরাগের প্রবল বন্যা বহিল; আর জাতি ধর্ম্ম কুল শীল সকলই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভক্তের প্রাণ প্রিয়তমের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু এই গাঢ় অনুরাগ জন্মিবার পূর্ব্বে মদনমোহন, শ্যামসুন্দর রূপের সুচারু দর্শন চাই; উহাতে মগ্ন হওয়া চাই। সুতরাং এই

ভক্তি কেবল এক ব্রজবাসী জন ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবে না। এই ভক্তি লাভ করিতে হইলে গোপী ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। সিদ্ধ ভাবময়ী গোপী প্রকৃতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের অনুরাগের পথে আস্তে আস্তে যাইতে পারিলে কালে ইহা লাভ হইতে পারে। অনুরাগ-ভক্তিতে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের দূর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর বিশ্বব্যাপীছিলেন, বৃহৎকায় হস্তী দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেমন ক্ষুদ্র হইয়া যায়; ভক্তের অনুরাগপূর্ণ হৃদয় দর্পণে পড়িয়া তিনিও তেমনি ছোট হইয়া পড়েন। তখন ভক্তের সঙ্গে তাঁহার নানাবিধ সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। ভক্তিশাস্ত্রে এই সকল সম্বন্ধকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা নায়ক নায়িকার ভাব। ইহার মধ্যে মধুর ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাতে অন্য চারিটী ভাব অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যিনি পতিপ্রাণা সতী, তিনি পিতা মাতার ন্যায় প্রিয়তমকে স্নেহ করেন, সখীর ন্যায় উপদেশ দেন, দাসীর ন্যায় সেবা করেন এবং সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকেন। এই রূপ দাস্যের মধ্যে শান্ত, সখ্যের ভিতর দাস্য ও শান্ত এবং বাৎসল্যের মধ্যে সখ্য, দাস্য ও শান্ত ভাব সমাবিষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু মধুরভাবে সকল ভাবই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রজলীলায় শ্রীমতী রাধিকা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়াও আবার অপরের বিবাহিত স্ত্রী। এটী বড় মধুর ভাব। সংসাররূপ আয়ানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও নিঃস্বার্থ প্রেমিকা রাধার শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ। বেদ বিহিত পথের শীতলতা ও অনুরাগের সুতীব্র মধুরতা প্রদর্শন করাই পরকীয়া প্রেমের মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন নীচ বাসনাযুক্ত ইন্দ্রিয় ভাব লইয়া যাইলে, এ প্রেম বুঝিবার উপায় নাই।

উপরে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইল তাহা হইতে পরকালের ভাবের অনেক আভাস পাওয়া যাইতেছে। অদ্বৈতবাদ মতে যেমন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ পদার্থ, ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; এ মতে সেরূপ নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীব চিৎকণ বা বিভিন্ন চিচ্ছক্তির অংশ সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগে যুক্ত; সুতরাং তাহার আত্মস্বরূপে স্থিতিই তাহার মুক্তি। অদ্বৈতবাদেও আত্মস্বরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলা যাইতে পারে; কিন্তু সে আত্মা জীবাত্মা নহে, পরমাত্মা; কাযেই আত্মস্বরূপে থাকিতে গেলে কল্পিত জীবত্ব জ্ঞান থাকিতে পারে না। মায়াতেই জীবত্ব জ্ঞান, মায়া গেলে

জীবত্বের বিনাশ বা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। বৈষ্ণব মত ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। জীবের প্রকৃতি ভগবানের নিত্যদাস। জীব নিজ কর্ম্মদোষে কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া মায়াতে জড়িত হইয়া নানাবিধ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। যতদিন এই সুখ দুঃখের বাসনা নিবৃত্ত না হয়; তত দিন তাহার মুক্তি হইতে পারে না; বিষয় বাসনাই তাহার মুক্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যতদিন সমস্ত কর্ম্ম নিজের জন্ম করা হইবে, তত দিন জীবকে কর্ম্মবন্ধনে সংজড়িত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে হইবে; কিন্তু যখন ঈশ্বর কৃপায় ভক্তি লাভ হইয়া আপনার স্বরূপ সে জানিতে পারিবে, তখন আর নিজের জন্ম কিছুই করিবে না, ভাবিবে না, রাখিবে না। সম্পূর্ণরূপে সে প্রিয়তমের ইচ্ছার অনুগত হইয়া যাইবে। এই যে ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলন, ইহারই নাম জীবের আত্মস্বরূপে অবস্থিতি বা মুক্তি। সুতরাং এমতে সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ একেবারে অসম্ভব। সাষ্টি সালোক্যাদিতেও কামনাগন্ধ আছে বলিয়া পরিত্যাজ্য। শুদ্ধভক্তি যোগে যখন জীবাত্মা নিজের যে কিছু বাসনা, ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত হয়; তখন সে প্রকৃত মুক্ত। তখন নিঃস্বার্থ প্রেমই তাহার সেবা; সেই প্রেমার বৈচিত্র শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবই তাহার অবলম্বন। ইহাই পঞ্চমপুরুষার্থ বা প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে ইহা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে লীলাবিহারী ভগবান্ সঙ্কর্ষণাদি নিজ শক্তিকে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আপনি স্বরূপ শক্তিতে থাকিয়া নিত্য লীলা করিতেছেন। এইরূপে যে সমস্ত শক্তি অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টিলীলা রক্ষা করিতেছে, সে সমস্তই ভগবানের অবতার। অতি সূক্ষ্ম বালুকারেণু ও তৃণ গুল্ম হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ, উপগ্রহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে দেবতা, মানব প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর জীবগণ, ভৌতিক শক্তি হইতে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য পবিত্রতা সমস্ত দেব শক্তি এবং ধর্ম্মজ্ঞান, আত্মশাসন, স্মৃতি, ধারণা, মেধা ও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি, যাবতীয় নৈতিক ও ধর্ম্মবল সকলই সেই পূর্ণপুরুষের অবতীর্ণ শক্তি বা অবতার; কিন্তু কেহই স্বয়ং ভগবান্ নহে। সৃষ্টির ইচ্ছাযোগে প্রকাশ ও বিলাস প্রক্রিয়ার দ্বারা যেরূপে এই সব শক্তি অবতীর্ণ হয়, তাহা পূর্ব্বে সৃষ্টিতত্ত্বের বিচারে মোটামুটি কথিত হইয়াছে। গ্রন্থের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে

ও মধ্যলীলার বিংশতিতম পরিচ্ছেদে ইহার সবিস্তার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রকৃতি ও রূপভেদে এই সব অবতার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা, শিবাদিও অবতার, আর পৃথু, নারদাদিও অবতার। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতিগত বৈষম্য এত অধিক যে উভয়কে এক শ্রেণীতে কখনই বিন্যস্ত করা যাইতে পারেনা। সে জন্য অবতার সকল নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে :—যথা পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশাবতার ইত্যাদি। ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না ; সে জন্য এই তিন শক্তি সমন্বিত মহা-সঙ্কর্ষণ ও তাঁহা হইতে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদক-শায়ী তিনটী পুরুষাবতার প্রকটিত হয়। বিলাসের প্রক্রিয়ার দ্বারা যেরূপে ইহা সম্পাদিত হয়, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। এই তিন পুরুষাবতারই সৃষ্টির মূলাধার শক্তি। যেমন কঙ্কালোপরে নরদেহ প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ এই ত্রিবিধ শক্তির উপর সৃষ্টব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত রহিয়াছে। মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতার সকল লীলাবতার, ভগবানের লীলা প্রকটন জন্য ইঁহারা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। চরাচর প্রজা পুঞ্জের সৃষ্টি, প্রতিপালন এবং বিনাশ জন্য ভগবানের তিনটী বিভিন্ন গুণাংশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ঈশ্বরাজ্ঞা বহন করিয়া থাকেন ; সে জন্য তাঁহারা গুণাবতার। মন্বন্তরা-বতার অসংখ্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিযুগে এক দিব্য যুগ এবং ৩৯১৬ দিব্যযুগে ব্রহ্মার একদিন ; ব্রহ্মার দিন মধ্যে চৌদ্দটী মন্বন্তর। এদিকে ব্রহ্মপরিমাণে ব্রহ্মার বয়স শতবৎসর ; সুতরাং এক সৃষ্টিতে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার মন্বন্তর হইয়া থাকে। এক এক মন্বন্তরের একটী একটী অধিপতি ; তাঁহাদের নাম মনু। স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি ১৪ জন মনুই ভগবানের রাজকীয় শক্তির প্রতিনিধি বা মন্বন্তরাবতার। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগে অধর্ম্মের নাশ, ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য যে অবতার হইয়া থাকে, তাহার নাম যুগা-বতার। এই সকল যুগাবতারও ভগবানের অংশশক্তি, প্রতিযুগের অবস্থানুসারে নির্দ্ধারিত সময়ে ভগবদিচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অলৌ-কিক কার্য্য ও পবিত্র চরিত্র দ্বারা যুগাবতারগণ লোকগোচর হইয়া থাকে। যে সময়ে যুগাবতার প্রকাশিত হয়, সে সময়ে কতকগুলি অবতার পক্ষ ও কতকগুলি অবতারবিদ্বেষী লোকও প্রাদুর্ভূত হইয়া অবতীর্ণ ধর্ম্ম প্রচারেরই সাহায্য করিয়া থাকেন। অবতারপক্ষ বিশ্বাসীগণ

ধন, প্রাণ, মন, সব দিয়া অবতারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন; আর অবতারনিবর্ত্তক লোক সকল অশেষ প্রকারে বাধা জন্মাইয়া ও নির্যাতন করিয়া বিশ্বাসীদিগের শক্তিকে আরও উত্তেজিত করিয়া দিয়া এবং তাঁহাদের ভ্রান্তি ত্রুটি দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দিয়া প্রকারান্তরে অবতীর্ণ ধর্ম্ম সংস্থাপনেরই সহায়তা করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম-সংগ্রামে পরিণামে বিদ্বেষীগণেরই পরাজয় হয়। তাহাতেও লোক সকল অবতারের পরাক্রম অনুভব করিয়া উত্তরকালে অবতারকে গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহাতে ঈশ্বরের শক্তিসমাবেশ দেখা যায়, তাহাই শক্ত্যাবেশাবতার। ইহা দুই প্রকার; মুখ্য ও গৌণ। সনক, নারদ, পৃথু, পরশুরাম প্রভৃতিতে জ্ঞান, ভক্তি, সেবা শক্তি প্রভৃতি সাক্ষাৎরূপে আবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা মুখ্যশক্ত্যাবেশাবতার; আর ভগবানের বিশ্বরূপ মধ্যে অনন্তচরাচর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহারই বিভূতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেজন্য তাহারা গৌণশক্ত্যাবেশ।

উপরে যে সকল অবতারের কথা বলা হইল তাঁহারা সকলই পূর্ণপুরুষের অংশ শক্তি, তাঁহার ইচ্ছায় নিযুক্ত হইয়া সৃষ্টিলীলা রক্ষা জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত স্বয়ং ভগবানের যে অবতরণ, তাহার নাম পূর্ণ অবতার। সে অবতারের কোন নিয়ম নাই, নির্দ্ধারিত সময়ও নাই। লীলাময় ভগবানের অবতারলীলা প্রকাশের ইচ্ছা হইলেই তাহা প্রকাশ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভগবান্ কতকগুলি স্বরূপ শক্তিতে পরিবৃত হইয়া মাধুর্য্যপূর্ণ ব্রজমণ্ডলে নিত্যলীলা করিতেছেন; সে লীলার আদি নাই, অন্ত নাই এবং বিরামও নাই। এই সকল স্বরূপশক্তি আর কিছুই নয়, নিত্য বৃন্দাবনের নন্দ যশোদাদি গোপগোপীগণ, শ্রীদাম সুবলাদি ব্রজ বালক সকল, এবং শ্রীমতী রাধিকা পরিবৃত ললিতাদি সখীনিচয়। সংসারাসক্ত লোকদিগকে অহেতুকী শুদ্ধ ভক্তি শিক্ষা দিয়া ব্রজপ্রেমের অধিকারী করিবার জন্য করুনাময় ভগবান্ কারুণ্যপূর্ণ হইয়া স্বেচ্ছায় সমস্ত স্বরূপ শক্তির সহিত অবতরণ করিয়া থাকেন। এই পূর্ণ অবতার গ্রহণ জন্য ভগবান্ পৃথক কোন বিগ্রহ ধারণ করেন না। যুগাবতারের যে সকল উপকরণ থাকে, তাহার অভ্যন্তরেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের দ্বাপর যুগের শেষে দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিবার জন্য যখন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে দেবকীর গর্ভে জন্ম লইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে

অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, গোলোক বিহারী দ্বিভুজ মুরলীধর হরি সেই কালে কৃষ্ণ বিগ্রহে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজের নির্ম্মল প্রেমলীলা প্রকটিত করিলেন এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। আবার কলির প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িল; নীরসতায় ধর্ম্মজীবন কঠোর হইয়া গেল, অদ্বৈতাদি ভক্তগণ লোক পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, ভক্তের ক্রন্দনে ভক্তবৎসল থাকিতে পারিলেন না; তাই নিজে আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা দিবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ গৌরদেহে অবতীর্ণ হইয়া কলির ধর্ম্ম সংকীর্ত্তনমহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিযুগের যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য চৈতন্যাবতারের এই মূল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গভীরতর অন্তরঙ্গ কারণ আছে। লীলাময় ভগবানের ইচ্ছাত্রয় পূর্ণ করাই সেই কারণ। মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের অভিন্না হইয়াও বৃন্দাবন লীলায় পৃথক্ প্রকাশিতা। ভগবান্ পূর্ণানন্দ ও পূর্ণপ্রেম হইলেও ভক্তরূপিণী রাধাহৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসে বিহ্বল ও উন্মত্ত হইয়াছেন। শ্রীরাধা সেই প্রেমের আশ্রয় ভূমি (subject), তিনি উহার বিষয় (object); আশ্রয়জাতীয় প্রকৃতি লাভ করিতে না পারিলে বিষয় জাতীয় প্রকৃতিতে সে প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদন করা অসম্ভব। সুতরাং শ্রীরাধিকার এই প্রেমসুখ আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে ভক্তরূপিণী রাধাপ্রকৃতি লাভ করার জন্য ভগবানের প্রবল ইচ্ছা উপস্থিত হইল। দ্বিতীয়তঃ ভগবানের মাধুর্য্যেতে এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি আছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং ভগবান্ নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হইয়া যান। কিন্তু তাঁহার সেই পরানন্দও শ্রীরাধার আনন্দোচ্ছ্বাসের নিকট পরাস্ত হইয়া যায়; রাধার স্বচ্ছ প্রেমদর্পণে এই মধুরিমা প্রতিবিম্বিত হইলে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবতরঙ্গ উঠিয়া থাকে। এই মধুরিমার আকর্ষণী শক্তি কিরূপ যাহাতে রাধাও বিহ্বল হইয়া যান? শ্রীরাধার প্রকৃতিতে অনুভব করিবার জন্য দ্বিতীয় ইচ্ছার উদ্গম হইল। গোপীদিগের নিঃস্বার্থ প্রেম সুখ আস্বাদন করিবার জন্য তৃতীয় ইচ্ছার উৎপত্তি। যাহাতে আপনার সুখ-দুঃখ, সম্পদ বিপদ, মান অপমান ভুলাইয়া ভগবানের চির দাসত্বে নিযুক্ত করায়, নিজের ইন্দ্রিয় সুখ বিলাসের বাসনা সমূলে উৎপাটিত করিয়া প্রভুর প্রীতি

সাধনে দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়কুলকে ক্রীতদাসের ন্যায় অনুগত করায়, নিজের সুখ সম্ভোগের বাসনা না থাকিলেও নাথের প্রীতিসাধন হইলে আপনা হইতেই অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মল আনন্দসুখ অনুভব হইয়া থাকে, এবং সেই সুখাস্বাদনে বিহ্বল হইলে পাছে কৃষ্ণসেবার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সে আনন্দ সুখকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞানে দূরীভূত করিতে তৎপর করাইয়া দেয়; গোপী প্রকৃতি লাভ করিতে না পারিলে সেই গোপী-প্রেমাস্বাদনের উপায়ান্তর নাই। ঈশ্বর প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকিয়া ভক্ত প্রকৃতির এই সব ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইবে না ভাবিয়া লীলাবিহারী ভগবান্ শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি পরিগ্রহ করিয়া গৌরদেহে অবতীর্ণ হইলেন। উঁহাতে ঈশ্বর ভাব, রাধা ভাব, গোপী ভাব ও ভক্তভাব একত্র সমাবিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব অবতার লীলা প্রকটিত হইল এবং স্বয়ং শ্রীহরি নরহরি রূপ ধারণ করিয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও উপরোক্ত ইচ্ছাত্রয় সম্ভূত মাধুর্য্য সুখ আস্বাদন করিয়া আচণ্ডালে অহেতুকী ভক্তিরস বিতরণ করিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত ধর্ম্মের সারভাগ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহার কিছুই আমার নিজের কথা নহে। ইহা পড়িয়া গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝিবার পক্ষে অনেক সাহায্য হইতে পারিবে উদ্দেশে এসব কথা এখানে লিখিলাম। ইহার মধ্যে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ বা অভাব থাকিয়া গেল, তাহার জন্য আমি বড়ই অপরাধী থাকিলাম। প্রিয় পাঠক! পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ গ্রন্থ আমি নিজে প্রণয়ন করি নাই, করিবার ক্ষমতাও নাই। ভগবানের আদেশানুগ্রহ ও আপনাদের কৃপাময়ী শুভ কামনাই আমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। যখন কোন সাংসারিক বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই, তখন ইহাতে লাভালাভের বড় প্রত্যাশা রাখি না। আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া সুখী হইলেই যথেষ্ট পুরস্কৃত হইব। আজ কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে। চারিদিকে, জড়বাদের যেরূপ ঘোর ঘটা দেখা যাইতেছে, হরিপাদপদ্ম বিমুখ হইয়া লোক সকল যেরূপ সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে চরিতামৃতের ন্যায় প্রেমভক্তি-পূর্ণ গ্রন্থ সমাদৃত হইবে কি না ভগবান্ই জানেন। তবে এই আশা মনে হয়, যখন আমার পাপ হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়রঞ্জন এ গ্রন্থ প্রকাশ করাইলেন, তখন লোক হৃদয়ে বসিয়া ইহা দ্বারা অবশ্যই লোকরঞ্জন করিবেন। এখন পাঠক মহাশয়! সকল দোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক এ দীন জনকে চরণধূলি

দিয়া অনুগৃহীত করেন এই প্রার্থনা। শ্রদ্ধেয় গ্রাহকগণ! আপনারা স্ব স্ব ঔদার্য্য গুণে অগ্রিম মূল্যরূপ ঋণ দান দিয়া চরিতামৃত প্রকাশের যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনারা বিশেষ ধন্যার্হ। আজ আপনাদের ঋণপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। পরিশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক ভক্তিভাজন পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগের হাট ইংরাজী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত রাধানাথ কবিভূষণ এবং জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী কুষ্টিয়া স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ব্যাকরণ সরস্বতী মহাশয়গণ এ গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা রচনার অনেক স্থানে সাহায্য করিয়াছেন এবং নব্য ভারত পত্রিকার সম্পাদক প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশ ও অন্যান্য বিষয়ে অম্লান চিত্তে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম। আবার বলি আজিকার আনন্দোৎসবের মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সাধারণে প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীহরি চরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, এই গ্রন্থের গ্রাহক, পাঠক, প্রকাশক, শ্রোতা এবং সাহায্য দাতাদিগকে তিনি চিরকল্যাণ কুশলে রাখিয়া ভক্তিসুধা দানে চরিতার্থ করুন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কুষ্টিয়া ১৫ই বৈশাখ
১২৯৬ সাল। } প্রণেতা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অথ গ্রন্থকারস্য শ্লোক পঞ্চকং।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং ॥ ১ ॥
দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনং ॥ ২ ॥

'যৎকৃপা' যস্য কৃপা 'পঙ্গুং' পদহীনং জনং 'শৈলং' 'লঙ্ঘয়তে' উত্তীর্ণং কারয়তে 'মূকং' বাক্‌শক্তিরহিতং জনং 'শ্রুতিং' বেদাদিকং 'আবর্ত্তয়েৎ' পঠয়েৎ 'তং' 'কৃষ্ণচৈতন্যং' 'ঈশ্বরং' অহং 'বন্দে' ॥ ১ ॥

'দুর্গমে' 'পথি' সংসারকুটিলবর্ত্মনি ইত্যর্থঃ 'মুহুঃ' বারম্বারং 'স্খলৎপাদগতেঃ' স্খলন্তী পাদগতি র্যস্য তস্য 'অন্ধস্য' 'মে' মম সম্বন্ধে 'সন্তঃ' ব্রজাশ্রিতাঃ সাধবঃ 'স্বকৃপা যষ্টিদানেন' স্বস্য কৃপৈব যষ্টি স্তস্যা দানেন 'অবলম্বনং' 'সন্তু' ভবন্তু ॥ ২ ॥

যাঁহার কৃপায় পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে, এবং মূকজন বেদ পাঠ করিতে সমর্থ হয়, সেই ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা করি ॥ ১ ॥

দুর্গম সংসার পথে পতিত হইয়া আমি বারম্বার পদস্খলিত হইতেছি; সাধুগণ তাঁহাদের কৃপারূপ যষ্টিদানে আমার অবলম্বন হউন। ২।

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ;
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ;
এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন ;
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট পূরণ।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গো র্মম মন্দমতে র্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলশ্রীগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈ র্গোপী র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫ ॥

টী ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৫, ১৬, ১৭ শ্লোকে ১৫-১৬ পৃঃ যথাক্রমে দ্রষ্টব্য ॥ ৩, ৪, ৫ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন ;
অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ !
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলা সূত্রগণ
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন।
আমি জরাগ্রস্থ নিকট জানিয়া মরণ ;
অন্ত্যলীলার কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন।
পূর্ব্ব লিখিত গ্রন্থ সূত্র অনুসারে ;
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে।
বৃন্দাবন হইতে প্রভু নীলাচল আইলা ;
স্বরূপ গোঁসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা।
শুনি শচী আনন্দিতা ; সব ভক্তগণ
সবে মিলি নীলাচলে করিল গমন।

কুলীন গ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসী ;
আচার্য্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি।
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান ;
সবাকে পালন করে; দেয় বাঁসা স্থান।
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে ;
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে।
এক দিন এক স্থানে নদী পার হৈতে ;
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে।
কুক্কুর রহিলা, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা ;
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা।
এক দিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা ;
কুক্কুরে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা।
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে ;
কুক্কুর পাঞাছে ভাত ? সেবকে পুছিলে।
কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি দুঃখী হৈলা ;
কুক্কুর চাহিতে দশ লোক পাঠাইলা।
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইল ;
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈল।
প্রভাতে কুক্কুর চাহি কোথায় না পাইল ;
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈল।
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইল নীলাচলে ;
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে।
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন ;
সবা লয়ে মহাপ্রভু করেন ভোজন।
পূর্ব্ববৎ সবারে পাঠাইল বাসাস্থানে ;
আর দিনে প্রাতঃকালে আইলা প্রভু স্থানে।
আসিয়া দেখিল সবে সেইত কুক্কুরে
প্রভু পাশে বসিয়াছে কিছু অল্প দূরে।
প্রসাদ নারিকেল শস্য প্রভু দেন ফেলাইয়া ;
'কৃষ্ণ, রাম, হরি' কহ বলেন হাসিয়া।

শস্য খায় কুকুর কৃষ্ণ কহে বার বার ;
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।
শিবানন্দ কুকুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা ;
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা।
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা ;
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুকুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা।
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন ;
কুকুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন।
এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন ;
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল তাঁর মন।
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল ;
মঙ্গলাচরণ নান্দীশ্লোক তথাই লিখিল।
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে ;
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে।
এইমত দুই ভাই গৌড় দেশে আইলা ;
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা।
রূপ গোঁসাঞি প্রভু পাশ করিলা গমন ;
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
অনুপমের লাগি তাঁর বিলম্ব হইল ;
ভক্তগণ পাশ আইল, লাগি না পাইল।
উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম ;
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম।
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী ;
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি :—
'আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন ;
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ।'
স্বপ্ন দেখি রূপ গোঁসাঞি করিল বিচার ;
'সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার।
ব্রজপুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা ;
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা'।

ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে ;
আসি উত্তরিলা হরিদাসের বাসস্থলে।
হরিদাস ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ;
'তুমি যে আসিবে, মোরে প্রভু যে কহিলা।'
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে দেখিতে
প্রতিদিন আইসেন প্রভু, আইলা আচম্বিতে।
'রূপ দণ্ডবৎ করে' হরিদাস কহিলা ;
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা।
হরিদাস রূপ লঞা বসিল এক স্থানে ;
কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠি কৈল কতক্ষণে।
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোঁসাঞি পুছিল ;
রূপ কহে 'তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল।
আমি গঙ্গাপথে আইলাম, তিঁহো রাজপথে ;
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে।
প্রয়াগে শুনিলা তিঁহ গেলা বৃন্দাবন'।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন।
রূপে তাঁহা বাঁসা দিয়া গোঁসাঞি চলিলা ;
গোঁসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা।
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপাত করিয়া।
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন ;
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু দুই জনে
প্রভু কহে 'রূপে কৃপা কর কায়মনে।
তোমা দুঁহার কৃপায় ইঁহার তৈছে হউক শক্তি ;
যাতে বিরচিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি।
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ ;
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন।
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে ;
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে।

ইষ্ট গোষ্ঠি দোঁহা সনে করি কতক্ষণ
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন ॥
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার ;
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥
ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন ;
আইটোটা আসি কৈল বন্য ভোজন ॥
প্রসাদ খায়, হরি বলে সর্ব্ব ভক্তগণ ;
দেখি হরিদাস রূপের হরষিত মন ।
গোবিন্দ দ্বারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা ;
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা ।
আর দিনে প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা ;
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা :—
'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে ;
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে'।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপ্রকটলীলায়াং দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃত যামলরচনং ।

'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো, যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি' ॥ ৬ ॥

'যদুসম্ভূতঃ' যদুবংশোদ্ভবঃ 'কৃষ্ণঃ' একঃ স্যাৎ 'অন্যঃ' 'গোপেন্দ্রনন্দনঃ' নন্দনন্দনঃ স্যাৎ। যঃ যদুসম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ স বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য মথুরায়াং গচ্ছতি ; যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ স্যাৎ সঃ 'বৃন্দাবনং' 'পরিত্যজ্য' 'ক্বচিৎ' কুত্রচিদপি 'ন' 'এব' 'গচ্ছতি' ॥ ৬ ॥

যদুবংশোদ্ভব কৃষ্ণ এক জন, নন্দনন্দন কৃষ্ণ অন্য জন ; যিনি নন্দনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখন কোন স্থানে যান না। ৬।

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা ;
রূপ গোঁসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ।

'পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল
জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
'পূর্ব্বে ছুই নাটকের ছিল একত্র রচনা;
ছুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা।
ছুই নান্দী প্রস্তবনা, ছুই সংঘটনা;
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা'।
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল;
রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিল।
প্রভুর নৃত্যশ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি
সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই।
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন;
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন।
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে;
কেন শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে।
সবে একা স্বরূপ গোঁসাই শ্লোকের অর্থ জানে;
শ্লোকানুরূপ পদ করান্ আস্বাদনে।
রূপ গোঁসাঞি মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়;
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায়।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং তথা পদ্যাবল্যাং অশীত্যধিকশততমাঙ্কধৃতং কস্যাশ্চিন্নায়িকায়া বচনং।

'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে' ॥ ৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৬ শ্লোঃ ৬—৭ পৃঃ দেখ ॥ ৭ ॥

শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোকঃ যথা।

'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি' ॥ ৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৭ শ্লোঃ ৮—৯ পৃঃ দেখ ॥ ৮ ॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা ;
সমুদ্র স্নান করিবারে রূপ গোঁসাঞি গেলা।
হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে ;
চালে শ্লোক পাঞা প্রভু লাগিলা পড়িতে।
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
হেন কালে রূপ গোঁসাঞি স্নান করি আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা ;
প্রভু তাঁরে চাপড় মারি কহিতে লাগিলাঃ—
'গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে' ?
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে।
সে শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল ;
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল ঃ—
'মোর অন্তর বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে ?'
স্বরূপ কহে 'জানি কৃপা করিয়াছ আপনে।
অন্যথা এ অর্থ কারও নাহি হয় জ্ঞান ;
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলে করি অনুমান।'
প্রভু কহে 'ইঁহ আমায় প্রয়াগে মিলিলা ;
যোগ্য পাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হৈলা।
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ ;
তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ।'
স্বরূপ কহে 'যাতে এই শ্লোক দেখিল ;
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহিঁ জানিল'।

তথাহি ন্যায়ঃ।

'ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে।
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে' ॥ ৯ ॥

'ফলকারণং' 'ফলেন' হেতুনা 'অনুমীয়তে' 'হি' যতঃ 'কার্য্যং' 'নিদানাৎ' কারণানুরূপাং 'গুণান্' 'অধীতে' প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥

ফল দ্বারা ফলকারণ অনুমান করিবে; যেহেতু কার্য্য কারণের গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯।

তথাহি নৈষধীয়ে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকে দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যং

'স্বর্গাপগা হেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্বানুরূপতনুরূপঋদ্ধিং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে'॥১০॥

হে দময়ন্তি 'সর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং' স্বর্গস্য আপগায়াঃ সুর নদ্যা মন্দাকিন্যা ইত্যর্থঃ হেমমৃণালিণীনাং 'নালামৃণালাগ্রভুজঃ' নালানাং মৃণালাগ্রং অতিকোমলাংশং ভুঞ্জতে যে তে বয়ং 'অন্বানুরূপং' তনুরূপঋদ্ধিং' কারণানুরূপাং তস্যাঃ রূপস্যঋদ্ধিং বৃদ্ধিং কোমলং সুন্দরঞ্চ দেহমিত্যর্থঃ প্রাপ্নুমঃ 'হি' যতঃ 'কার্য্যং' 'নিদানাৎ' কারণানুরূপাং 'গুণান্' 'অধীতে' প্রাপ্নোতি ॥ ১০ ॥

আমরা স্বর্গ মন্দাকিনীর হেমময় ও অতি কোমল মৃণালাগ্রভাগ ভোজন করিয়া তদনুরূপ দেহ ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি; যেহেতু কার্য্যসকল কারণানুরূপ গুণই লাভ করিয়া থাকে। ১০।

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা;
রূপ গোঁসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা।
একদিন রূপ করেন নাটক লিখন;
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন।
সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা;
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা।
'কাঁহা পুথি লিখ'? বলি একপত্র নিল;
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল।
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি;
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি।

সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা ;
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং।

'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলিলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী' ॥১১॥

হে পুত্রি নান্দীমুখি 'কৃষ্ণ' 'ইতি' 'বর্ণদ্বয়ী' বর্ণদ্বয়ং 'কিয়দ্ভিঃ' পরিমিতৈঃ 'অমৃতৈঃ' 'জনিতা' গঠিতা তদহং 'নো' ন 'জানে'। কীদৃশা বর্ণদ্বয়ী তদাহ 'তুণ্ডে' জিহ্বায়াং 'তাণ্ডবিনী' নর্ত্তনবতী সতী 'তুণ্ডাবলিলব্ধয়ে' তুণ্ডাবলীনাং জিহ্বাশ্রেণীনাং প্রাপ্তয়ে নিমিত্তায় 'রতিং' বাসনাং 'বিতনুতে' বিস্তারয়তি তুণ্ডসমূহশ্চেল্লভ্যতে সুখেন কৃষ্ণকীর্ত্তনং ক্রিয়ত ইতিভাবঃ। পুনঃ 'কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী' কর্ণরন্ধ্রে অঙ্কুরবতী জাতমাত্রাঙ্কুরা ইত্যর্থঃ সতী 'কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ' দশকোটিকর্ণলাভায় নিমিত্তায়েত্যর্থঃ 'স্পৃহাং' ইচ্ছাং 'ঘটয়তে'; পুনঃ 'চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী' চেত এব প্রাঙ্গণম্ তস্য সঙ্গিনী সতী 'সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং' 'কৃতিং' ব্যাপারং 'বিজয়তে' ॥ ১১ ॥

নান্দীমুখি! জানি না 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃত দিয়া গঠিত হইয়াছে? যখন ইহা রসনায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন রসনাশ্রেণীলাভের জন্য বাসনা হয়; যখন কর্ণরন্ধ্রে অঙ্কুরিতা হয়, তখন দশকোটি কর্ণলাভের স্পৃহা বলবতী হয়; এবং চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপার ইহার নিকট পরাজিত হইয়া যায়।১১।

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী ;
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি।
'কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্রসাধুমুখে জানি ;
নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ?'

তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি আলিঙ্গন
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন।
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ;
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ;
সবে মিলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে;
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিল কহিতে।
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ;
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ।
সার্ব্বভৌমরামানন্দে পরীক্ষা করিতে;
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে।
ঈশ্বর স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ;
অল্প সেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্ততিতম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

'ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ং' ॥ ১২ ॥

'শীলেন' স্বভাবেন সহ 'নির্ম্মলমতিঃ' 'অয়ং' 'পুরুষোত্তমঃ' ভগবান্ 'ভৃত্যস্য' নিজসেবকস্য 'গুরূনপি' 'অপরাধান্' 'ন' 'পশ্যতি'; 'মনাক্' অল্পাং 'সেবাং' 'কৃতামপি' 'বহুধা' 'অভ্যু পৈতি' অভিমন্যতে; 'পিশুনেষু' আত্মবিদ্বেষিষু জনেষু 'অভ্যসূয়াং' গুণেষু দোষারোপণং 'ন' 'আবিষ্করোতি' ॥ ১২ ॥

নির্ম্মলচরিত এই পুরুষোত্তম নিজ সেবকের অপরাধ গুরুতর হইলেও গ্রহণ করেন না, এবং অল্প সেবাও বহু মনে করেন; আর আত্ম বিদ্বেষীর গুণ থাকিলে, তাহাতে দোষারোপ করেন না। ১২।

ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুইজন ;
দণ্ডবৎ হঞা কৈল চরণ বন্দন।
ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দুঁহাকে মিলন ;
পিণ্ডার উপরে বসিলা লঞা ভক্তগণ।
রূপ হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে ;
সবার অগ্রে না উঠিলা পীঁড়ার উপরে।
'পূর্ব্ব শ্লোক কহ' রূপে প্রভু আজ্ঞা কৈল ;
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল ;
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকৃতঃশ্লোকঃ।

'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি' ॥ ১৩ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যাঃ মধ্যঃ ৭ শ্লোঃ ৮-৯ পৃঃ দেখ ॥ ১৩ ॥

রায় ভট্টাচার্য্য বলে 'তোমার প্রসাদ বিনে ;
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ?
আমারে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলে সিদ্ধান্ত ;
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত।
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ ;
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ'।
প্রভু কহে 'কহ রূপ নাটকের শ্লোক ;
যেই শ্লোক শুনি লোকের যায় দুঃখ শোক'।
বার বার প্রভু তাঁরে আজ্ঞা যদি দিল ;
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকে নান্দী-মুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং।

'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলিলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং;
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী' ॥১৪॥

টীকা ও ব্যাখ্যা অন্ত্যঃ ১১ শ্লোকে ১০ পৃঃ দেখ ॥ ১৪ ॥

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়;
শ্লোক শুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময়।
সবে বলে 'নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার;
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর'।
রায় কহে 'কোন গ্রন্থ কর হেন জানি;
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি'।
স্বরূপ কহে 'কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে;
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে
আরম্ভিয়া ছিলা, এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া।
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব;
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব'।
রায় কহে 'নান্দী শ্লোক পড় দেখি শুনি'?
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু আজ্ঞা মানি।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপগো-স্বামিবাক্যং।

'সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরণী' ॥ ১৫ ॥

'হরিলীলাশিখরিণী' হরিলীলা এব শিখরিণী রসালা মধুরাস্বাদযুক্ত-পানীয় বিশেষ ইত্যর্থঃ 'তে' তব 'তৃষ্ণাং' 'হরতু' কীদৃশাং তৃষ্ণাং ? 'সমস্তাৎ' সর্ব্বতঃ 'সন্তাপোদ্গামবিষমসংসারসরণীপ্রণীতাং' সন্তাপানাং আধ্যাত্মিকাদীনাং উদ্গমো যস্যাং সা এবম্ভূতা যা বিষমা বন্ধুরত্বাৎ অতিদুর্গমা ভীষণসংসাররূপা সরণী পন্থাঃ তয়া প্রণীতাং পর্য্যটনজনিতাং ; হরিলীলা-শিখরিণী কিদৃশী ? 'চান্দ্রীনামপি' চন্দ্রসম্বন্ধীনামপি 'সুধানাং' 'মধুরিমোন্মাদ-দমনী' মধুরিম্না হেতুনা উন্মাদঃ অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্যশালিনীতি যোঽহঙ্কার স্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা ; পুনঃ 'রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ' রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারাঃ কর্পূরা স্তৈঃ করণৈঃ 'সুরভিতাং' সৌগন্ধ্যং 'দধানা' ॥ ১৫ ॥

যাহা সুধাংশুর সুধামাধুর্য্যগর্ব্ব দমন করিয়াছে ; এবং যাহা রাধাদির প্রণয়কর্পূরযোগে সৌগন্ধ্য ধারণ করিয়াছে ; সেই হরিলীলাশিখরিণী তোমার সন্তাপবর্দ্ধক বিষম-সংসারপথপর্য্যটন জনিত তৃষ্ণা নিবারণ করুক । ১৫ ॥

রায় কহে 'কহ ইষ্টদেবের বর্ণন' ;
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ।
প্রভু কহে ! 'কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে ?
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে ।'
তবে রূপ গোঁসাঞি যদি শ্লোক পড়িল ;
শুনি প্রভু কহে 'এই অতি স্তুতি হৈল ।'

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামি বাক্যং ।

'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ' ॥১৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৪ শ্লোকে ৫ পৃঃ দেখ ॥ ১৬ ॥

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া ;
'কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া'।
রায় কহে 'কোন্ মুখে পাত্র সন্নিধান' ? (১)
রূপ কহে 'কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম'।

তল্লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াং দ্বাদশশ্লোকঃ।

'আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ' ॥১৭॥

'কালসাম্যেন' কালানুরূপতয়া কর্ত্তৃভূতেন 'আক্ষিপ্তঃ' প্রেরিতঃ সন্ যঃ 'প্রবেশঃ' পাত্র সন্নিবেশঃ স এব 'প্রবর্ত্তকঃ স্যাৎ'। ১৭।

সময়ানুরূপ পাত্রসন্নিবেশের নামই প্রবর্ত্তক। ১৭।

তস্যৈবোদাহরণমাহ বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দশমশ্লোকে পারিপার্শ্বিকং প্রতি সূত্রধারবাক্যং।

'সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগং।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী' ॥ ১৮ ॥

শ্লোকোঽয়ং দ্ব্যর্থ স্তদ্‌যথা। 'অয়ং' 'সঃ' দৃশ্যমানঃ 'বসন্তসময়ঃ' বসন্তকালঃ 'সমিয়ায়' সমাগতঃ স্যাৎ। 'যস্মিন্' কালে 'অসৌ' 'পৌর্ণমাসী' তিথিঃ তন্নামধেয়া ভগবতী চ 'রুচিরয়া' শোভনয়া 'রাধয়া' 'সহ' বিশাখানক্ষত্রেণ পক্ষান্তরে বৃষভানুকন্যয়া সহ 'নিশি' রাত্রৌ 'রঙ্গায়' কৌতুকায় শোভনার্থং পক্ষান্তরে কৌতুকরহস্যমাবিষ্কর্ত্তুঞ্চ 'পূর্ণং' ষোড়শকলং পক্ষান্তরে পরিপূর্ণং 'তমীশ্বরং' চন্দ্রং পক্ষান্তরে তং প্রসিদ্ধং ঈশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং 'সঙ্গং'

---

১ কোন্ মুখে পাত্র সন্নিধান…প্রবর্ত্তক নাম—রামানন্দ রায়ের প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে নাটকের কোন্ সময়ে নাট্যোল্লিখিত পাত্র বা ব্যক্তিগণকে রঙ্গভূমিতে অবতারণা করান হইয়াছে। ইহার উত্তরে রূপ গোস্বামী বলিলেন যে নাটকের উপক্রমণিকা ভাগের নাম প্রস্তাবনা; প্রস্তাবনার সময়ানুরূপ পাত্রদিগকে সন্নিবেশিত করা উচিত, যেমন বিদগ্ধ মাধব নাটকের প্রস্তাবনায় বসন্ত পৌর্ণমাসীর অবতারণা করিতে করিতে নাট্যোল্লিখিত পাত্র পৌর্ণমাসী প্রবেশ করিলেন।

'অন্বিতা' প্রাপ্তা ; পৌর্ণমাসী কীদৃশী ? 'গূঢ়গ্রহা' গূঢ়া গ্রহা নবগ্রহা যস্যাঃ সা, পক্ষান্তরে গূঢ়ো গ্রহো আগ্রহো যস্যা সা ; ঈশ্বরং কীদৃশং ? 'উপোঢ়-নবানুরাগং' উপোঢ়ঃ প্রাপ্তঃ নবোঽনুরাগো রক্তিমা যেন তং কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টার্থঃ ॥ ১৮ ॥

এই বসন্তকাল সমাগত হইয়াছে ; এ সময় পৌর্ণমাসী তিথি সুশোভন বিশাখানক্ষত্রের সহিত গ্রহগণে পরিবৃতা হইয়া নবরক্তিমা রঞ্জিত পূর্ণচন্দ্রের সহিত মিলিতা হওতঃ শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে বসন্ত-রজনীতে দেবী পৌর্ণমাসী অতিশয় আগ্রহ সহকারে নবানু-রাগে অনুরক্ত পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের লীলাকৌতুকবর্দ্ধন জন্য রুচিরময়ী শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া মিলিতা হইলেন। ১৮।

রায় কহে 'প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি' ?
রূপ কহে 'মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি'।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে অষ্টমশ্লোকে সূত্রধারং প্রতি পারিপার্শ্বিক বাক্যং।

'ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ সবল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধে র্বৃন্দাটবীগর্ভভূ
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরিপাকোঽয়মুন্মীলতি' ॥১৯॥

'অয়ং' 'মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরিপাকঃ' মদ্বিধস্য জনস্য পুণ্যমণ্ডলানাং পুণ্য-সমূহানাং পরিপাকঃ পরিণতিঃ চরমোৎকর্ষ ইত্যর্থঃ 'উন্মীলতি' বিকশতি ইত্যহং 'মন্যে' ; কথং ? তদাহ 'অনর্গলধিয়াং' অনর্গলা নির্ম্মলা সরলা ইতিযাবৎ ধীবুদ্ধি র্যেষাং 'ভক্তানাং' 'নিসর্গোজ্জ্বলঃ' স্বভাবনির্ম্মলঃ 'বর্গঃ' সমূহঃ 'উদগাৎ' সভায়াং উদয়ং প্রাপ্তবান্। পুনঃ 'অসৌ' সঃ 'প্রবন্ধঃ' বিদগ্ধমাধবনামনাটকঃ 'অপি' 'বল্লববধূবন্ধোঃ' গোপবধূবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য

'লীলৈঃ' চরিতৈঃ 'পল্লবিতঃ' বিস্তারিতঃ সুশোভিত ইত্যর্থঃ। 'বৃন্দাটবী-গর্ভভূঃ' বৃন্দাবনস্থরাসভূমিস্থানং 'তাণ্ডববিধেঃ' অস্য নাটকস্য নর্ত্তনকলায়াঃ অভিনয়ব্যাপারস্য ইত্যর্থঃ 'চত্বরতাং' প্রাঙ্গণরূপতাং 'লেভে' প্রাপ্তবতী ।১৯।

ভাব ! দেখুন এই সভাতে স্বভাবসুন্দর সরলমতি ভক্তগণ সমুপস্থিত ; এই প্রবন্ধও গোপীবল্লভের লীলাচরিতে সুশোভিত ; আর ভগবানের রাসলীলার স্থান এই বৃন্দাটবী আমাদের নৃত্যাভিনয়ের রঙ্গস্থল ; বুঝি আজ মাদৃশদিগের পুণ্যপরিণাম বিকশিত হইল। ১৯।

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠশ্লোকে পারিপার্শ্বিকং প্রতি সূত্রধারবাক্যং ।

'অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাং' ॥ ২০ ॥

হে 'বুধাঃ' সাধবঃ 'প্রকৃতি লঘুরূপাৎ' প্রকৃত্যা স্বভাবেন লঘুঃ ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রূপনামা চেতি যদ্বা লঘু তুচ্ছং রূপং স্বভাবো যস্য তস্মাৎ 'মত্তঃ' মম সকাশাৎ 'অভিব্যক্তা' প্রকটিতা 'অপি' 'ইয়ং' 'কৃতিঃ' কবিতা 'বঃ' যুষ্মাকং 'সিদ্ধার্থান্' বাঞ্ছিতার্থান্ 'বিধাত্রী' ভবেদিতিশেষঃ বিধানং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ কিদৃশী কৃতিঃ ? তদাহ 'হরিগুণময়ী' হরিলীলাত্মিকা। দৃষ্টান্তেন দ্যোতয়তি 'পুলিন্দেন' শবরেণ অতি নীচজাত্যুদ্ভবেন জনেন কর্ত্তৃভূতেন 'সমিধং' কাষ্ঠং 'উন্মথ্য' ঘৃষ্ট্বা জনিতঃ প্রাদুর্ভাবিতঃ 'অগ্নিরপি' 'হিরণ্যশ্রেণীনাং' স্বর্ণসমূহানাং 'অন্তঃ-কলুষতাং' অন্তর্মলিনতাং 'ন' 'অপহরতি' 'কিমু' কিং নাপহরত্যেব তদ্বৎ মম কবিতা সাধূনাং দুর্ব্বাসনারূপকলুষতাং অপহরতীতি ধ্বনিতং। ২০।

হে বুধগণ। আমি অতি ক্ষুদ্র স্বভাব হইলেও আমার বিরচিত হরিগুণময়ী এই কবিতা আপনাদিগের অভীষ্টসাধন করিবে; কারণ অতি নীচ জাতি পুলিন্দ কর্ত্তৃক কাষ্ঠ সংঘর্ষণে

যে অগ্নি উদ্দীপিত হয়, তাহাতে কি সুবর্ণের অন্তর্মল বিনষ্ট হয় না? । ২০ ।

রায় কহে 'কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি কারণ;
পূর্ব্বানুরাগ, বিকার চেষ্টা, কাম লিখন'।
ক্রমে শ্রীরূপ গোঁসাঞি সকলই কহিল;
শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল।

রাগোৎপত্তিহেতুর্যথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং

'একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতি র্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী' ।২১।

হে সখি! 'একস্য' পুরুষস্য 'কৃষ্ণ ইতি' 'নামাক্ষরং' 'শ্রুতমেব' শ্রবণ-বিষয়ে গতমাত্রমেব 'মতিং' বুদ্ধিং 'লুম্পতি' প্রলুপ্তাং করোতি; 'অন্যস্য' পুরুষস্য 'বংশীকলঃ' বংশীরবঃ শ্রবণমাত্রেণ ইতিশেষঃ 'সান্দ্রোন্মাদপরম্পরাং' ঘনমত্ততাপরম্পরাং ক্রমেণ মত্ততায়াঃ ঘনীভূততাং ইত্যর্থঃ 'উপনয়তি' প্রাপয়তি; 'এষঃ' 'স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ' স্নিগ্ধা ঘনা চ কৃষ্ণমেঘবর্ণা চ দ্যুতিঃ কান্তির্যস্য স পুরুষ ইতিশেষঃ 'বীক্ষণাৎ' দর্শনাদ্ধেতোঃ 'মনসি' 'পটে' চিত্তপটে 'লগ্নঃ' স্যাৎ ন বিস্মৃতিপদবীং গচ্ছতীত্যর্থঃ 'ধিক্' 'কষ্টং' ভোঃ 'পুরুষত্রয়ে' মম 'রতিঃ' আসক্তিঃ 'অভূৎ' অতএব 'মৃতিঃ' মরণং 'শ্রেয়সী' 'ইতি' অহং 'মন্যে' ॥ ২১ ॥

হে সখি! এক জনের 'কৃষ্ণ' এই নামাক্ষর শ্রবণমাত্র মতি বিলুপ্ত হইল; অন্যের বংশীরব শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া ঘনীভূত মত্ততা আনয়ন করিল; আর এক জনের স্নিগ্ধনবজলধরকান্তি দর্শনমাত্র চিত্তপটে লগ্ন হইয়া থাকিল; হা ধিক্! আমাকে একেবারে তিন জন পুরুষের রতি বহন করিতে হইল! ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল। ২১।

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তমশ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধিকা বাক্যং

'ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি' ॥ ২২ ॥

হে 'সখি' ললিতে 'ইয়ং' 'রাধা হৃদয়বেদনা' রাধায়াঃ হৃদয়বেদনা 'সুদুঃসাধ্যা' দুঃসাধ্যা। 'যত্র' বেদনায়াং 'চিকিৎসাপি' প্রতিকারোঽপি 'কৃতা' 'কুৎসায়াং' নিন্দায়াং 'পর্য্যবস্যতি' চিকিৎসায়াং কৃতায়াং সত্যাং ফলস্য অসম্ভাবনাহেতো রিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সখি! রাধার এই হৃদয়বেদনা দুঃসাধ্য; ইহার চিকিৎসা নিন্দায় পর্য্যবসিত হইবে; রোগ প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। ২২।

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে প্রাকৃতভাষায়াং কন্দর্পলেখো যথা

'ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং সুন্দর
মহ মন্দিরে তুমং বসসি
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদা পলাএম্হি' ॥ ২৩ ॥

অস্য সংস্কৃতানুবাদঃ। ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর! মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা রুণৎসি বলিতং, যথা যথা চকিতা পলায়ে। হে 'সুন্দর'! 'পড়িচ্ছন্দগুণং' চিত্রপটরূপং তৎসূত্রম্ 'ধরিঅ' ধৃত্বা 'তুমং' ত্বং 'মহ' মম 'মন্দিরে' হৃদয়মন্দিরে 'বসসি' তিষ্ঠসি। 'জহ' 'জহ' যথা যথা 'চইদা' চকিতা ভীতা সতী 'পলএম্হি' পলায়ে 'তহ' 'তহ' তথা তথা 'বলিঅং' বলিতং যথা স্যাৎ তথা বলেন মাং 'রুন্ধসি' রুণৎসি প্রতিরুদ্ধাং করোসি ॥ ২৩ ॥

হে সুন্দর! তুমি আমার চিত্তপটে নিত্যবাস করিতেছ; আমি চকিতা হইয়া যে যে দিকে পলায়ন করি; তুমি বলপূর্ব্বক সেই সেই দিকে আমার গতি রোধ কর। ২৩।

চেষ্টা তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকে পৌর্ণমাসীং প্রতি মুখরাবাক্যং

'অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাশ্রু পরিক্রোশতি
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ' । ২৪ ।

হে পৌর্ণমাসি! 'কঃ' 'অয়ং' 'নবীনগ্রহঃ' নবযুবকঃ 'বালায়াঃ' স্বাধিকায়াঃ মম নপ্ত্র্যাঃ 'চিত্তভূমিং' 'অবিশৎ' প্রাবিশৎ তদহং 'নো' 'জানে' 'কিল'। কিং কুর্ব্বন্? 'অপূর্ব্ব নটনক্রীড়া চমৎকারিতাং' অনির্ব্বচনীয় নর্ত্তনক্রীড়ায়াঃ চমৎকারিতাং 'জনয়ন্' সম্পাদয়ন্; সা কিমাচেষ্টতে? 'অসৌ' বালা 'অগ্রে' সমীপে 'শিখণ্ডখণ্ডং' ময়ূরপিচ্ছং 'বীক্ষ্য' দৃষ্ট্বা 'অচিরাৎ' তৎক্ষণাৎ 'উৎকম্পং' মৃগীব্যাধিতুল্যং কম্পং 'আলম্বতে' ভূমৌ সংলুণ্ঠতীত্যর্থঃ। 'চ' পুনঃ 'গুঞ্জানাং' গুঞ্জাফলানাং 'বিলোকনাৎ' 'সাশ্রু' অশ্রুসহিতং যথা স্যাৎ তথা 'মুহুঃ' বারম্বারং 'পরিক্রোশতি' উচ্চৈঃ প্রলাপং করোতি ॥ ২৪ ॥

দেবি পৌর্ণমাসি! এই বালা সমীপস্থ ময়ূরপুচ্ছ দর্শনমাত্র সহসা কাঁপিতে কাঁপিতে ধরালুণ্ঠিত হইতেছে; আর গুঞ্জা দর্শনে সজলনেত্রে মুহুর্মুহু প্রলাপ বকিতেছে; জানি না কোন্ নবীনগ্রহ ইঁহার চিত্তভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই সকল অপূর্ব্ব নটরঙ্গ উৎপাদন করিতেছেন? । ২৪ ।

ব্যবসায়ো যথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ষট্চত্বারিংশশ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং

'অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মারোদী র্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ' ॥ ২৫ ॥

হে 'সখি' বিশাখে! 'কৃষ্ণঃ' 'যদি' 'ময়ি' বিষয়ে 'অকারুণ্যঃ' নির্দ্দয়োঽভূৎ

তদা 'তব' 'ইদং' 'আগঃ' অপরাধঃ 'কথং' ভবেদিতিশেষঃ 'মুধা' বৃথা 'মারোদীঃ' রোদনং মাকার্ষীঃ। 'পরং' মম মরণান্তরমিত্যর্থঃ 'ইমাং' 'উত্তর-কৃতিং' অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াং 'কুরু'। তদ্বিধানমাহ 'তমালস্য' 'স্কন্ধে' মূলশাখায়াং 'কলিতদোর্বল্লরিঃ' কলিতা নিহিতা ত্বয়েতিশেষঃ দোর্বল্লরী ভুজলতা যস্যাঃ সা 'ইয়ং' মম 'তনুঃ' যথা 'বৃন্দারণ্যে' 'চিরং' বহুকালং ব্যাপ্য 'অবিচলা' নিশ্চলা সতী 'তিষ্ঠতি'। কদাচিৎ কৃষ্ণেণ দর্শনীয়া ভবিষ্যতীতিতাৎপর্য্যং ॥ ২৫ ॥

হে সখি ! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, তাহাতে তোমার দোষ কি ? আর বৃথা রোদন করিও না। আমার মরণান্তর তমালবৃক্ষের শাখায় আমার ভুজলতা এমত করিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিও, যেন এই দেহ চিরকাল বৃন্দাবন মধ্যে অবিচলিত অবস্থিত থাকিতে পারে। এইরূপ করিয়া আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিও ॥ ২৫ ॥

রায় কহে 'কহ দেখি ভাবের স্বভাব';
রূপ কহে 'ঐছে হয় কৃষ্ণ বিষয় ভাব'।

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তদশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং।

'পীড়াভি র্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদা সুধামধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ'। ২৬।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২০ শ্লোঃ ৪০ পৃঃ দেখ ॥ ২৬ ॥

রায় কহে 'কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ';
রূপ গোঁসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্ম্ম।

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং

'স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী

দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া'॥২৭॥

'কস্যচিৎ' 'স্বারসিকস্য' সহজপ্রেমিকস্য জনস্য 'প্রেম্নঃ' 'ইয়ং' 'প্রক্রিয়া' কার্য্যকারিতা 'বিক্রীড়তি' তস্য হৃদয়ে বিলসতি। কিং করোতি তদাহ। 'যত্র' প্রেম্নঃ প্রক্রিয়ায়াং 'স্তোত্রং' প্রশংসাবাক্যং "তটস্থতাং' ঔদাসীন্যং 'প্রকটয়ৎ' সৎ 'চিত্তস্য' 'ব্যথাং' হৃদয়বেদনাং 'ধত্তে'; প্রেমিকজনো নিজপ্রশংসাবাক্যং শ্রুত্বা কষ্টমভিজানাতীত্যর্থঃ। 'নিন্দাপি' লোকভৎর্সনাপি 'পরিহাসশ্রিয়ং' 'বিভ্রতী' সতী 'প্রমদং' মহানন্দং 'প্রযচ্ছতি'। কিং কুর্ব্বতী সতী তদাহ 'কেনাপি' 'দোষেণ' ক্ষয়িতাং ক্ষয়ং 'গুণেন' 'গুরুতাং' বৃদ্ধিং 'ন' 'আতন্বতী' ন বিস্তারয়ন্তী সতী প্রণয়পাত্রস্য দোষদর্শনে প্রেমিকস্য প্রেমা ক্ষীণো ন ভবতি গুণদর্শনে ন বৃদ্ধো ভবতি। নিরুপাধিস্তু দোষগুণং ন অপেক্ষতে; যথা অজ্ঞানিনঃ স্বদেহে প্রেমতদ্বৎ॥ ২৭॥

যিনি নিজ প্রশংসাবাদ শ্রবণে ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন; এবং লোক নিন্দা যাঁহার নিকট পরিহাসবাক্য রূপে পরিণত হইয়া আমোদ প্রদান করিয়া থাকে; আর প্রেমপাত্রের দোষ শ্রবণে যাঁহার প্রেমের ক্ষয় হয় না এবং গুণ শ্রবণেও বৃদ্ধি হয় না; তাঁহারই প্রেমাকে সহজ প্রেম বলা যাইতে পারে॥ ২৭॥

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে চত্বারিংশ শ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি
কিম্বা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা'॥২৮॥

'ইন্দুবদনা' রাধা 'মম' 'নিষ্ঠুরতাং' নির্দয় ব্যবহারং 'শ্রুত্বা' সখীমুখাদি-

ত্যর্থঃ তস্যাঃ 'প্রেমাঙ্কুরং' 'ভিন্দতী' ছিন্দতী সতী 'বিধুরে' ব্যথিতে 'স্বান্তে' নিজান্তঃকরণে 'শান্তিধুরাং' ধৈর্য্যং 'বিধায়' 'প্রায়ঃ' বাহুল্যেন 'পরাঞ্চিষ্যতি' বহির্মুখা ভবিষ্যতি। 'কিম্বা' সংশয়ে 'পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা' দুরন্ত-কন্দর্পস্য কার্ম্মুকাৎ শরাসনাৎ পরিত্রস্তা ভীতা সতী 'অসূন্' প্রাণান্ 'বিমোক্ষ্যতি'। 'হা' খেদে 'মৌগ্ধ্যাৎ' মম মূঢ়ত্বাৎ 'মৃদ্বী' সুকোমলা 'ফলিনী' ফলোম্মুখী 'মনোরথলতা' 'ময়া' 'উন্মূলিতা' নির্ম্মূলীকৃতা ॥ ২৮।

সেই ইন্দুবদনা রাধা সখীমুখে যখন আমার এই নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা শুনিবেন, তখন তিনি হয়ত প্রেমাঙ্কুর ছিন্ন করতঃ ধৈর্য্য ধরিয়াও হৃদয়ে কতই যন্ত্রণা অনুভব করিবেন; না হয় পামর কন্দর্পের শরাসনে ভীতা হইয়া প্রাণই বিসর্জ্জন করিবেন। হায়! মূঢ়তা প্রযুক্ত আমি ফলোম্মুখ কোমল মনোরথলতাকে একে বারে উন্মূলিত করিয়া ফেলিলাম ॥২৮॥

শ্রীরাধা যথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে একচত্বারিংশশ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং

'যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী' ॥২৯॥

হে 'সখি!' 'যস্য' কৃষ্ণস্য 'উৎসঙ্গসুখাশয়া' আলিঙ্গনসুখলাভশয়া করণয়া 'গুরুভ্যঃ' গুরুজনেভ্যঃ 'গুর্ব্বী' 'ত্রপা' লজ্জা 'শিথিলিতা' ময়া শিথিলীকৃতা; 'তথা' 'প্রাণেভ্যোঽপি' 'সুহৃত্তমাঃ' বান্ধববর্গাঃ 'যূয়ং' 'পরিক্লেশিতাঃ' ক্লেশে নিপাতিতা ইত্যর্থঃ। 'সাধ্বীভিঃ' সতীভিঃ 'অধ্যাসিতঃ' সেবিতঃ 'সঃ' 'মহান্' 'ধর্ম্মোঽপি' 'ময়া' 'ন' 'গণিতঃ'; 'তদুপেক্ষিতাপি' তেন কৃষ্ণেণ উপেক্ষিতাপি 'যৎ' 'অহং' 'পাপীয়সী' 'জীবামি' তৎ মম 'ধৈর্য্যং' 'ধিক্' ॥ ২৯ ॥

হে সখি! যাঁহার আলিঙ্গন সুখলাভ আশায় আমি গুরু-

জনদিগের লজ্জাকে শিথিল করিয়াছি; তোমারা যে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম সুহৃদ্, তোমাদিগকেও কত ক্লেশ দিয়াছি; এবং সাধ্বীদিগের সেবিত মহান্ ধর্ম্মকেও গণনা করি নাই; এখন সেই কৃষ্ণকর্ত্তৃক যখন উপেক্ষিত হইলাম, তখন আমার এই পাপজীবন ধারণ করার ধৈর্য্যকে ধিক্ ॥ ২৯ ॥

তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং

'গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি নহি জানীমহি মনাক্
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপিদশাং
কথং বা নায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবীং' ॥ ৩০ ॥

'নিজসহজবাল্যস্য' অস্মাকং বাল্যধর্ম্মস্য 'বলনাৎ' প্রভাবাদ্ধেতো, 'গৃহান্তঃ' গৃহমধ্যে 'খেলন্ত্যঃ' বিহরন্ত্যঃ সত্যঃ 'বয়ং' 'কিমপি' 'অভদ্রং' 'ভদ্রংবা' সুখং দুঃখং বা 'মনাক্' অল্পমপি 'ন' 'জানীমহি'; 'অশরণাং' নিরাশ্রয়াং 'কামপি' 'দশাং' 'নেতুং' বয়ং 'কথং' 'যুক্তাঃ' ভবামঃ ? পুনঃ 'উদাসীনপদবীং' ঔদাসীন্যং 'প্রথয়িতুং' প্রাপয়িতু 'তে' বয়ং 'কথং' 'বা' 'ন্যায্যাঃ' ন্যায়প্রাপ্তা ভবামঃ ? ন কথমপি ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩০॥

হে পূতনাঘাতিন্! আমরা স্বীয় বাল্য স্বভাববশতঃ গৃহমধ্যে খেলা করিতেছিলাম, ভাল মন্দ কিছুই জানিতাম না; এ অবস্থায় তোমার আমাদিগকে নিরাশ্রয় দশায় আনা কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? আর আনিয়া এখন কি তোমার উদাসীনভাব অবলম্বন করা উচিত? ॥৩০॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসমক্ষং শ্রীরাধিকামুদ্দিশ্য শ্রীললিতাবাক্যং

'অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাস্যং তথাপ্যুজ্ঝতি

অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ' ॥ ৩১ ॥

'অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ' অন্তঃক্লেশেন কলঙ্কিতাঃ চিহ্নিতাঃ সত্যঃ 'বয়ং' 'অদ্য' অধুনা 'যাম্যাং' যমসম্বন্ধীয়াং 'পুরীং' যমালয়ং 'যামঃ' গচ্ছামঃ 'কিল'। 'তথাপি' 'অয়ং' কৃষ্ণঃ 'বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং' কপটপ্রেমপূর্ণং 'হাস্যং' 'ন' 'উজ্ঝতি' ত্যজতি; 'হা' 'মেধাবিনি' 'রাধিকে' 'অস্মিন্' 'আভীরপল্লীবিটে' গোপকুমারকামুকে 'তব' 'গরীয়ান্' মহান্ 'প্রেমা' 'কথং' 'অভূৎ' ? কীদৃশে ? 'গভীর কপটৈঃ' গভীরকপটস্বভাবৈঃ 'সম্পুটিতে' আচ্ছাদিত চরিত্রে ॥৩১॥

আমরা হৃদয়যাতনায় কাতর হইয়া এখনই যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত আছি; তথাপি ইনি (কৃষ্ণ) বঞ্চনাপূর্ণ হাসি পরিত্যাগ করিলেন না। হা রাধিকে! তুমি বুদ্ধিমতী, কিরূপে এই গোপকুমার ধূর্ত্তে তোমার মহান্ প্রেম উদিত হইল? ॥৩১॥

তথা তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং

'হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যা করোষি' ॥ ৩২ ॥

হে 'কৃষ্ণার্ণব!' কৃষ্ণসমুদ্র! 'নবঘনরসা' ঘনীভূতনবরসশালিনী 'রাধিকাবাহিনী' রাধিকা নামনদী 'ত্বাং' 'লেভে'। কিং কৃত্বা? 'ধবতরোঃ' পতিরূপবৃক্ষস্য 'অন্তিকং' নিকটং 'দূরে' 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা; 'পথি' মার্গে 'ধর্ম্মসেতোঃ' কুলধর্ম্মরূপসেতোঃ 'ভঙ্গোদগ্রা' ভঙ্গে উদীর্ণমগ্রং যস্যাঃ সা; পুনঃ 'গুরু শিখরিণং' গুরুজনরূপপর্ব্বতং 'রংহসা' বেগেন 'লঙ্ঘয়ন্তী' সতী। ত্বঞ্চ 'বাগ্বীচিভিঃ' বাক্যতরঙ্গৈঃ 'কিমিব' কিমিতি কথং 'অস্যাঃ' 'বিমুখীভাবং' 'করোষি' ॥৩২॥

হে কৃষ্ণার্ণব! নবরস শালিনী রাধানদী পতিতরু পরি-

ত্যাগ করিয়া, কুলধর্ম্ম সেতু ভঙ্গ করিয়া ও গুরুজন-গিরি বেগে লঙ্ঘন করিয়া তোমাতে মিলিতে আসিতেছিল; তুমি বাক্যতরঙ্গ বিস্তার করিয়া কেন তাহার বিমুখীভাব করিলে? ॥৩২॥

রায় কহে 'বৃন্দাবনে মুরলী নিঃস্বন;
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন?
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার'।
ক্রমে রূপ গোঁসাঞি কহে করি নমস্কার।

বৃন্দাবনং যথা বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ঊনবিংশশ্লোকে বৃন্দাবনং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদং
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈ শ্চন্দনগিরে
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি' ॥ ৩৩ ॥

সখে মধুমঙ্গল! 'ইদং' দৃশ্যমানং 'বৃন্দা বিপিনং' বৃন্দাবনং 'মম' অতুলং 'আনন্দং' 'তুন্দিলয়তি' বর্দ্ধয়তি। কীদৃশং তৎ? 'মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য' মাকন্দানাং আম্রাণাং প্রকরাণাং সমূহানাং মকরন্দস্য 'মধুরে' মনোহরে 'সুগন্ধৌ' 'বিনিস্যন্দে' ক্ষরতি সতি 'মুহুঃ' অনুদিনং 'বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং' বন্দীকৃতঃ মধুপবৃন্দ যত্র তৎ। পুনঃ 'চন্দন গিরেঃ' মলয়পর্ব্বতস্য 'অনিলৈঃ কর্তৃভূতৈঃ 'মন্দোন্নতিভিঃ' অল্পবহুতরৈঃ করণভূতৈঃ 'কৃতান্দোলং' কৃতঃ আন্দোলঃ যত্র তৎ ॥৩৩॥

যেখানে চূতমুকুলের মধুর সুগন্ধে মধুপবৃন্দ বন্দীকৃত হইয়া রহিয়াছে; আর যেখানে অনুদিন মলয়ানিল প্রবাহিত হইয়া বনরাজিকে অল্পবিস্তর আন্দোলিত করিতেছে; হে সখে! এই সেই বৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে বিংশশ্লোকে শ্রীদামানং প্রতি শ্রীবলদেববাক্যং

'বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ' ॥ ৩৪ ॥

'বৃন্দাবনং' কীদৃশং? 'দিব্যলতাপরীতং' দিব্যলতাভিঃ বেষ্টিতং স্যাৎ; 'চ' পুনঃ অস্যাঃ 'লতাঃ' কীদৃশাঃ? 'পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ' পুষ্পৈঃ শোভিতাগ্রং ভজন্তি যাস্তাঃ। 'অপি' পুনঃ অস্যাঃ 'পুষ্পাণি' কীদৃশানি 'স্ফীতমধুব্রতানি' স্ফীতাঃ উন্মত্তাঃ মধুব্রতাঃ যেষু তানি। 'মধুব্রতাশ্চ' কীদৃশাঃ 'শ্রুতিহারিগীতাঃ' শ্রুতিমধুরং গীতং যেষাং তে ॥৩৪॥

বৃন্দাবন দিব্যলতায় কেমন বেষ্টিত! লতাগুলির অগ্রভাগ নানা পুষ্পে অনুরঞ্জিত; প্রতি পুষ্পে মধুকর বিরাজ করিতেছে; মধুকরনিকর আবার কেমন কর্ণসুখদ গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! ॥ ৩৪ ॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে সপ্তবিংশশ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদং' ॥ ৩৫ ॥

'ইদং' 'বৃন্দাবনং' 'হৃষীকাণাং' ইন্দ্রিয়াণাং 'বৃন্দং' সমূহং 'প্রমোদয়তি' হর্ষয়তি; কীদৃশং? 'ক্বচিৎ' কস্মিংশ্চিৎ স্থানে 'ভৃঙ্গীগীতং' ভবতীতিশেষঃ; 'ক্বচিৎ' 'অনিলভঙ্গীশিশিরতা' অনিলানাং ভঙ্গ্যা আন্দোলনেন শৈত্যং; 'ক্বচিৎ' 'বল্লীলাস্যং' লতিকানর্ত্তনং 'ক্বচিৎ' 'অমলমল্লীপরিমলঃ' মল্লিকা-

কুসুমানাং নির্ম্মলঃ সৌগন্ধঃ; 'কচিৎ' 'ধারাশালী' ধারাবাহী 'করকফলপালী-রসভরঃ' দাড়িম্বফলশ্রেণীনাং রসপূর্ণতা লক্ষ্যতে ইতিশেষঃ ॥৩৫॥

কোন স্থানে ভৃঙ্গগণ গান করিতেছে; কোথাও শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও বনলতা নৃত্য করিতেছে; কোন থানে মল্লিকা পুষ্পের অমলপরিমল প্রবাহিত হইতেছে; এবং কোথাও বা পক্কদাড়িম্বশ্রেণী বিদীর্ণ হওয়াতে তাহা হইতে রসধারা পাত হইতেছে; সখে! দেখ বৃন্দাবন কেমন আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ বর্দ্ধন করিতেছে? ॥ ৩৫ ॥

মুরলী যথা তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে প্রথমশ্লোকে পৌর্ণমাসী-বাক্যং

'পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সংকীর্ণৌ মণিভিররুণৈ স্তৎ পরিসরৌ
তয়ো র্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমল জাম্বুনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী' ॥ ৩৬ ॥

'হরেঃ' কৃষ্ণস্য 'করে' হস্তে 'ইয়ং' দৃশ্যমানা 'কল্যাণী' 'কেলিমুরলী' 'বিহরতি'। 'উভয়তঃ' শিরসি পুচ্ছে চ 'অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং' অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিতং প্রদেশং ব্যাপ্য 'অসিতরত্নৈঃ' ইন্দ্রনীলমণিভিঃ 'পরামৃষ্টা' খচিতা; 'তৎপরিসরৌ' শিরোঽঙ্গুষ্ঠত্রয়াস্তরমঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য তথা পূর্ব্বাঙ্গুষ্ঠত্রয়াৎ পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য যৌ দ্বৌ পরিসরৌ ইত্যর্থঃ 'অরুণৈঃ' অরুণবর্ণমণিভিঃ 'সঙ্কীর্ণৌ' সন্তৌ 'বহন্তী'। 'তয়োঃ' মধ্যে তথৈব ব্যাখ্যেয়ং 'হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী' হীরৈরুজ্জ্বলং যৎ বিমলং জাম্বুনদং স্বর্ণং তন্ময়ী ॥৩৬॥

এই কল্যাণী কেলিমুরলী হরিকরে কেমন শোভা পাইতেছে! ইহার মুখ ও পুচ্ছদেশে অঙ্গুষ্ঠত্রয়স্থান ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত; ঐ স্থানের উভয়পার্শ্বে ঐ পরিমিত

পরিসর অরুণবর্ণমণি দ্বারা সংকীর্ণ ; এবং তদুভয়ের মধ্যস্থান হীরক ও বিমল সুবর্ণে সুগঠিত ॥ ৩৬ ॥

তথা তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে পঞ্চদশশ্লোকে বিশাখাসমক্ষং বংশীং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং

'সদ্বংশত স্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌস্থিতি মু্‌রলিকে সরলাসি জাত্যা
কস্মাত্ত্বয়া বত গুরো র্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা' ॥ ৩৭ ॥

হে 'মুরলিকে' ! 'সদ্বংশতঃ' মহাবংশাৎ (দ্ব্যর্থমিদং) 'তব' 'জনিঃ' জন্ম আসীৎ ; 'পুরুষোত্তমস্য' শ্রীকৃষ্ণস্য 'পাণৌ' হস্তে তব 'স্থিতিঃ' অধিষ্ঠান স্যাৎ ; 'জাত্যা' করণয়া ত্বং 'সরলা' 'অসি' ; 'বত' আশ্চর্য্যে 'কস্মাৎ' 'গুরোঃ' সকাশাৎ কস্মাৎ কারণাৎ বা 'ত্বয়া' 'বিষমা' 'গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা' 'গৃহীতা' ॥৩৭॥

শ্রীরাধা বিশাখাসমক্ষে মুরলীকে তিরস্কার করিতেছেনঃ—হে মুরলিকে ! তোমার জন্ম সদ্বংশে, স্থিতি পুরুষোত্তমের হস্তে, জাত্যংশে তুমি সরলাও বট ; তবে কেন হায় ! তুমি গোপাঙ্গনাবিমোহনকারী বিষমমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে ? ॥ ৩৭ ॥

তথা তত্রৈব চতুর্থাঙ্কে অষ্টমশ্লোকে পদ্মাং প্রতি চন্দ্রাবলীবাক্যং

'সখি মুরলি বিশালছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন' ॥ ৩৮ ॥

হে 'সখি' 'মুরলি' ! 'ত্বং' 'বিশালছিদ্রজালেন' 'পূর্ণা' অসি ; 'লঘু':

'অতি কঠিনা' 'নীরসা' শুষ্কা 'গ্রন্থিলা চ' 'অসি' ; 'তদপি' তথাপি 'কেন' অনির্ব্বচনীয়েন 'পুণ্যোদয়েন' 'হরিকরপরিরম্ভং' শ্রীকৃষ্ণস্য করালিঙ্গনং তথা 'চুম্বনানন্দসান্দ্রং' শ্রীমুখচুম্বনাৎ ঘনীভূতানন্দং 'শশ্বৎ' নিরন্তরং 'ভজসি' ॥৩৮॥

সখি ! মুরলি ! তুমি ত ছিদ্রজালে পূর্ণ, লঘু, অতি কঠিন, গ্রন্থিযুক্ত ও রসহীন ; তবে কোন্ পুণ্যবলে তুমি নিরন্তর হরিকরালিঙ্গন ও শ্রীমুখচুম্বনসুখ প্রাপ্ত হইতেছ ? ॥৩৮॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে ত্রয়োবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মধুমঙ্গলবাক্যং

'রুন্ধন্নম্বুভৃত শ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহু স্তম্বুরং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মারয়ন্ বেধসং
ঔৎসুক্যাবলিভি র্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ' ॥৩৯॥

অন্বয়ং 'বংশীধ্বনিঃ' 'অণ্ডকটাহভিত্তিং' ব্রহ্মাণ্ডকটাহস্য ভিত্তিং মূলদেশং 'অভিতঃ' সর্ব্বতোভাবে 'ভিন্দন্' সন্ 'বভ্রাম' ধাবতিস্ম ; পুনঃ কিং কুর্ব্বন্ ? 'অম্বুভৃতঃ' মেঘান্ 'রুন্ধন্' ; 'তম্বুরং' গন্ধর্ব্ববিশেষং 'মুহুঃ' বারম্বারং 'চমৎকৃতিপরং' আশ্চর্য্যান্বিতং 'কুর্ব্বন্' ; পুনঃ 'সনন্দনমুখান্' ব্রহ্মণঃ মানসপুত্রান্ 'ধ্যানাৎ' ব্রহ্মধ্যানাৎ 'অন্তরয়ন্' অন্তর্দ্ধাপয়ন্ ; পুনঃ 'বেধসং' বিধাতারং 'বিস্মারয়ন্' বিস্মাপয়ন্ পুনঃ'ঔৎসুক্যাবলিভিঃ' আনন্দসমূহৈঃ 'বলিং' পাতালস্থং বলিরাজং 'চটুলয়ন্' চঞ্চলয়ন্ 'ভোগীন্দ্রং' সর্পেন্দ্রং অনন্তং 'আঘূর্ণয়ন্' সন্ ॥৩৯॥

মেঘগণকে স্তম্ভিত করিয়া, গন্ধর্ব্বগণকে বারম্বার আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া, সনন্দনপ্রভৃতি ঋষিগণকে ধ্যানচ্যুত করিয়া, বিধাতাকে বিস্মিত করিয়া, পাতালে বলিরাজের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া, অনন্তকে বিঘূর্ণিত করিয়া এবং ব্রহ্মাণ্ডের আমূল ভেদ করিয়া এই বংশীধ্বনি দশদিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং

'অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বি পীতাম্বরঃ
অরণ্যজপরিষ্কিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ' ॥ ৪০ ॥

'অয়ং' 'হরিঃ' 'হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিঃ' ইন্দ্রনীলমণিভ্যঃ মনোহর-কান্তিভিঃ 'উজ্জ্বলাঙ্গঃ' সন্ 'প্রভাতি' শোভতে; কীদৃশঃ? 'নয়নদণ্ডিতপ্রবর-পুণ্ডরীকপ্রভঃ' নয়নাভ্যাং দণ্ডিতা নির্জ্জিতা প্রবরাণাং শ্রেষ্ঠাণাং পুণ্ডরীকাণাং প্রভা যেন সঃ; পুনঃ 'নবজাগুড় দ্যুতি বিড়ম্বিপীতাম্বরঃ' নবজাগুড়স্য নব-কুঙ্কুমস্য দ্যুত্যাঃ কান্ত্যাঃ বিড়ম্বনশীলং পীতবসনং যস্য সঃ; পুনঃ 'অরণ্যজ পরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরঃ' অরণ্যজাভিঃ বনজাতাভিঃ পরিষ্ক্রিয়াভিঃ পত্রপুষ্পাদিরচিতবেশভূষাভিঃ দমিতঃ বিড়ম্বিতঃ দিব্যবেশানাং আদরঃ শোভা যেন সঃ ॥৪০॥

আহা! এই হরি কি সুন্দর শোভা পাইতেছেন! ইন্দ্র-নীলমণি অপেক্ষাও ইঁহার অঙ্গকান্তি উজ্জ্বলতর; নয়ন-শোভায় প্রফুল্লপুণ্ডরীক প্রভাহীন হইয়াছে; ইঁহার পীতা-ম্বর নবকুঙ্কুমের দ্যুতিকে বিড়ম্বিত করিতেছে; এবং বনজ-ভূষা দিব্যবেশের আদরকেও দমন করিতেছে ॥ ৪০ ॥

তথা ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে সপ্তবিংশশ্লোকে ললিতা শ্রীরাধামাহ।

'জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃ সঞ্চারি নেত্রাঞ্চলং
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু' ॥৪১॥

হে 'সখি' 'বরাঙ্গি'! রাধিকে 'পুরঃ' অগ্রে 'পরমানন্দং' মূর্ত্তিমন্তং পর-

মানন্দং 'স্বীকুরু' অঙ্গীকুরু। কীদৃশং তং? 'জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং' বামজঙ্ঘাধস্তটে সঙ্গি সংলগ্নং দক্ষিণপদং যস্য তং; পুনঃ 'কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং' কিঞ্চিৎ ঈষৎ বিভুগ্নানি বক্রাণি ত্রীণি গ্রীবাকটিচরণানি যস্য তং; 'সাচিস্তম্ভিত কন্ধরং' সাচিঃ বক্রস্তথা স্তম্ভিতশ্চ কন্ধরঃ স্কন্ধদেশো যস্য তং; পুনঃ 'তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলং তিরঃ তির্য্যগ্ সঞ্চারী সঞ্চরণশীলো নেত্রাঞ্চলো যস্য তং। 'কুট্মলিতে' ঈষদুন্মীলিতে 'অধরে' 'লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং' লোলাভিশ্চঞ্চলাভিঃ ক্রীড়নশীলাভিরিত্যর্থঃ অঙ্গুলীভিঃ সঙ্গতাং সংপ্রাপ্তাং 'বংশীং' মুরলীং 'দধানং'; পুনঃ 'বিভ্রম্ভ্রমরং' বিভ্রন্তৌ ইতস্ততঃ সঞ্চরন্তৌ ভ্রুবাবেব ভ্রমরৌ যস্য তং ॥৪১॥

যাঁহার বামজঙ্ঘার অধোভাগে দক্ষিণচরণ মিলিত রহিয়াছে; যাঁহার তিন অঙ্গ ঈষৎ বক্র, স্কন্ধদেশ বক্রভাবে স্তম্ভিত, নেত্রাঞ্চল তির্য্যগ্ভাবে সঞ্চালিত; যাঁহার ঈষদুন্মীলিত অধরে চঞ্চলাঙ্গুলিসঙ্গতমুরলী শোভা পাইতেছে; এবং যাঁহার ভ্রূভ্রমর সঞ্চরণ করিতেছে; হে বরাঙ্গি! পুরোভাগস্থিত সেই মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দকে তুমি অঙ্গীকার কর ॥ ৪১ ॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরাধা ললিতামাহ

'কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈ গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি' ॥ ৪২ ॥

হে 'সুমুখি'! ললিতে! 'নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ' দীর্ঘাপাঙ্গমেব নিশিতঃ শানিতঃ টঙ্কঃ খনিত্রং খননাস্ত্রবিশেষ স্তস্য ছটাভিঃ জালাভিঃ 'কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি' বরাঙ্গনানাং কুলধর্ম্মা এব গ্রাববৃন্দানি প্রস্তরসমূহান্ 'ভিন্দন্' 'পুরঃ' অগ্রে 'অয়ং' 'অপূর্ব্বঃ' 'কঃ' 'বিশ্বকর্ম্মা' 'যুগপৎ' এক-

স্মিন্নেবকালে 'মরকতমণিলক্ষৈঃ' করণৈঃ স্বীয়শ্যামসৌন্দর্য্যৈরিত্যর্থঃ 'গোষ্ঠ-কক্ষাং' 'চিনোতি' রচয়তি তস্মাং বদেত্যর্থঃ ॥৪২॥

শ্রীরাধিকা পুরোভাগে কৃষ্ণদর্শন করিয়া চমৎকারপরি-ভাবিত হইয়া ললিতাকে বলিতেছেন, হে সুমুখি! পুরো-বর্ত্তী এ কোন্ অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা বল, যিনি দীর্ঘাপাঙ্গরূপ শাণিতাস্ত্রচ্ছটায় কুলবধূদিগের কুলধর্ম্মরূপ পাষাণ ভেদ করতঃ যুগপৎ লক্ষমরকতমণি দিয়া গোষ্ঠকক্ষা রচনা করিতেছেন? ॥ ৪২ ॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরাধিকাং প্রতি ললিতাবাক্যং।

'নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা
সখি স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গল-
ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ' ॥ ৪৩ ॥

হে 'সখি'! 'ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ' 'কোঽপি' 'নব্যঃ' 'যুবা' 'স্ফুরতি' বিরাজতে; কীদৃশঃ সঃ? 'নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতিঃ' নব-মেঘসমূহানাং মদস্য গর্ব্বস্য বিড়ম্বনশীলা দেহকান্তি র্যস্য সঃ। 'যস্য' যুবকস্য 'বংশীধ্বনিঃ' 'জয়তি'। কীদৃশঃ স বংশীধ্বনিঃ? তদাহ 'স্থিরকুলাঙ্গনানিকর-নীবিবন্ধার্গলছিদাকরণকৌতুকী' সাধ্বীকুলবধূসমূহানাং নীবিবন্ধ এব অর্গলং বন্ধনং তস্য ছিদাকরণে ছিন্নকরণে কৌতুকং অস্যাস্তীতি ॥৪৩॥

সখি! ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ এক অনির্ব্বচনীয় নবযুবক বিরাজ করিতেছেন; ইঁহার অঙ্গকান্তি দ্বারা নবজলধর-মণ্ডলীর গর্ব্ব বিড়ম্বিত হইয়াছে; আর ইঁহারই বংশীধ্বনি যেন কৌতুকসহকারে কুলবধূদিগের নীবিবন্ধরূপ অর্গল ছেদন করত জয়লাভ করিতেছে ॥৪৩॥

তথা বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে অষ্টাবিংশশ্লোকে শ্রীরাধিকায়া রূপং দৃষ্ট্বা পৌর্ণমাসীবাক্যং

'বলাদক্ষ্ণো র্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপিনয়ত্যাঙ্গিকরুচি
র্বিচিত্রং রাধায়া কিমপি কিল রূপং বিলসতি' ॥৪৪॥

অস্যাঃ 'অক্ষ্ণোঃ' নেত্রয়োঃ 'লক্ষ্মীঃ' শোভা 'বলাৎ' 'নব্যং' নূতনপ্রস্ফুটিতং 'কুবলয়ং' 'কবলয়তি' গ্রসতি; অস্যাঃ 'মুখোল্লাসঃ' উল্লাসময়ী মুখশোভা 'ফুল্লং' 'কমলবনং' 'উল্লঙ্ঘয়তি' 'চ' দূরীকরোতি চ; অস্যা 'আঙ্গিকরুচিঃ' অঙ্গকান্তিঃ 'অষ্টাপদমপি' সুবর্ণমপি 'কষ্টাং' ক্লেশযুক্তাং 'দশাং' 'নয়তি' প্রাপয়তি; অতএব 'রাধায়াঃ' 'রূপং' 'কিল' 'কিমপি' 'বিচিত্রং' যথা স্যাত্তথা 'বিলসতি' বিরাজতে। ৪৪।

শ্রীরাধার রূপ কি বিচিত্ররূপে বিলাস করিতেছে! ইঁহার নয়নশোভা নবপ্রস্ফুটিত কুবলয়শোভাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে; ইঁহার উল্লাসময়ী মুখশোভা কমলবনের শোভাকে দূরে ফেলিয়াছে; এবং ইঁহার অঙ্গশোভা সুবর্ণশোভাকেও কষ্টের দশায় নিক্ষেপ করিয়াছে ॥৪৪॥

তথা তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে অষ্টাদশশ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং
শতপত্রং বত সর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং
তুলনামর্হতি মৎ প্রিয়াননং' ॥ ৪৫ ॥

হে মধুমঙ্গল! 'বিধুঃ' চন্দ্রঃ শোভাসম্পন্নোঽপি 'দিবা' দিবসে 'বিরূপতাং' শোভাশূন্যতাং 'এতি' প্রাপ্নোতি তথা 'শতপত্রং' 'সর্ব্বরীমুখে'

রজন্যাং বিরূপতামেতীতিশেষঃ 'বত' আশ্চর্য্যে 'ইতি' অস্মাদ্ধেতোঃ 'সদা' 'শ্রিয়া' শোভয়া 'উজ্জ্বলং' 'মৎপ্রিয়াননং' শ্রীরাধিকাননং'কেন' সহ 'তুলনাং' 'অর্হতি' ন কেনাপীত্যর্থঃ। ৪৫।

চন্দ্র দিবাভাগে শোভাহীন হয়, পদ্মও নিশাকালে নিষ্প্রভ হইয়া থাকে; হায়! তবে সর্ব্বদা শোভাময় আমার প্রিয়ানন কাহার সহিত তুলনা হইবে? ॥৪৫॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চাশৎশ্লোকে বিশাখাবাক্যানন্তরং শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষ্যঃ' ॥৪৬॥

'পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ' পক্ষ্মলে পক্ষ্মযুক্তে অক্ষিণী যস্যাঃ তস্যাঃ রাধায়াঃ 'কটাক্ষঃ' 'ইদং' মম 'হৃদয়ং' 'অদাঙ্ক্ষীৎ' দদংশ; কিং কুর্ব্বন্? 'মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং' মদেন মত্ততয়া হেতুনা কলা কলরবপূর্ণা চলা চঞ্চলাচ যা ভৃঙ্গী তস্যা ভ্রান্ত্যা ভ্রমস্য ভঙ্গীং 'দধানঃ' সম্পাদয়ন্। রাধায়াঃ কীদৃশায়াঃ? 'প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ' আনন্দরসতরঙ্গেণ স্মেরং ঈষদ্ধাস্যযুক্তং গণ্ডস্থলং যস্যাঃ তস্যাঃ। পুনঃ 'স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ' কামধনুষঃ অনুবন্ধিনী সম্বন্ধীয়া সদৃশেতি যাবৎ যা ভ্রূলতা তস্যাঃ লাস্যং নর্ত্তনং ভজতি যা তস্যাঃ। ৪৬।

আনন্দরসতরঙ্গে যাঁহার গণ্ডযুগল ঈষৎ উৎফুল্ল হইয়াছে; স্মরধনুসদৃশ যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে; সেই পক্ষ্মলাক্ষী শ্রীরাধার কটাক্ষ মদমত্তা ও মধুরভাষিণী চঞ্চলা ভ্রমরীর ভ্রান্তি উৎপন্ন করিয়া আমার হৃদয় দংশন করিল ॥৪৬॥

রায় কহে 'তোমার কবিতা অমৃতের ধার ;
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার'।
রূপ কহে 'কাঁহা তুমি সূর্য্যসম ভাস ?
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ ?
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান ;
এত বলি নান্দী শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।

তথা ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং

'সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-
ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ' ॥৪৭॥

'মুকুন্দযশঃশশী' শ্রীকৃষ্ণস্য যশ এব চন্দ্রঃ 'বঃ' যুষ্মভ্যং 'মুদং' আনন্দং 'দিশতু' দদাতু 'কীদৃশঃ শশী ? 'অখণ্ডঃ' পূর্ণঃ ; কিং কুর্ব্বন্ ? 'সুররিপু-সুদৃশাং' অসুররমণীনাং উরোজকোকান্' উরোজা স্তনা এব কোকা চক্রবাকা স্তান্ 'চ' তথা তাসাং 'মুখকমলানি' 'খেদয়ন্' সন্ তাসাং পতীনাং নাশাদিত্যর্থঃ। যশঃশশী পুনঃ কীদৃশঃ' ? 'চিরং' চিরকালং ব্যাপ্য 'অখিল-সুহৃচ্চকোরনন্দী' অখিলা সুহৃদ এব ভক্তা এব চকোরা স্তান্নন্দিতুং শীলং যস্য সঃ। ৪৭।

মুকুন্দের যে অখণ্ড যশঃশশী অসুরকামিনীগণের স্তন-চক্রবাকের ও মুখকমলের খেদবর্দ্ধন করে ও ভক্ত চকোর-গণের হর্ষবিধান করে, উহা তোমাদের আনন্দ প্রদান করুক ॥৫৭॥

'দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি' রায় পুছিলা ;
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা।

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে সূত্রধারঃ স্বেষ্ট-দেবং প্রণমতি।

'নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ
স লুঞ্চিততমস্ততি র্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু' ॥৪৮॥

'যঃ' 'ক্ষিতৌ' পৃথিব্যাং 'উদয়ং' জন্ম 'আপ্নুবন্' সন্ 'নিজপ্রণয়িতা-সুধাং' স্বপ্রেমরসামৃতং 'অলং' অতিশয়ং 'কিরতি' বিস্তারয়তি; যঃ 'উরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ' উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলেষু অধিরাজঃ নায়ক ইতি স্থিতিঃ পদবী যেন সঃ; যস্য 'লুঞ্চিততমস্ততিঃ' লুঞ্চিতা তমসাং জ্ঞানকৈতবাদীনাং ততিঃ সমূহঃ যেন সঃ। 'সঃ' 'শচীসুতাখ্যঃ' 'শশী' 'মম' 'কিমপি' অনির্ব্বচনীয়ং 'শর্ম্ম' সুখং 'বিন্যস্যতু' দিশতু; কীদৃশঃ সঃ? 'বশীকৃত জগন্মনাঃ' বশীকৃতানি জগতাং মনাংসি যেন সঃ। ৪৮।

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া স্বীয় প্রেমামৃতসুধা বহুল পরিমাণে বিস্তার করিয়াছেন; যিনি 'দ্বিজকুলাধিরাজ' এই খ্যাতি পাইয়াছেন; যিনি অজ্ঞানতমঃসমূহ বিনাশ করিতে-ছেন; যিনি জগতের মনোহারী; সেই শচীনন্দনশশী আমার সুখ বিধান করুন্ ॥৪৮॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস;
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস।
'কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু?
তার মধ্যে কেন মিথ্যা স্তুতি ক্ষার বিন্দু'?
রায় কহে 'রূপের বাক্য অমৃতের পুর;
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর'।
প্রভু কহে 'রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস?
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস'।

রায় কহে 'তোমার কবিতা অমৃতের ধার ;
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার'।
রূপ কহে 'কাঁহা তুমি সূর্য্যসম ভাস ?
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ ?
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান ;
এত বলি নান্দী শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।

তথা ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং

'সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-
ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ' ॥৪৭॥

'মুকুন্দযশঃশশী' শ্রীকৃষ্ণস্য যশ এব চন্দ্রঃ 'বঃ' যুষ্মভ্যং 'মুদং' আনন্দং 'দিশতু' দদাতু 'কীদৃশঃ শশী ? 'অখণ্ডঃ' পূর্ণঃ ; কিং কুর্ব্বন্ ? 'সুররিপু-সুদৃশাং' অসুররমণীনাং উরোজকোকান্' উরোজা স্তনা এব কোকা চক্রবাকা স্তান্ 'চ' তথা তাসাং 'মুখকমলানি' 'খেদয়ন্' সন্ তাসাং পতীনাং নাশাদিত্যর্থঃ। যশঃশশী পুনঃ কীদৃশঃ' ? 'চিরং' চিরকালং ব্যাপ্য 'অখিল-সুহৃচ্চকোরনন্দী' অখিলা সুহৃদ এব ভক্তা এব চকোরা স্তান্নন্দিতুং শীলং যস্য সঃ। ৪৭।

মুকুন্দের যে অখণ্ড যশঃশশী অসুরকামিনীগণের স্তন-চক্রবাকের ও মুখকমলের খেদবর্দ্ধন করে ও ভক্ত চকোর-গণের হর্ষবিধান করে, উহা তোমাদের আনন্দ প্রদান করুক ॥৫৭॥

'দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি' রায় পুছিলা ;
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা।

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে সূত্রধারঃ স্বেষ্ট-দেবং প্রণমতি।

'নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ
স লুণ্ঠিততমস্ততি র্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু' ॥৪৮॥

'যঃ' 'ক্ষিতৌ' পৃথিব্যাং 'উদয়ং' জন্ম 'আপ্নুবন্' সন্ 'নিজপ্রণয়িতা-সুধাং' স্বপ্রেমরসামৃতং 'অলং' অতিশয়ং 'কিরতি' বিস্তারয়তি; যঃ 'উরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ' উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলেষু অধিরাজঃ নায়ক ইতি স্থিতিঃ পদবী যেন সঃ; যস্য 'লুণ্ঠিততমস্ততিঃ' লুণ্ঠিতা তমসাং জ্ঞানকৈতবাদীনাং ততিঃ সমূহঃ যেন সঃ। 'সঃ' 'শচীসুতাখ্যঃ' 'শশী' 'মম' 'কিমপি' অনির্ব্বচনীয়ং 'শর্ম্ম' সুখং 'বিন্যস্যতু' দিশতু; কীদৃশঃ সঃ? 'বশীকৃত জগন্মনাঃ' বশীকৃতানি জগতাং মনাংসি যেন সঃ। ৪৮।

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া স্বীয় প্রেমামৃতসুধা বহুল পরিমাণে বিস্তার করিয়াছেন; যিনি 'দ্বিজকুলাধিরাজ' এই খ্যাতি পাইয়াছেন; যিনি অজ্ঞানতমঃসমূহ বিনাশ করিতে-ছেন; যিনি জগতের মনোহারী; সেই শচীনন্দনশশী আমার সুখ বিধান করুন্ ॥৪৮॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস;
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস।
'কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু?
তার মধ্যে কেন মিথ্যা স্তুতি ক্ষার বিন্দু'?
রায় কহে 'রূপের বাক্য অমৃতের পুর;
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর'।
প্রভু কহে 'রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস?
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস'।

রায় কহে 'লোকের সুখ ইহার শ্রবণে ;
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে' ।
রায় কহে 'কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ?'
তবে রূপ গোঁসাঞি কহে তাহার বিশেষ ।

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে দশমশ্লোকে নটীং প্রতি সূত্রধারবাক্যং

'নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা ।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতীতারাকরগ্রহণং' ॥৪৯॥

'নটতা' নৃত্যং কুর্ব্বতা 'তেন' 'কলানিধিনা' তন্নামধারিণা নটেন (কৃষ্ণেণ) 'রঙ্গস্থলে' নৃত্যদর্শনস্থলে (রণভূমৌ) 'কিরাতরাজং' দেশাধিকারিণং চুয়াড়রাজং (কংসং) 'নিহত্য' 'সময়ে' যথাকালে 'গুণবতী তারাকরগ্রহণং' গুণবত্যা তারায়া কন্যকায়া (রাধায়াঃ) পাণিগ্রহণং 'বিধেয়ং' । ৪৯।

কলানিধি [কৃষ্ণ] নাচিতে নাচিতে রঙ্গভূমি মধ্যে কিরাতরাজের [কংসের] প্রাণসংহার করিয়া যথাসময়ে তারার [রাধার] পাণিগ্রহণ করিবেন ॥ ৪৯ ॥

'উদ্‌ঘাত্যক নাম এই মুখ বিধি অঙ্গ ;
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ।

তল্লক্ষণং যথা সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্যনিরূপণে ষষ্ঠপরিচ্ছেদে দ্বাত্রিংশপদ্যং

'পদানিত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে' ॥৫০॥

'তু' যতঃ 'নরাঃ' 'অগতার্থানি' অগতঃ অবোধিতঃ অর্থো যেষাং তানি অবোধিতার্থানি 'পদানি' শ্লোকস্থ পদানি 'অন্যৈঃ' 'পদৈঃ' অন্যৈঃ 'যোজয়ন্তি' [illegible]

ত্যকঃ' 'উচ্যতে'। তদ্দৃষ্টান্তো যথা পূর্ব্বোদ্ধৃতশ্লোকে কলানিধিনা নাম্না নেন দেশাধিকারিণং কিরাতরাজং রঙ্গস্থলে নিহত্য নট্যা নপ্ত্র্যা তারায়াঃ পাণিগ্রহণং বিধেয়মিতি স্থত্রধারেণ যৎ স্থচিতং রঙ্গস্থলে প্রবেশোন্মুখয়া পৌর্ণমাস্যা তৎ রাধামাধবয়োঃ পাণিবন্ধত্বেন গৃহীতমিত্যুদ্ঘাত্যকঃ কথিতঃ। ৫০।

কোন পদের অর্থবোধজন্য অন্য অর্থের সহিত ঐ অবোধিত পদের সংযোগ করা গেলে পণ্ডিতেরা তাহাকে উদ্ঘাত্যক বলেন। যেমন পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে কলানিধি নামক নটজাতীয় কোন ব্যক্তি রঙ্গস্থলে দেশাধিপতি কিরাতরাজকে নিহত করিয়া নটীর নপ্ত্রী তারার পাণিগ্রহণ করিবে, সূত্রধার কর্ত্তৃক সূচিত হইলে পৌর্ণমাসী নেপথ্য হইতে উহা শুনিতে পাইয়া রাধামাধবের পরিণয়সূচক মনে করিয়া অন্য অর্থে গ্রহণ করিলেন ॥ ৫০ ॥

রায় কহে 'কহ আগে অঙ্গের বিশেষ'; (১)
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ।

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বাবিংশশ্লোকে পৌর্ণমাসীং প্রতি গার্গীবাক্যং

'হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী'॥৫১॥

'যা' 'নিপুণা' স্বকার্য্যকুশলা 'বরবংশজকাকলী' শ্রেষ্ঠবংশীধ্বনিরেব 'দূতী' 'হ্রিয়ং' লোকলজ্জাং 'অবগৃহ্য' হৃত্বা 'গৃহেভ্যঃ' 'নিবসতিভ্যঃ 'বনায়' বনগমনায় 'রাধাং' 'কর্ষতি' বলাৎ গৃহ্লাতি 'সা' ধ্বনিঃ 'জয়তি' কীদৃশা সা? 'নিসৃষ্টার্থা' সংযোগকারিণী; তথাহি বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্বয়োরেকতরেণ যা; যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে। ৫১।

যে স্বকার্য্যকুশল মুরলীধ্বনি দূতীরূপা হইয়া লোক-

লজ্জা হরণ করত শ্রীরাধাকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করে; সেই সংযোগকারিণী বংশীধ্বনি জয় যুক্ত হইতেছে ॥ ৫১ ॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে একবিংশশ্লোকে গার্গীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং

'হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি' ॥৫২॥

'রজোভরঃ' গোক্ষুররেণুসমূহঃ 'হরিং' কৃষ্ণং 'উদ্দিশতে' কথয়তি কৃষ্ণাগমনং সূচয়তীত্যর্থঃ। 'তমঃ' গোধূল্যদ্গতান্ধকারঃ 'পুরতঃ' অগ্রে 'অমুং' হরিং 'সঙ্গময়তি' সংযোজয়তি গোপিকাভিঃ সহেত্যর্থঃ। অতএব 'ব্রজবামদৃশাং' ব্রজাঙ্গনানাং 'পদ্ধতিঃ' কৃষ্ণদর্শনিগমনপদ্ধতিঃ 'সর্ব্বদৃশঃ' সর্ব্বেষাং চক্ষুষঃ 'শ্রুতেরপি' বেদাদেরপি 'প্রকটা' 'ন' ভবতীতিশেষঃ। ৫২।

গোক্ষুররেণুসকল কৃষ্ণাগমন বলিয়া দিতেছে এবং সম্মুখস্থিত অন্ধকার তদীয় সঙ্গম সংঘটন করিতেছে। অতএব গোপরামাদিগের কৃষ্ণদর্শনের গমনপথ সর্ব্বদর্শিনী শ্রুতির নিকটও প্রকটিত হইল না ॥ ৫২ ॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে একাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা সখীমাহ

'সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি
ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ' ॥৫৩॥

হে 'সহচরি' 'যঃ' যুবা 'ইহ' বৃন্দাবনে 'চটুলৈঃ' চঞ্চলৈঃ 'উৎসর্পদ্ভিঃ' ইতস্ততঃ ভ্রমদ্ভিঃ 'দৃগঞ্চলতস্করৈঃ' নয়নকটাক্ষরূপতস্করৈঃ 'মম' 'চেতঃকোষাৎ' হৃদয়ভাণ্ডারাৎ 'ধৃতিধনং' 'অহহ' খেদে 'বিলুণ্ঠয়তি' দস্যুবদাচরতি; 'অয়ং' 'যুবা' 'কঃ'? কীদৃশঃ সঃ? 'নিরাতঙ্কঃ' নির্ভয়চিত্তঃ পুনঃ 'মুদির-

দ্যুতিঃ' নবঘনদ্যুতিঃ। 'ব্রজভুবি' 'কুতঃ' কস্মাৎ 'প্রাপ্তঃ' আগতঃ? পুনঃ 'মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ' মাদ্যন্ যো মতঙ্গজ স্তদ্বদ্বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ। ৫৩।

হে সখি! মদমত্ত মতঙ্গজের ন্যায় বিলাসশালী, নিঃশঙ্ক, নবঘনকান্তি, এই যুবা কে? কোথা হইতে ইনি বৃন্দাবনে আসিলেন? হায়! ইনি স্বীয় চঞ্চলনয়নাঞ্চলরূপ তস্কর দ্বারা আমার চিত্তকোষ হইতে ধৈর্য্যধন অপহরণ করিয়া লইতেছেন ॥ ৫৩ ॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে দশমশ্লোকে শ্রীরাধিকাং দৃষ্টা শ্রীকৃষ্ণবচনং

'বিহার সুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা
বিলোচন চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈ রিয়মলম্ভি সা রাধিকা' ॥৫৪॥

'যা' রাধা 'মম' 'মনঃকরীন্দ্রস্য' চিত্তরূপমতঙ্গজস্য 'বিহারসুরদীর্ঘিকা' বিহারায় নিমিত্তায় স্বর্গগঙ্গা ইব স্যাৎ; যা 'বিলোচনচকোরয়োঃ' মম নেত্র-চকরয়োঃ 'শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা' শরৎকালীনপূর্ণচন্দ্রপ্রভারূপা স্যাৎ; যা 'উরো-ঽম্বর তটস্য' মম বক্ষোরূপ আকাশমণ্ডলস্য 'আভরণচারুতারাবলী' আভরণায় ভূষণায় নিমিত্তায় সুন্দরনক্ষত্রাবলী স্যাৎ; 'উন্নতমনোরথৈঃ' চিরাকাঙ্ক্ষি-তাভিলাষৈঃ করণৈঃ 'ময়া' কৃষ্ণেণ অধুনা 'ইয়ং' 'সা' 'রাধিকা' 'অলম্ভি' প্রাপ্তবতী। ৫৪।

যিনি আমার মনোরূপ মতঙ্গজের বিহারার্থ সুরনদী-রূপা; যিনি আমার লোচনচকোরের শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্র-প্রভাসদৃশী; এবং যিনি আমার বক্ষরূপ আকাশতটের

ভূষণ জন্য চারুতারাবলীর তুল্য ; আজ আমি চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথসিদ্ধির সহিত সেই রাধাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে ;
'রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে।
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার ;
নাটক লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার।
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন ;
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।

তথাহি প্রাচীনকৃতশ্লোকঃ।

কিং কাব্যেন কবে স্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ' ॥৫৫॥

'তস্য' 'কবেঃ' 'কাব্যেন' করণেন 'কিং' প্রয়োজনং স্যাৎ ; 'ধনুষ্মতঃ' ধানুষ্কজনস্য 'কাণ্ডেন' শস্ত্রনিক্ষেপেণ 'কিং' প্রয়োজনং স্যাৎ ; 'যৎ' কাব্যং কাণ্ডঞ্চ 'পরস্য' 'হৃদয়ে' 'লগ্নং' সৎ তস্য 'শিরঃ' যদি 'ন' 'ঘূর্ণয়তি'। ৫৫।

কবির কাব্য রচনায় ও ধানুকীর শস্ত্রনিক্ষেপের প্রয়োজন কি? যদি উহা পরহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহার মস্তক না ঘুরাইয়া দেয় ॥ ৫৫ ॥

'তোমা শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী ;
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি'।
প্রভু কহে 'আমা সনে ইঁহার হইল মিলন ;
ইঁহার গুণে ইঁহায় আমার তুষ্ট হৈল মন।
মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার কাব্য সালঙ্কার ;
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার।
সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর ;
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর।
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন ;
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম।

'তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ তৈছে তাঁর রীতি ;
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, তাঁহাতেই স্থিতি।
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে ;
শক্তি দিয়া ভক্তি শাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে'।
রায় কহে 'ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে ;
কাষ্ঠের পুতুলী তুমি পার নাচাইতে।
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে ;
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে।
ভক্ত কৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস ;
যারে করাও, সেই করিবে ; জগৎ তোমার বশ'।
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন ;
তাঁহারে করাইল সবার চরণ বন্দন।
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ ;
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু কৃপা রূপে আর রূপের সদ্গুণ ;
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা ;
হরিদাস ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা।
হরিদাস কহে 'তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ;
যে সব বর্ণিলে, ইহার কে জানে মহিমা' ?
শ্রীরূপ কহেন 'আমি কিছুই না জানি ;
যেই মহাপ্রভু কহান্ সেই কহি বাণী'।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তি-লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বমিবাক্যং

'হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য' ॥৫৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৩১ শ্লোঃ ৪৩৭-৩৮ পৃঃ দেখ। ৫৬।

এই মত দুই জন কৃষ্ণকথা রঙ্গে ;
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে।
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ ;
গোঁসাঞি বিদায় দিল গৌড়ে করিতে গমন।
শ্রীরূপ প্রভু পদে নীলাদ্রি রহিলা ;
দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে আনন্দে দেখিলা।
দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা ;
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা।
'বৃন্দাবনে যাও তুমি, রহিও বৃন্দাবনে ;
একবার ইহা পাঠাইও সনাতনে।
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ ;
তীর্থ সব লুপ্ত তার করিও প্রচারণ।
কৃষ্ণসেবা, রস, ভক্তি করিও প্রচার ;
আমিও দেখিতে তাঁহা যাব একবার'।
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
রূপ গোঁসাঞি শিরে ধরিল প্রভুর চরণ।
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় লইলা ;
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবন আইলা।
এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন ;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরূপসঙ্গোৎ-সবো নাম প্রথম পরিচ্ছেদঃ। ১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥৫৭॥

'শ্রীগুরোঃ' স্বাভীষ্টদেবস্য 'শ্রীযুতপদকমলং' 'শ্রীগুরূন্' গুরুপরমগুর্ব্বাদীন্ 'চ' তথা 'বৈষ্ণবান্' 'অহং' 'বন্দে'। 'সাগ্রজাতং' অগ্রজেন সনাতনেন সহ বর্ত্তমানং 'সহগণরঘুনাথান্বিতং' গণৈঃ স্বভক্তৈঃ সহ তথা রঘুনাথেন সহ যুক্তং 'সজীবং' জীব গোস্বামিনা সহ যুক্তং 'তং' 'রূপং' রূপ-গোস্বামিনং অহং বন্দে। 'সাদ্বৈতং' 'সাবধূতং' নিত্যানন্দেন সহিতং 'পরিজনসহিতং' শ্রীবাসগদাধরাদিসহিতং 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং' অহং বন্দে; 'সহগণললিতান্' ললিতাদিগণযুক্তান্ 'চ' তথা 'শ্রীবিশাখান্বিতান্ 'শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্' অহং বন্দে ॥৫৭॥

অভীষ্টদেবের পদকমলের, পরমগুর্ব্বাদির ও বৈষ্ণবদিগের আমি বন্দনা করি; অগ্রজ সনাতন, জীবগোস্বামী ও রঘুনাথাদিগণ সহিত রূপগোস্বামীর ও নিত্যানন্দাদ্বৈত পরিজনাদি সহিত চৈতন্যদেবের এবং ললিতাবিশাখাদি সহিত রাধাকৃষ্ণচরণের বন্দনা করি ॥ ৫৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
সর্ব্ব লোক উদ্ধারিতে গৌর অবতার;
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার।

সাক্ষাদ্দর্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে
আবেশ করয়ে, কাঁহা হয় আবির্ভাবে॥
সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায় সবা নিস্তারিলা;
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্ট হইলা॥
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দে কৈল আবির্ভাব;
লোক নিস্তারিল এই ঈশ্বর স্বভাব।
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগৎ তারিল;
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল।
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া;
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া।
আর নানা দেশের লোক আসি জগন্নাথ;
চৈতন্য চরণ দেখি হইল কৃতার্থ।
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী;
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্য বেশে আসি
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া;
কৃষ্ণ বলি নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা।
এই মত দরশনে ত্রিজগত নিস্তারি;
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী;
তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে
যোগ্য ভক্ত জীব দেহে করেন আবেশে।
সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে;
তাঁহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্ব দেশে।
এই মত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশের কহি দিগ্ দরশন।
অম্বুয়া মুলুকে (১) হয় নকুল ব্রহ্মচারী;
পরম বৈষ্ণব তিঁহ বড় অধিকারী।
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল;
নকুল হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল।

১ অম্বুয়া মুলুক—বোধ হয় অম্বিকা কালনা।

প্রদ্যুম্ন প্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া।
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ, সাত্ত্বিক বিকার ;
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য, সঘন হুঙ্কার।
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ ;
তাঁহাকে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ।
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম ;
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম।
চৈতন্য আবেশ হয় নকুলের দেহে ;
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে।
পরীক্ষা করিতে তাঁরে যবে ইচ্ছা হৈল ;
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল।
'আপনে বোলান মোরে ইহা আমি জানি ;
আমার ইষ্ট মন্ত্র জানি কহেন আপনি ;
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য আবেশ'।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ।
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায় ;
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায়।
ব্রহ্মচারী কহে 'শিবানন্দ আছে দূরে ;
জন দুই চারি যাও বোলাও তাঁহারে।
চারিদিকে ধায় লোক শিবানন্দ বলি ;
'শিবানন্দ কোন্? তাঁরে বোলায় ব্রহ্মচারী'।
শুনি শিবানন্দ সেন শীঘ্র আইলা ;
নমস্কার করি তাঁরে নিকটে বসিলা।
ব্রহ্মচারী বলে, 'তুমি যে কৈলে সংশয় ;
এক মন হঞা তার শুনহ নিশ্চয়।
গৌর গোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর ;
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর'।
তবে শিবানন্দ মনে প্রতীত হইল ;
অনেক সম্মান ভক্তি তাঁহারে করিল।

এই মত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব;
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব।
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে;
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে।
এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা আবির্ভাব;
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব।
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা;
ভোজন করিল, তাহা শুন মন দিয়া।
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম;
প্রভুর কৃপাতে তিঁহ মহা ভাগ্যবান্।
এক বৎসর তিঁহ প্রথম একেশ্বর;
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর।
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বড় কৃপা কৈলা;
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা।
তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈল গৌড় যাইতে;
ভক্তগণে নিষেধিল ইঁহাকে আসিতে।
'এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে;
তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে।
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষ মাসে;
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁর আবাসে।
জগদানন্দ হয় তাঁহা, তিঁহ ভিক্ষা দিবে;
সবাকে কহিও এ বৎসর কেহ না আসিবে'।
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল;
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল।
চলিতেছিলা আচার্য্য, রহিলা স্থির হঞা;
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া।
পৌষ মাস আইলে দুঁহে সামগ্রী করিয়া;
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া।
এই মত মাস গেল, গোঁসাঞি না আইলা;
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখিত হইলা।

আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা ;
দোঁহে তাঁরে মিলি তবে স্থানে বসাইলা।
দোঁহার দুঃখ দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ ;
'তোমা দোঁহাকারে কেন দেখি নিরানন্দ' ?
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা ;
'আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেন না আইলা' ?
শুনি ব্রহ্মচারী কহে 'করহ সন্তোষে ;
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে'।
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জনে।
'আনিবে প্রভুরে' এই নিশ্চয় কৈল মনে।
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম ;
নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম।
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল ;
'পানীহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল।
কালি মধ্যাহ্নে তিঁহ আসিবেন তোমার ঘরে ;
পাক সামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে।
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর ;
নিশ্চয় কহিল কিছু সন্দেহ না কর।
যে চাহিয়ে তাহা কর হইয়া তৎপর ;
অতিত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর। (১)
পাক সামগ্রী আন আমি যেই চাই'।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই।
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার ;
নানা সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর উপহার।
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল ;
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল।
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাড়িল ;
তিন জনে সমর্পিয়ে বাহিরে ধ্যান কৈল।

তবে তাঁরে…অতঃপর—কোন কোন পুঁথিতে এই পয়ার দুইটী নাই।

দেখে আসি বসিলেন চৈতন্য গোঁসাঞি ;
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি।
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার ;
কি কর ? কি কর ? বলি করয়ে ফুৎকার।
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য খাও তাঁর ভোগ ;
নৃসিংহের ভোগ কেন কর উপভোগ ?
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস ;
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস' ?
ভোজন দেখি যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস ;
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি ;
'জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই।
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন ;
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন।
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানীহাটি ;
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী।
শিবানন্দ কহে 'কেন করহ ফুৎকার' ?
ব্রহ্মচারী কহে 'তোমার প্রভুর ব্যবহার।
তিন জনার ভোগ তিঁহ একেলা খাইল ;
জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল'।
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয় ;
'কিবা প্রেমাবেশে কহে ? কিবা সত্য হয়' ?
তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী ;
'সামগ্রী আন নৃসিংহের পুনঃ পাক করি'।
তবে শিবানন্দ ভোগ সামগ্রী আনিল ;
পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল।
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ ;
নীলাচলে গিয়া দেখে প্রভুর চরণ।
এক দিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা ;
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা।

'গত বর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন ;
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন'।
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল ;
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল।
এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন ;
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন।
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে ;
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে।
প্রেমবশ গৌর প্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম ;
প্রেমবশ হই তাঁহা দেন দরশন।
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে ?
যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে।
এই ত কহিল গৌরের আবির্ভাব ;
ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্য প্রভাব।
পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান্ আচার্য্য ;
পরম বৈষ্ণব তিঁহ সুপণ্ডিত আর্য্য।
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার ;
স্বরূপ গোঁসাঞি সহ সখ্য ব্যবহার।
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ ;
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তিঁহ করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন ;
একেলা প্রভুকে লঞা করান ভোজন।
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান ;
বিষয় বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য প্রধান।
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই ;
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঁই।
আচার্য্য তাঁহারে প্রভু পদে মিলাইলা ;
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা।
আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীতিভাষ ;
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস।

স্বরূপ গোঁসাইকে আচার্য্য কহে আর দিনে ;
'বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে।
সবে মিলি আইস শুনি ভাষ্য ইহাঁর স্থানে'।
প্রেমক্রোধ করি স্বরূপ বলেন বচনে :—
'বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে ;
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে।
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরিক ভাষ্য শুনে ; (১)
সেব্য সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে।
মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যার ;
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার'।
আচার্য্য কহে 'আমা সবার কৃষ্ণ নিষ্ঠ চিত্তে ;
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে'।
স্বরূপ কহে 'তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে ;
চিদ্‌ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা, এই মাত্র শুনে।
জীব জ্ঞান কল্পিত, ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান ;
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ'।
তবে লজ্জা পাঞা আচার্য্য মৌন হৈল ;
আর দিনে গোপালেরে দেশে পাঠাইল।
এক দিন আচার্য্য প্রভুকে কৈলা নিমন্ত্রণ ;
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ;
তারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া।
'মোর নামে শিখি মাহিতীর ভগিনী স্থানে গিয়া ;
উত্তম চালু এক মোন আনহ মাগিয়া'।
মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবী দেবী ;
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী।

---

১ শারীরিক ভাষ্য—শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য কৃত বেদান্ত ভাষ্যের নাম। ইহা দ্বারা অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকারগণ ;
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন।
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রায় রামানন্দ ;
শিখি মাহিতী তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন।
তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস ;
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস।
সুখে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন ;
দেউল প্রসাদ, আদা চাকি, লেম্বু সলবণ।
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ;
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা।
'উত্তম অন্ন! এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা' ?
আচার্য্য কহে 'মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা'।
প্রভু কহে 'কোন্ যাই মাগিয়া আনিল ?'
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল।
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা ;
নিজ গৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা।
'আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা ;
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা'।
দ্বার মানা, হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে ;
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে।
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস ;
স্বরূপাদি তবে পুছিল মহাপ্রভুর পাশ।
'কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস ?
কি লাগিয়া দ্বার মানা ? করে উপবাস'।
প্রভু কহে 'বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ;
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ ;
দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনের মন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি' ॥৫৮॥

'মাত্রা' জনন্যা, 'স্বস্রা' ভগিন্যা'দুহিত্রা' কন্যয়া 'বা' সহ 'অবিবিক্তাসনঃ' অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণং অপৃক্‌ভূতমিতিযাবৎ আসনং যস্য সঃ 'ন' 'ভবেৎ'। যতঃ 'ইন্দ্রিয়গ্রামঃ' ইন্দ্রিয়সমূহঃ 'বলবান্' সন্ 'বিদ্বাংসমপি' 'কর্ষতি' আকর্ষতি স্ত্রীসন্নিধানন্তু সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার সঙ্গেও নির্জ্জনে একাসনে থাকা বিধেয় নহে; কারণ ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় বলবান্; বিদ্বান্ পুরুষকেও আকর্ষণ করে ॥৫৮॥

'ক্ষুদ্র জীব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া;
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া'।
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা;
গোঁসাঞি আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা।
আর দিনে সবে মিলি প্রভুর চরণে;
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে।
'অল্প অপরাধ, প্রভু করহ প্রসাদ;
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ'।
প্রভু কহে 'মোর বশ নহে মোর মন;
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন।
নিজ কার্য্যে যাও সবে ছাড় বৃথা কথা;
পুনঃ কহ যদি আমা না দেখিবে হেথা'।
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া;
নিজ নিজ কার্য্যে সবে চলিল উঠিয়া।

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা ;
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা।
আর দিনে সবে পরমানন্দ পুরী স্থানে ;
'প্রভুকে প্রসন্ন কর' কৈল নিবেদনে।
তবে পুরী গোঁসাঞি একা প্রভুস্থানে আইলা ;
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা।
পুছিলা 'কি আজ্ঞা ? কেন হৈল আগমন ?'
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন।
শুনিয়া কহেন প্রভু 'শুনহ গোঁসাঞি ;
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঁঞি।
মোরে আজ্ঞা দাও, মুঞি যাঙ আলালনাথ ;
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ'।
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা ;
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা ;
আস্তেব্যস্তে পুরী গোঁসাঞি প্রভু স্থানে গেলা ;
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা।
'তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর ;
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ?
লোক হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার ;
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার'।
এত বলি পুরী গোঁসাঞি গেলা নিজ স্থানে ;
হরিদাস স্থানে গেলা সব ভক্তগণে।
স্বরূপ গোঁসাঞি কহে 'শুন হরিদাস !
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস।
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ;
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর।
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে ;
স্নান ভোজন কর তবে আপনি ক্রোধ যাবে'।
এত বলি তাঁরে স্নান ভোজন করাইয়া ;
আপন ভবন আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া।

প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে ;
দূর হৈতে হরিদাস করে নিরীক্ষণে।
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে ?
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম শিখাইতে।
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে ;
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে।
এই মত হরিদাসের এক বৎসর গেল ;
তবু মহাপ্রভু মনে প্রসাদ নহিল।
রাত্রিশেষে প্রভুরে তিঁহ দণ্ডবৎ হঞা ;
প্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া।
প্রভুপাদ প্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল ;
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল।
সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা ;
প্রভু কৃপা পাঞা অন্তর্দ্দরশনে রহিলা।
গন্ধর্ব্ব দেহে গান করেন অন্তর্ধানে ;
রাত্রে প্রভুরে গীত শুনায়, অন্য নাহি শুনে।
এক দিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে ;
'হরিদাস কাঁহা ? তারে আনহ এথানে'।
সবে কহে 'হরিদাস বর্ষ পূর্ণ দিনে ;
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা ? কেহ নাহি জানে'।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা ;
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় জন্মিলা।
এক দিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ ;
কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ।
সমুদ্র স্নানে গেলা সবে ; শুনে কত দূরে
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে।
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে ;
গোবিন্দ আদি মিলি সবে কৈল অনুমানে।
'বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল ;
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল।

আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান'।
স্বরূপ কহেন 'এই মিথ্যা অনুমান।
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন;
প্রভু কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ।
দুর্গতি না হয় তার সদগতি যে হয়;
মহাপ্রভুর ভঙ্গী পাছে জানিবে নিশ্চয়'।
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আইলা;
হরিদাসের বার্ত্তা তিঁহ সবারে কহিলা।
যৈছে সংকল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা;
শুনি শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় জন্মিলা।
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা;
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা।
'হরিদাস কাঁহা'? যদি শ্রীবাস পুছিল:
'স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্' প্রভু উত্তর দিল।
তবে শ্রীবাস তাঁর বৃত্তান্ত কহিলা;
যৈছে সংকল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি হাসি প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত;
'প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত'।
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিল;
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু পাশ আইল।
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন;
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন।
আপন কারুণ্যে লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ;
ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ;
তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্তে আত্মসাত;
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।
মধুর চৈতন্য লীলা সমুদ্র গম্ভীর;
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর।
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্য চরিত;
তর্ক না করিও, তর্কে হয় বিপরীত।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস দণ্ডরূপ-শিক্ষা নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥৫৯

টীকা ও ব্যাখ্যা অন্ত্যঃ ৫৭ শ্লোকে ৪৫ পৃঃ দেখ ॥৫৯॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
পুরুষোত্তমে এক ব্রাহ্মণ কুমার ;
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদু ব্যবহার ।
প্রভু স্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার ;
প্রভু সনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার ।
প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে ;
দামোদর তারে প্রীতি সহিতে না পারে ।
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি ;
যাঁহা প্রীতি, তাঁহা আইসে, বালকের রীতি ।
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে ;
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ।
আর দিনে সে বালক প্রভু স্থানে আইলা ;
গোঁসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা ।

কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা;
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা।
'অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহেঁ। গোঁসাঞির ঠাঁঞি;
গোঁসাঞি গোঁসাঞি এবে জানিব গোঁসাঞি।
এবে গোঁসাঞির গুণ সবলোকে গাইবে;
তবে গোঁসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে'।
শুনি প্রভু কহে 'কাহ কহ দামোদর'?
দামোদর কহে 'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে?
মুখর জগতের মুখ না পার আচ্ছাদিতে।
পণ্ডিত হঞা মনে কেন বিচার না কর?
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর?
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী;
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী।
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর;
লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর'।
এত বলি দামোদর মৌন হইলা;
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা।
'ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ;
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ'।
এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা;
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা।
প্রভু কহে 'দামোদর! চলহ নদীয়া;
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা।
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি দেখি আন;
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান।
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে;
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়;
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয়?

'মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে ;
তব আগে নাহি কারও স্বচ্ছন্দাচরণে।
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে ;
শীঘ্র করি পুনঃ তাঁহা করিও গমনে।
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে ;
মোর সুখকথায় সুখী করিও তাঁহারে।
"নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে ;
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইঁহাতে।"
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও ;
আর গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইও।
"বারে বারে আসি আমি তোমার ভবনে ;
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে।
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান ;
বাহ্য বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান।
এই মাঘ সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা ;
নানা ব্যঞ্জন ক্ষীর পিঠা পায়স রান্ধিলা।
কৃষ্ণে ভোগ লাগাই তুমি যবে কৈলে ধ্যান ;
আমা স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান।
আস্তে ব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল ;
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল।
ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখ পাত ;
স্বপ্ন দেখিলে যেন নিমাই খাইল ভাত।
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল ;
'ভোগ লাগাইলে' এই সব জ্ঞান গেল।
পাকপাত্র দেখ সব অন্ন আছে ভরি ;
পুনঃ ভোগ লাগাইলা স্থান সংস্করি।
এই মত বার বার করিয়ে ভোজন ;
তব শুদ্ধ প্রেমে মোরে করে আকর্ষণ।
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে ;
নিকটে নেয়ায় আমা তোমার প্রেমবলে"।

'এই মত বার বার করাইও স্মরণ ;
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিও চরণ'।
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল ;
মাতাকে, বৈষ্ণবে, দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল।
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা ;
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল ;
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল।
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার ;
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার।
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন ;
বাক্য দণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন।
এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড ;
যাহার স্মরণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড।
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে ;
কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে।
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি ;
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি।
এক দিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা ;
তাঁরে লঞা গোষ্ঠি করি তাঁহারে পুছিলা।
'হরিদাস! কলিকালে যবন অপার ;
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহা দুরাচার।
ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার ?
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার।'
হরিদাস কহে 'প্রভু চিন্তা না করিও ;
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিও।
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে ;
হা রাম! হা রাম! বলি কহে নামাভাসে।
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম! হা রাম!
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম।

'যদ্যপি সঙ্কেতে তার হয় নামাভাস ;
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ।

তথাহি নৃসিংহপুরাণং।

'দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃপুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্' ॥ ৬০ ॥

'দংষ্ট্রি দংষ্ট্রাহতঃ' দংষ্ট্রিণঃ বরাহস্য দংষ্ট্রয়া দন্তেন আহতঃ 'ম্লেচ্ছঃ' 'পুনঃ পুনঃ' 'হা রাম ইতি' 'উক্ত্বাপি' 'মুক্তিং' 'আপ্নোতি'। হা রামেতি নাম 'শ্রদ্ধয়া' 'গৃণন্' জনঃ মুক্তিং প্রাপ্নোতি তত্র 'কিং' বক্তব্যং ॥৬০॥

যখন বরাহদন্তাহত ম্লেচ্ছগণ 'হা রাম' বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয় ; তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হা রাম! নাম গ্রহণ করিলে মুক্তি লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? ॥৬০॥

'অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ ;
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন।
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত ;
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত।
নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব ;
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে ঊননবত্যধিক-দ্বিশততমাঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণীয়নামাপরাধনিরসনস্তোত্রং।

'নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র' ॥ ৬১ ॥

'একং' 'নাম' 'যস্য' জনস্য 'বাচি' বাক্যে প্রবর্ত্ততে 'স্মরণপথগতং' 'বা'

অথবা 'শ্রোত্রমূলং গতং' 'শুদ্ধং' 'বা' অথবা 'অশুদ্ধবর্ণং' স্যাৎ 'ব্যবহিত-রহিতং' অন্যসঙ্কেতযুক্তং বা স্যাৎ ; তন্নাম 'সত্যং' জনান্ 'তারয়ত্যেব' তেষাং বিমুক্তয়ে ভবতীত্যর্থঃ হে 'বিপ্র' 'তৎ' নাম 'চেৎ' ! যদি 'দেহদ্রবিণ-জনতালোভপাষণ্ডমধ্যে' দেহশ্চ জড়শরীরঞ্চ দ্রবিণঞ্চ ধনঞ্চ জনতা চ পুত্রদারাদিবান্ধবাশ্চ তেষাং সমাহার স্তস্মিন্ বিষয়ে লোভ এব পাষণ্ডঃ পামর স্তস্য মধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যাৎ তদা 'অত্র' বিষয়ে 'শীঘ্রং' 'ফলজনকং' 'ন এব' ভবতীত্যর্থঃ ॥৬১॥

ভগবানের একটী নামও যদি বাক্যে উচ্চারিত, স্মরণ-পথে উদিত বা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় ; তাহা শুদ্ধই হউক আর অশুদ্ধবর্ণই হউক, অথবা অন্য সঙ্কেতযুক্তই হউক ; উহাতে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ হয় ; কিন্তু হে বিপ্র ! উহা ধন-জনদেহাদিলুব্ধ পাষণ্ডদিগের হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে শীঘ্র ফলবান্ হয় না ॥৬১॥

'নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ;
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-লহর্য্যাং দ্বিপঞ্চাশৎশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং' ॥ ৬২ ॥

হে 'গুণনিধে' ! নারদ ! ত্বং 'শ্রদ্ধারজ্যন্মতিঃ' শ্রদ্ধয়া রজ্যন্তী মতি র্যস্য তাদৃশঃ সন্ 'তং' ভগবন্তং 'নির্ব্যাজং' অকপটং যথা স্যাৎ তথা 'ভজ' কীদৃশ 'পাবনানাং' 'পাবনং' পুনঃ 'উত্তমঃশ্লোকমৌলিং' উত্তমঃশ্লোকানাং দেবাদীনাং শিরোভূষণং। 'হন্ত' আশ্চর্য্যে 'যন্নামভানোঃ' যস্য ভগবতঃ নামসূর্য্যস্য 'আভাসোঽপি' 'অন্তঃকরণকুহরে' 'প্রোদ্যন্' উন্মীলন্ সন্ 'মহাপাতক-

ধ্বান্তরাশিং' পাপান্ধকারসমূহং 'অভিতরাং' তৎক্ষণাদেব 'ক্ষপয়তি' দূরী-করোতীত্যর্থঃ ॥৬২॥

হে গুণনিধে ! নারদ ! তুমি শ্রদ্ধার সহিত অকপটে পাবনের পাবন ও দেবাদির শিরোভূষণ ভগবানের ভজনা কর ; অন্তঃকরণ কুহরে যাঁহার নামভানুর আভাসমাত্রও প্রকাশিত হইলে মহাপাপান্ধকাররাশি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় ॥৬২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একচত্বারিংশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং

'ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্' ॥ ৬৩ ॥

'অজামিলঃ' নাম জনঃ 'ম্রিয়মাণোঽপি' আসন্নমৃত্যুরপি অবশত্বেন শ্রদ্ধা-বিহীনোঽপীত্যর্থঃ 'পুত্রোপচারিতং' স্বপুত্রস্য নামোপলক্ষিতং 'হরেঃ' ভগবতঃ নাম নারায়ণেতি 'গৃণন্' উচ্চারয়ন্ সন্ 'ধাম' বৈকুণ্ঠধাম 'অগাৎ' প্রাপ্তবান্ ; 'উত' ভোঃ 'শ্রদ্ধয়া' 'গৃণন্' সন্ জনঃ 'কিং' বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্স্যতি তত্র কিং বক্তব্যং ॥৬৩॥

অজামিল মৃত্যুকালে পুত্রের নামে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়াছিল বলিয়া যখন বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল ; তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ নাম গ্রহণ করিলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৬৩ ॥

'নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি ;
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী'।
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে ;
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাঁহারে।
'পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম ;
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন' ?
হরিদাস কহে 'প্রভু সে কৃপা তোমার ;
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার।

'তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন;
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ।
শুনিয়াই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়;
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়।
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্ত্তন;
তোমার কৃপায়—এই অকথ্য কথন।
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন;
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম।
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাহা কহিয়াছেন আমাতে।
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন;
তাঁর অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন।
জগত তারিতে এই তোমার অবতার;
ভক্তগণ আগে তাতে কৈলে অঙ্গীকার।
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রচার;
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলে সংসার'।
প্রভু কহে 'সব জীব মুক্তি যবে পাবে;
এইত ব্রহ্মাণ্ড তবে জীব শূন্য হবে'?
হরিদাস বলে 'তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি;
তাঁহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি;
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে;
সূক্ষ্ম জীব পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবে।
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম;
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম।
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া;
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া।
অবতরি তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট;
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট।
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার;
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের খণ্ডাইল সংসার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশদধ্যায়ে পঞ্চদশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে' ॥৬৪॥

হে পরীক্ষিৎ! 'যোগেশ্বরেশ্বরে' যোগেশ্বরাদীনাং ঈশ্বরে 'ভগবতি' অশেষৈশ্বর্য্যযুক্তে 'অজে' জন্মরহিতে জীববন্ন জায়তে কিন্তু স্বেচ্ছয়ৈব স্বয়মাবির্ভবতীত্যর্থঃ 'কৃষ্ণে' 'ভবতা' ত্বয়া 'এবং' গোপীনামৌপপতিভাবেন মুক্তিলাভ ইত্যর্থঃ 'বিস্ময়ঃ' 'ন' 'কার্য্যঃ' কর্ত্তব্যঃ ভগবতোঽয়মতিভারো ন 'যতঃ' কৃষ্ণাৎ 'এতৎ' স্থাবরাদিকমপি 'বিমুচ্যতে' ॥৬৪॥

রাজন্! ইহাতে তুমি বিস্ময় করিও না; যোগেশ্বর-দিগের ঈশ্বর জন্মরহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যখন স্থাবরা-দিও মুক্তিলাভ করে; তখন গোপীগণ তাঁহাকে কাম-ভাবে ভজিয়া যে মুক্তি পাইবে, তাহা আর কি বিচিত্র? ॥৬৪

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে পঞ্চদশাধ্যায়ে দ্বাদশগদ্যং।

'ভগবানিহ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং
ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্' ॥৬৫॥

'ইহ' জগতি 'ভগবান্' 'দ্বেষানুবন্ধেন' বিদ্বেষভাবেন 'কীর্ত্তিতঃ' 'সংস্মৃতশ্চ' শিশুপালাদিভিঃ অসুরস্বভাবৈরিতিশেষঃ তেষাং সম্বন্ধে 'অখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং' 'ফলং' মুক্তিমিত্যর্থঃ 'প্রযচ্ছতি' দদাতি; 'সম্যগ্‌ভক্তিমতাং' স্বভক্তানাং সম্বন্ধে তৎফলং প্রযচ্ছতি 'উত' ভোঃ 'কিং' তত্র বক্তব্যং ॥৬৫॥

বিদ্বেষভাবে ধ্যান কীর্ত্তন করিলেও ভগবান্ যখন দ্বেষ-কারীদিগকে অখিলসুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল (মুক্তি) প্রদান করিয়া থাকেন; তখন ভক্তিমান্‌দিগকে যে সেই ফল দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥৬৫॥

'তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার ;
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের করিলে নিস্তার।
যে কহে চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয় ;
সে জানুক ; মোর পুনঃ এই ত নিশ্চয়—
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু ;
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু'।
এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল ;
'মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল' ?
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন।
ঈশ্বর স্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে ;
ভক্ত ঠাঁই লুকাইতে নারে, হয়ত বিদিতে।

তথাহি আলকমন্দারসংজ্ঞে শ্রীসম্প্রদায়কৃৎযামুনাচার্য্য-স্তোত্রে অষ্টাদশশ্লোকঃ

'উল্লংঘিত ত্রিবিধ সীম সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ' ॥৬৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৭৪ শ্লোঃ ৯০—৯১ পৃঃ দেখ ॥৬৬॥

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যাঞা ;
হরিদাসের গুণ বলে শতমুখ হঞা।
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস ;
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাহে শ্রীহরিদাস।
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার ;
কেহ কোন অংশ বর্ণে নাহি পায় পার।

চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস ;
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ। (১)
সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র ;
কেহ কিছু কহে আপনাকে করিতে পবিত্র।
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন ;
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ!
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা ;
বেণাপোলের বন মধ্যে কত দিন রহিলা।
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন ;
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ;
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান ;
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান।
হরিদাসে লোক পূজে সহিতে না পারে ;
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে।
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায় ;
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়।
বেশ্যাগণে কহে 'এই বৈরাগী হরিদাস ;
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ'।
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী ;
সেই কহে 'তিন দিনে হরিব তার মতি'।
খান কহে 'মোর পাইক যাউক তোমার সনে' ;
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে'।

---

১ হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ—চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ১৪শ অধ্যায় দেখ। চৈতন্য ভাগবতে হরিদাসের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ এই রূপে লিখিত হইয়াছেঃ— বুঢ়ন গ্রাম তাঁহার জন্ম স্থান। গৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকটে আসিয়াছিলেন ; তথা হইতে ফুলিয়া গ্রামে যান। সেখানে তাঁহার বৈষ্ণবাচরণ দেখিয়া কাজী তাঁহার নামে মুলুকাধিপতির নিকট অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করতঃ বিচারার্থে পাঠান। তিনি হরিনাম পরিত্যাগ না করায় তাঁহাকে বাইশবাজারে প্রহার করিয়া মারিয়া

বেশ্যা কহে 'মোর সঙ্গ হউক্ একবার ;
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার'।
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া ;
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া।
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা ;
গোঁসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া।
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে ;
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে।
'ঠাকুর ! পরমসুন্দর প্রথমযৌবন ;
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন ?
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন ;
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ'।
হরিদাস কহে 'তোমায় করিব অঙ্গীকার ;
সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন যাবৎ আমার।
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন ;
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন'।
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা ;
কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা।
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা ;
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা।

ফেলাইবার আদেশ হয় ; এবং ঐরূপ প্রহারে তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে নদী মধ্যে ফেলাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আশ্চর্য্য শক্তিবলে জীবন লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলে মুলুকপতি পীর জ্ঞানে তাঁহার স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিলেন। তৎপরে তিনি ফুলিয়ায় আসিয়া গঙ্গাতীরে এক গোফার মধ্যে থাকিয়া সাধনভজন করিতে লাগিলেন। গুহার মধ্যে এক মহাসর্প ছিল ; সে হরিদাসের স্তবে গুহা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তৎপরে ডঙ্কের নৃত্যস্থানে তিনি আপনার আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ করেন। হরিনদী গ্রামের এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নামাভাসে মুক্তি হয় বলিতে শুনিয়া কটূক্তি করে ; তিনি তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যান। চারিদিকে হরিভক্তি শূন্য দেখিয়া ব্যথিতান্তঃকরণে অবশেষে তিনি নবদ্বীপে গমন করতঃ অদ্বৈতের বৈষ্ণবদলের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিলেন।

চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস ;
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ। (১)
সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র ;
কেহ কিছু কহে আপনাকে করিতে পবিত্র।
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন ;
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ!
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা ;
বেণাপোলের বন মধ্যে কত দিন রহিলা।
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন ;
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ;
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান ;
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান।
হরিদাসে লোক পূজে সহিতে না পারে ;
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে।
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায় ;
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়।
বেশ্যাগণে কহে 'এই বৈরাগী হরিদাস ;
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ'।
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী ;
সেই কহে 'তিন দিনে হরিব তার মতি'।
খান কহে 'মোর পাইক যাউক তোমার সনে' ;
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে'।

---

১ হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ—চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ১৪শ অধ্যায় দেখ। চৈতন্য ভাগবতে হরিদাসের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ এই রূপে লিখিত হইয়াছেঃ—বুঢ়ন গ্রাম তাঁহার জন্ম স্থান। গৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকটে আসিয়াছিলেন ; তথা হইতে ফুলিয়া গ্রামে যান। সেখানে তাঁহার বৈষ্ণবাচরণ দেখিয়া কাজী তাঁহার নামে মুলুকাধিপতির নিকট অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করতঃ বিচারার্থে পাঠান। তিনি হরিনাম পরিত্যাগ না করায় তাঁহাকে বাইশবাজারে প্রহার করিয়া মারিয়া

বেশ্যা কহে 'মোর সঙ্গ হউক্ একবার ;
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার'।
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া ;
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া।
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা ;
গোঁসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া।
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে ;
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে।
'ঠাকুর ! পরমসুন্দর প্রথমযৌবন ;
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন ?
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন ;
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ'।
হরিদাস কহে 'তোমায় করিব অঙ্গীকার ;
সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন যাবৎ আমার।
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন ;
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন'।
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা ;
কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা।
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা ;
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা।

ফেলাইবার আদেশ হয় ; এবং ঐরূপ প্রহারে তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে নদী মধ্যে ফেলাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আশ্চর্য্য শক্তিবলে জীবন লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলে মুলুকপতি পীর জ্ঞানে তাঁহার স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিলেন। তৎপরে তিনি ফুলিয়ায় আসিয়া গঙ্গাতীরে এক গোফার মধ্যে থাকিয়া সাধনভজন করিতে লাগিলেন। গুহার মধ্যে এক মহাসর্প ছিল ; সে হরিদাসের স্তবে গুহা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তৎপরে ডঙ্কের নৃত্যস্থানে তিনি আপনার আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ করেন। হরিনদী গ্রামের এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নামাভাসে মুক্তি হয় বলিতে শুনিয়া কটূক্তি করে ; তিনি তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যান। চারিদিকে হরিভক্তি শূন্য দেখিয়া ব্যথিতান্তঃকরণে অবশেষে তিনি নবদ্বীপে গমন করতঃ অদ্বৈতের বৈষ্ণবদলের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিলেন।

'আজি আমায় অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে ;
আজি অবশ্য তাঁর সঙ্গে হইবে সঙ্গমে'।
আর দিন রাত্রি হৈলে বেশ্যা আইল ;
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল।
'কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লও আমার ;
অবশ্য করিব আমি তোমায় অঙ্গীকার।
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন ;
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন'।
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি ;
দ্বারে বসি নাম শুনে, বলে হরি হরি।
রাত্রি শেষ হৈল, বেশ্যা উষিপষি করে ;
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তারে।
'কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে ;
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে।
আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল ;
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল।
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রত ভঙ্গ ;
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ'।
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল ;
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঁঞি আইল।
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি ;
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি।
'নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস ;
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ'।
কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল ;
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর চরণে ;
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে।
'বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছি অপার ;
কৃপা করি কর মুঞি অধমে নিস্তার'।

ঠাকুর কহে 'খানের কথা সব আমি জানি ;
অজ্ঞ মূর্খ, সেই তারে দুঃখ নাহি মানি।
সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া ;
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া'।
বেশ্যা কহে 'কৃপা করি কর উপদেশ ;
কি মোর কর্ত্তব্য ? যাতে যায় ভব ক্লেশ'।
ঠাকুর কহে 'ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান ;
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম।
নিরন্তর নাম লও, তুলসী সেবন ;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ'।
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি ;
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি।
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল ;
গৃহ বৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে ;
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে।
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস ;
ইন্দ্রিয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ।
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী ;
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার ;
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার।
রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ রুইল ;
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল।
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন ;
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ !
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান ;
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান।
বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান ;
বহু দিনের অপরাধ পাইল পরিণাম।

নিত্যানন্দ গোঁসাঞি গৌড়ে যবে আইলা ;
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা।
প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন ;
দুই কার্য্যে অবধূত করিল ভ্রমণ।
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ প্রভু আইলা তার ঘরে ;
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ ভিতরে।
অনেক লোক জন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল ;
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল।
সেবক বলে 'গোঁসাঞি! মোরে পাঠাইল খান ;
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিতে বাসস্থান।
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার ;
ইঁহা সংকীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার'।
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা ;
অট্ট অট্ট হাসি গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা।
'সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয় ;
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়'।
এত বলি ক্রোধে গোঁসাঞি উঠিয়া চলিলা ;
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা।
ইঁহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল ;
গোঁসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটি খোদাইল।
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গণ ;
তবু রামচন্দ্র মন না হৈল প্রসন্ন।
দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্রের, রাজায় না দেয় কর ;
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর।
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল ;
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধিল।
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া ;
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া।
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য রন্ধন ;
আর দিন সবা লঞা করিল গমন।

জাতি ধন জন খানের সকল লইল ;
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় করিল।
মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয় ;
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়।
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে ;
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে।
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার ;
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর।
হরিদাসের কৃপা পাত্র, তাতে ভক্তিমানে ;
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে।
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন ;
বলরাম আচার্য্যগৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন ; (১)
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন।
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে ;
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে।
তাঁহা যৈছে হরিদাসের মহিমা কথন ;
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ!
এক দিন বলরাম মিনতি করিয়া ;
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া।
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান ;
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান।
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন ;
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন।
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে ;
শুনিয়া দুই ভাই পাইল বড় সুখে।
তিন লক্ষনাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন ;
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতেরগণ।

---

১ রঘুনাথ দাস—গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র ; পর জীবনে ইঁহার নাম রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

কেহ বলে 'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়';
কেহ বলে 'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়'।
হরিদাস কহে 'নামের এ দুই ফল নহে;
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎশ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং

'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ' ॥৬৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৫৮ শ্লোঃ ২৩৬ পৃঃ দেখ ॥৬৭॥

'আনুসঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ;
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ।

তথাহি পদ্যাবল্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃতশ্রীধরস্বামিকৃতশ্লোকঃ।

'অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধের্জয়তি জগন্মঙ্গলহরের্নাম' ॥৬৮॥

'তিমিরজলধেঃ' পাপরূপাজ্ঞানসাগরস্য 'তরণিরিব' 'জগন্মঙ্গলহরেঃ' জগতঃ মঙ্গলরূপস্য হরেঃ 'নাম' 'জয়তি' সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে; কিং কুর্ব্বৎ? 'সকললোকস্য' সম্বন্ধে 'সকৃৎ' একবারং 'উদয়াদেব' প্রকাশাদেব 'অখিলং' সকলং 'অংহঃ' পাপং 'সংহরৎ' দূরীকুর্ব্বৎ ॥৬৮॥

জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম জয়যুক্ত হউক! অজ্ঞানতিমির জলধির তরণীর ন্যায় উহা একবারমাত্র প্রকাশিত হইলে সকল লোকের অখিলপাপরাশি দূরীভূত হয় ॥৬৮॥

'এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ'।
সবে কহে 'তুমি কহ অর্থ বিবরণ'।

হরিদাস কহে 'যৈছে সূর্য্যের উদয়;
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমো হয় ক্ষয়।
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ;
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়;
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্' ॥৬৯॥

টীকা ও ব্যাখ্যা অন্ত্যঃ ৬৩ শ্লোকে ৬৪ পৃঃ দেখ ॥৬৯॥

'যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে'।

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

'সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ' ॥ ৭০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১১১ শ্লোকে ১৪৬ পৃঃ দেখ ॥৭০॥

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক জন;
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ।
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে;
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে।
পরম সুন্দর, পণ্ডিত, নূতনযৌবন;
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন।
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন;
'ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতেরগণ!

'কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায় ;
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়'।
হরিদাস কহে 'কেন করহ সংশয় ?
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়।
ভক্তি সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয় ;
অতএব ভক্তগণ মুক্তি না ইচ্ছয়'॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তি লহর্য্যাং অষ্টাবিংশাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্য চতুর্দ্দশাধ্যায়ীয়ষট্ ত্রিংশশ্লোকঃ

'ত্বৎ সাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধি স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো' ॥৭১॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৭ শ্লোঃ ২৩৭—৩৮ পৃঃ দেখ ॥৭১॥

বিপ্র কহে 'নামাভাসে যদি মুক্তি হয় ;
তবে আমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়'।
হরিদাস কহে 'যদি নামাভাসে নয় ;
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়'।
শুনি সভাসদ্ উঠে করি হাহাকার ;
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার।
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন ;
'ঘটপটিয়া মূর্খ তুই মুক্তি কাঁহা জান ?
হরিদাস ঠাকুরে তুই কৈলি অপমান ;
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ'॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা ;
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা।
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে ;
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে।
'তোমা সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ;
তার দোষ নাহি, তার তর্ক নিষ্ঠ মন।

'তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব ;
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব ॥
যাও ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার ;
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউ কাহার'।
তবে সে হিরণ্যদাস নিজ ঘরে আইলা ;
সেই ব্রাহ্মণেরে নিজ দ্বার মানা কৈলা।
তিন দিন বহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল ;
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল।
চম্পককলিকা সম হস্ত পদাঙ্গুলি ;
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি।
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার !
হরিদাসে সব লোক করে নমস্কার।
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল ;
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল।
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে ;
কৃষ্ণস্বভাব ভক্ত নিন্দা সহিতে না পারে।
বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা ;
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা।
আচার্য্য মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম ;
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান।
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জন তাঁরে দিল ;
ভাগবত গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল।
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ;
দুই জনা মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন।
হরিদাস কহে 'গোঁসাঞি ! করি নিবেদন ;
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেও কোন্ প্রয়োজন' ?
মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ ;
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ।
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয় ;
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয়'।

আচার্য্য কহেন 'তুমি না করহ ভয় ;
সেই আচরিব যেই শাস্ত্র মত হয়।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।'
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইল ভোজন।
জগৎ নিস্তার লাগি করেন চিন্তন ;
'অবৈষ্ণব জগত কেমনে হইবে মোচন' ?
কৃষ্ণে অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল ;
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল।
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন ;
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এই তাঁর মন।
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার ;
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার।
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার ;
যাহার শ্রবণে লোকের হয় চমৎকার !
তর্ক না করিও তর্ক অগোচর তাঁর রীতি ;
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি।
এক দিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া ;
নাম সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশদিশা সুনির্ম্মল ;
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝল মল।
দ্বারে তুলসী, লেপা পিণ্ডির উপর ;
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর।
হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা ;
তাঁর অঙ্গ কান্ত্যে স্থান পীত বর্ণ হৈলা।
তাঁর অঙ্গ গন্ধে দশ দিক আমোদিত ;
ভূষণ ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত।
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার ;
তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোফাদ্বার।
যোড় হাতে হরিদাসের বন্দিয়া চরণ ;
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন।

'জগতের বন্দ্য তুমি রূপ গুণবান্ ;
তব সঙ্গ লাগি মোর এথায় প্রয়াণ।
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয় ;
দীনে দয়া করে এই সাধুস্বভাব হয়'।
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্য নাশ।
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয় ;
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয় :—
'সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ মনে ;
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রি দিনে।
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্য কাম ;
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম।
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন ;
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব প্রীতি আচরণ'।
এত বলি করেন তিঁহ নাম সংকীর্ত্তন ;
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ।
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল ;
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল।
এইমত তিন দিন করে আগমন ;
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন।
কৃষ্ণ নামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস ;
অরণ্য রুদিত হৈল স্ত্রীর ভাব প্রকাশ।
তৃতীয় দিবসের রাত্রি শেষ যবে হৈল ;
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল :—
'তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন ;
রাত্রি দিনে নহে তোমার নাম সমাপণ'।
হরিদাস ঠাকুর কহে 'আমি কি করিব ?
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব' ?
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার ;
'আমি মায়া করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার।

'ব্রহ্মাদি জীব আমি সবারে মোহিল;
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল।
মহাভাগবত তুমি! তোমার দর্শনে
তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণ নাম শ্রবণে
চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে;
কৃষ্ণ নাম উপদেশি কৃপা কর মোতে।
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা;
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা।
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার;
কোটি কল্পে তার কভু নাহিক নিস্তার।
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে;
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে।
মুক্তি হেতু তারক ব্রহ্ম হয় রামনাম;
কৃষ্ণনাম পাবক, করে প্রেম দান।
কৃষ্ণনাম দাও তুমি মোরে কর ধন্যা;
আমারেও ভাষায় যৈছে এই প্রেমবন্যা'।
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ;
হরিদাস কহে 'কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন'।
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ সব কথাতে যদি না জন্মে প্রতীত;
প্রতীতি করিতে কহি কারণ ইহার;
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার।
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেম লুব্ধ হঞা;
ব্রহ্মা শিব সনকাদিপৃথিবীতে জন্মিয়া
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে;
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে।
লক্ষ্মী আদি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হইয়া;
নাম প্রেম আস্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া।
অন্যের কা কথা? আপনি ব্রজেন্দ্র নন্দন
অবতরি করে প্রেম নাম আস্বাদন।

মায়াদাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময় ?
সাধু কৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয়।
চৈতন্য গোঁসাঞির লীলায় এইত স্বভাব ;
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব।
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম ;
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত, করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
স্বরূপ গোঁসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল ; (১)
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল ;
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া ;
চৈতন্য কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হঞা।
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমা কথন ;
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস ঠাকুর-মহিমা কথনং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥৩॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনং।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ৭২ ॥

'শ্রীগৌরঃ' 'বৃন্দাবনাৎ' 'পুনঃ' পুনর্ব্বারং 'প্রাপ্তং' ঝারিখণ্ডমার্গেন নীলাচলমাগতমিত্যর্থঃ 'শ্রীসনাতনং' 'দেহপাতাৎ' জগন্নাথরথাগ্রে দেহ-পাতনাৎ 'স্নেহাৎ' 'অবন্' রক্ষন্ সন্ 'পরীক্ষয়া' পরীক্ষাগ্রহণেন 'শুদ্ধং' পবিত্রং 'চক্রে'। ৭২।

---

১ স্বরূপ গোঁসাই—কোন কোন পুঁথিতে 'শ্রীরূপ গোঁসাঞি' পাঠ আছে।

শ্রীসনাতন ঝারিখণ্ডপথে নীলাচলে আগমন করত জগন্নাথের রথাগ্রে দেহপাত করিবেন মনন করিয়াছিলেন; শ্রীগৌরচন্দ্র স্নেহবশতঃ তাঁহাকে দেহপাত হইতে রক্ষা করিয়া পরীক্ষাগ্রহণান্তে পবিত্র করিলেন। ৭২।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ।
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা;
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা।
ঝারি খণ্ড বন পথে আইলা চলিয়া;
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া।
ঝারিখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে;
গাত্রে কণ্ডু হৈল রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে।
নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার;
'নীচ জাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার।
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব;
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব।
মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা স্থিতি;
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি।
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে;
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে।
তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে;
দুঃখ শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে।
জগন্নাথ রথ যাত্রায় হবেন বাহির;
তাঁর রথ চাকায় এই ছাড়িব শরীর।
মহাপ্রভু আগে আর দেখি জগন্নাথ;
রথে দেহ ছাড়িব এই পরম পুরুষার্থ'।
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা;
লোকে পুছি হরিদাস স্থানে উত্তরিলা।

হরিদাসের কৈল তিঁহ চরণ বন্দন ;
হরিদাস জানি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ;
হরিদাস কহে 'প্রভু আসিবে এখন'।
হেন কালে প্রভু উপল ভোগ দেখিয়া ;
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা।
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ;
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া।
হরিদাস কহে 'সনাতন করে নমস্কার' ;
সনাতনে দেখি প্রভু হৈল চমৎকার!
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা ;
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা :—
'মোরে না ছুঁইও প্রভু পড়োঁ তোমার পায় ;
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডু রসা গায়।'
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ;
তাঁর কণ্ডু ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে ;
সনাতন কৈল সবার চরণ বন্দনে।
সবা লঞা বসিলা প্রভু পিণ্ডার উপরে ;
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডা তলে।
কুশল বার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে ;
তিঁহ কহেন 'পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে'।
মথুরার বৈষ্ণবের কুশল পুছিল ;
সনাতন সবার কুশল বার্ত্তা জানাইল।
প্রভু কহে 'ইহা রূপ ছিল দশ মাসে ;
ইহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশে।
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গা প্রাপ্তি ;
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তাঁর ভক্তি।'
সনাতন কহে 'নীচ বংশে মোর জন্ম ;
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম।

'হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার ;
তোমার কৃপাতে বংশের মঙ্গল আমার।
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে ;
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ় চিত্তে।
রাত্রি দিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান ;
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান।
আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ;
আমা দুঁহা সঙ্গে তিঁহ রহে নিরন্তর।
আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে ;
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে।
"শুনহ বল্লভ ! কৃষ্ণ পরম মধুর ;
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর।
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দুঁহার সঙ্গে ;
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণ কথা রঙ্গে"।
এই মত বারবার কহি দুই জন ;
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন।
"তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব ?
দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণ ভজন করিব"।
এত কহি রাত্রিকালে করেন চিন্তন ;
"কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ" ?।
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ ;
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন।
"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা ;
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাই বড়ব্যথা।
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন ;
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ।
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায় ;
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়"।
তবে আমি দুঁহে তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ;
"সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার" কহি প্রশংসিল।

'যে বংশ উপরে তোমার হয় কৃপা লেশ ;
সকল মঙ্গল তাঁহা খণ্ডে সব ক্লেশ'।
গোঁসাঞি কহেন 'এই মত মুরারি গুপ্ত ;
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল তাঁর এই রীত।
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ ;
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন।
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে ;
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে।
ভাল হৈল তোমার ইহা হৈল আগমনে ;
এই ঘরে রহ ইহা হরিদাস সনে।
কৃষ্ণ ভক্তি রসে তিঁহ পরম প্রধান ;
কৃষ্ণ রস আস্বাদন কর, লও কৃষ্ণ নাম'।
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা ;
গোবিন্দ দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা।
এই মত সনাতন রহে প্রভুর স্থানে ;
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে।
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে ;
ইষ্ট গোষ্ঠি কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে।
দিব্য প্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্নাথ মন্দিরে ;
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দুঁহাকারে।
এক দিন আসি প্রভু দুঁহারে মিলিলা ;
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ঃ—
'সনাতন ! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে ;
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে।
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে ;
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নাহি ভক্তি বিনে।
দেহত্যাগাদি এই সব তামস ধর্ম্ম ;
তমোরজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম।
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয় ;
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা' ॥ ৭৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৯৯ শ্লোঃ ৩৭৩-৭৪ পৃঃ দেখ। ৭৩।

'দেহত্যাগাদি তমো ধর্ম্ম, পাতক কারণ;
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ।
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে;
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেও না পায় মরিতে।
গাঢ় অনুরাগে বিয়োগ না যায় সহন;
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য লিখনে রুক্মিণীবাক্যং।

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজঃ স্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ
যদ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ' ॥ ৭৪ ॥

হে 'অম্বুজাক্ষ'! 'যস্য' ভবতঃ 'অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং' পাদপদ্মস্য রজোভিঃ স্নপনং স্নানং 'আত্মতমোপহত্যৈ' আত্মনঃ পাপবিনাশায় 'উমাপতিরিব' 'মহান্তঃ' সাধবঃ 'বাঞ্ছন্তিঃ'; তস্য 'ভবৎপ্রসাদং' 'যদি' অহং 'ন' 'লভেয়' ন প্রাপ্নুয়াং তর্হি 'ব্রতকৃশান্' ব্রতৈরুপবাসাদিভিঃ কৃশান্ 'অসূন্' প্রাণান্ 'জহ্যাম্' ত্যজেয়ম্; ততঃ কিমিতি? অত আহ 'শতজন্মভিঃ' অপি তব প্রসাদঃ 'স্যাৎ'। ৭৪।

হে কমলাক্ষ! উমাপতির ন্যায় মহজ্জনেরা আত্মার তমোনাশের জন্য তোমার যে পাদপঙ্কজরজে স্নান করিতে বাঞ্ছা করেন; তোমার সেই প্রসাদ যদি আমি লাভ করিতে

না পারি, তবে উপবাসাদি দ্বারা এই প্রাণকে ক্ষীণ করিয়া পরিত্যাগ করিব; তাহা হইলে শত জন্মেও তো তোমার প্রসাদ পাইতে পারিব। ৭৪।

তথা তত্রৈব একোনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং।

'সিঞ্চাঙ্গ ন স্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং
নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে' ॥ ৭৫ ॥

হে 'অঙ্গ' প্রিয় 'ত্বদধরামৃতপূরকেণ' তব অধরামৃতদানেন 'নঃ' অস্মাকং 'হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং' হাসসহিতাবলোকনেন কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নি স্তং 'সিঞ্চ'; 'নোচেৎ' হে 'সখে' 'বয়ং' 'বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ' তব বিরহাৎ জনিষ্যতে যোঽগ্নি স্তেন চ উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরাঃ যোগিন ইব 'তে' তব 'পদয়োঃ' 'পদবীং' অন্তিকং 'ধ্যানেন' 'যাম' প্রাপ্নুয়াম। ৭৫।

হে প্রিয়! তোমার হাস্যাবলোকন এবং সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের যে কন্দর্পাগ্নি উদ্দীপিত হইল, অধরামৃত দানে তাহা নির্ব্বাণ কর; নতুবা তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যোগীদের ন্যায় আমরা ধ্যান যোগে তোমার চরণ সন্নিধি প্রাপ্ত হইব ॥ ৭৫ ॥

'কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেম ধন।
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য;
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার;
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।

'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান ;
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবম শ্লোকে নরসিংহং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং।

'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ' ॥ ৭৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৫৯ শ্লোঃ ৪৬১-৬২ পৃঃ দেখ। ৭৬।

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি ;
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।
তার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন ;
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন'।
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার!
'প্রভুরে না ভায় মোর মরণ বিচার।
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে'।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে।
'সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ;
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র।
নীচ অধম মুক্তি পামর স্বভাব ;
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ'?।
প্রভু কহে 'তোমার দেহ মোর নিজধন ;
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম সমর্পণ।
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ?
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন ;
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন।

'ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার;
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা, প্রবর্ত্তন;
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ।
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন;
তাঁহা এত কর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ।
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে;
তাঁহা রহি ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজ বলে।
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব;
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব'?
তবে সনাতন কহে 'তোমাকে নমস্কারে;
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে?
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়;
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়।
তৈছে যারে যৈছে নাচাও সে করে নর্ত্তনে;
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে'।
হরিদাসে কহে প্রভু 'শুন হরিদাস!
পরের দ্রব্য ইঁহ করিতে চাহেন বিনাশ।
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়;
নিষেধিও ইঁহার যেন না করে অন্যায়'।
হরিদাস কহে 'মিথ্যা অভিমান করি;
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি।
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে;
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে।
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার;
এ সৌভাগ্য ইঁহার, না হয় কাহার'।
তবে মহাপ্রভু দুহাঁরে করি আলিঙ্গন;
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন।
সনাতনে হরিদাস কহে করি আলিঙ্গন;
'তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।

'তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজ ধন ;
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন।
নিজ দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে ;
সে কার্য্য করাইবেন তোমায় সেহ মথুরাতে।
যে করিতে চাহেন ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয় ;
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয়।
ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র আচার নির্ণয় ;
তোমা দ্বারা করাইবেন বুঝিল আশয়।
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল ;
ভারত ভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল'।
সনাতন কহে 'তোমা সম কেবা আছে আন ?
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্।
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচার ;
সেই নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার।
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন ;
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন।
আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার ;
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার।
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য ;
তুমি সর্ব্ব গুরু, তুমি জগতের আর্য্য'।
এই মতে দুই জন নানা কথা রঙ্গে ;
কৃষ্ণকথা আস্বাদয় রহি এক সঙ্গে।
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ;
পূর্ব্ববৎ কৈল রথ যাত্রা দরশন।
রথ অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন ;
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন।
বর্ষা চারিমাস রহিল সব ভক্তগণ ;
সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর ;
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর :

পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর ;
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ;
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ ;
সবা সনে সনাতনের করাইল মিলন।
যথাযোগ্য করাইল সবার চরণ বন্দন ;
তাঁরে করাইল সবার কৃপার ভাজন।
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন ;
যথাযোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরব ভাজন।
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা ;
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা।
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল ;
দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে আনন্দ বাড়িল।
পূর্ব্ব বৈশাখ মাসে যবে সনাতন আইলা ;
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা আইলা ;
ভক্ত অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা।
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল ;
প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাড়িল।
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম ;
সেই পথে সনাতন করিলা গমন।
'প্রভু বোলাঞাছে' এই আনন্দিত মনে ;
তপ্ত বালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে।
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল তবু আইলা প্রভু স্থানে ;
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে।
ভিক্ষা অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা ;
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশে আইলা।
প্রভু কহে 'কোন্ পথে আইলা সনাতন ?'
তিঁহ কহে 'সমুদ্র পথে করিল গমন'।
প্রভু কহে 'তপ্ত বালু কেমনে আইলা ?

'তপ্ত বালুকাতে তোমার পায়ে হৈল ব্রণ ;
চলিতে না পার, কেমনে করিলে সহন ?'
সনাতন কহে 'দুঃখ বহু না পাইল ;
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল।
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার ;
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার।
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে ;
কারও সহিত স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ করে'।
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা ;
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা।
'যদ্যপিও হও তুমি জগৎ পাবন ;
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ।
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ ;
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস ;
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ।
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হৈল মোর মন ;
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন ?'
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ;
তাঁর কণ্ডূরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।
বার বার নিষেধে, তবু করেন আলিঙ্গন ;
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন।
এই মতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা ;
আর দিনে জগদানন্দ সনাতনে মিলিলা।
দুই জন বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠি কৈল ;
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল।
'ইহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে ;
যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে।
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে ;
মোর কণ্ডূরসা লাগে প্রভুর শরীরে।

'অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার;
জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার।
হিত নিমিত্ত আইলাম হৈল বিপরীতে;
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে'।
পণ্ডিত কহে 'তোমার বাস যোগ্য বৃন্দাবন;
রথ যাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন।
প্রভু আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভায়ে;
বৃন্দাবনে বৈস তাঁহা সর্ব্ব সুখ পাইয়ে।
যে কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ;
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন'।
সনাতন কহে 'ভাল কৈলে উপদেশ;
তাঁহা যাব সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ।'
এত বলি দোঁহে নিজ কার্য্যে উঠি গেলা;
আর দিনে মহাপ্রভু মিলিতে আইলা।
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন;
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন।
দূরে হৈতে দণ্ডবৎ করে সনাতন;
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন।
অপরাধ ভয়ে তিঁহ মিলিতে না আইলা;
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঁই আইলা।
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন;
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে;
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে।
'হিত লাগি আইলাম হৈল বিপরীত;
সেবাযোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিতি নিত।
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়;
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়।
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্তরসা চলে;
তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে।

'বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশে ;
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে।
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ ;
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন।
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল ;
বৃন্দাবনে যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল'।
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে ;
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে।
'কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল?
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ?
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য ;
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য।
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য ;
তোমারে উপদেশে বালকা, করে ঐছে কার্য্য'?
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল ;
'জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল।
আপনার সৌভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান ;
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্।
জগদানন্দে পীয়াও আত্মতা সুধারস ;
মোরে পীয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নিশিন্দা রস।
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান ;
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্'।
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মনে ;
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে।
'জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে ;
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে।
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ ?
কাঁহা জগা কালিকার বটুকা নবীন ?
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি ;
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার ভক্তি।

'তোমায় উপদেশ করে না যায় সহন ;
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন।
বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমায় না করি স্তবন ;
তোমার গুণে স্তুতি করায়, ঐছে তোমার গুণ।
যদ্যপি কারও মমতা বহুজনে হয় ;
প্রীতিস্বভাবে কাহাকে কোন ভাবোদয়।
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান ;
তোমার দেহ আমায় লাগে অমৃতসমান।
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয় ;
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়।
প্রাকৃত হৈলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে ;
ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

'কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ' ॥ ৭৭ ॥

দ্বৈতাসত্যতয়া স্তুতিনিন্দয়োরবিষয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি। 'অবস্তুনঃ' 'দ্বৈতস্য' অবয়বিরূপস্য মধ্যে 'কিয়ৎ' 'কিং' 'ভদ্রং ? 'কিং' 'বা' 'অভদ্রং' ? কিয়দ্ভদ্রং কিয়দ্বাঽভদ্রমিত্যর্থঃ। অবস্তুত্বমেবাহ 'বাচোদিতং' বাচা বাক্যেন উদিতং উক্তং (বাহ্যেন্দ্রিয়োপলক্ষণং)। চক্ষুরাদিভিঃ যদ্দৃষ্টং 'মনসা' 'চ' যৎ 'ধ্যাতমেব' 'তৎ' 'অনৃতং' স্যাৎ। ৭৭।

দ্বৈত বস্তু মাত্রই অবস্তু ; তাহার মধ্যে কোনটী ভাল কোনটী মন্দ আবার কি ? যাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশিত, বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বা মন দ্বারা ধ্যাত, তাহাই অবস্তু। ৭৭।

'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম ;
এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং।

'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ' ॥ ৭৭ ॥

'পণ্ডিতাঃ' বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ এতেষু 'সমদর্শিনঃ' সমবুদ্ধয়ঃ ভবন্তি; 'বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে' 'ব্রাহ্মণে' 'গবি' গোজাতৌ 'হস্তিনি' 'শুনি' কুক্কুরে, 'শ্বপাকে' চণ্ডালে 'চ'। ৭৮।

বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, ও চণ্ডালকে পণ্ডিতগণ সমভাবে দেখেন। ৭৮।

তথা তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং।

'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ' ॥ ৭৯ ॥

'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা' জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য অতঃ 'কূটস্থঃ' নির্ব্বিকারঃ অতএব 'বিজিতেন্দ্রিয়ঃ' বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন অতএব 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ' সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য মৃৎখণ্ডপাষাণস্বুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স 'যোগী' 'যুক্তঃ' যোগারূঢ় 'ইত্যুচ্যতে'। ৭৯।

যাঁহার চিত্ত জ্ঞান (উপদেশ প্রাপ্ত) বিজ্ঞানে (অপরোক্ষানুভূতি) তৃপ্ত হইয়াছে; যিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়; এবং যাঁহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে; সেই যোগীকেই যোগারূঢ় বলা যায়। ৭৯।

'আমিত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম;
চন্দনপঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম।
এই লাগি তোমায় ত্যাগ করিতে না যুয়ায়;
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায়।'

হরিদাস কহে 'প্রভু যে কহিলে তুমি;
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি।
আমা সব অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার;
দীন দয়ালু গুণ তোমার তাহাতে প্রচার'।
প্রভু হাসি কহে 'শুন হরিদাস সনাতন!
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয় আমার যৈছে মন।
তোমাকে লাল্য মানি আপনাকে লালক অভিমান;
লালকের লাল্য নহে দোষ পরিজ্ঞান।
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান;
তোমা সবাকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান।
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়;
ঘৃণা নাহি জন্মে আরও মহাসুখ পায়।
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন সম ভায়;
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়'।
হরিদাস কহে 'তুমি ঈশ্বর দয়াময়!
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়।
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী, অঙ্গ কীড়াময়?
তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়।
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্পসম অঙ্গ;
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ?'
প্রভু কহে 'বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়;
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ;
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করেন আত্মসম।
সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়;
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ' ॥ ৮০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৮৮ শ্লোকে ৫৫৯—৬০ পৃষ্ঠা দেখ। ৮০।

'সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা ;
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিল পাঠাইয়া।
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে ;
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে।
পারিষদ দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ ;
প্রথম দিনে পাইলাম চতুঃসোম গন্ধ'।
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন ;
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম।
প্রভু কহে 'সনাতন ! না মানিও দুঃখ ;
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ।
এ বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা সনে ;
বৎসর বৈ তোমাকে পাঠাব বৃন্দাবনে'।
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম।
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার ;
প্রভুকে কহেন' এই ভঙ্গী যে তোমার।
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা ;
সেই পানী লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজিলা।
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে ;
এই লীলা ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে'।
দুঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয় ;
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময়।
এই মত সনাতন রহে প্রভু স্থানে ;
কৃষ্ণচৈতন্যগুণকথা হরিদাস সনে।
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা ;
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা।

যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে ;
দুই জনার বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণনে।
যেই বন পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন ;
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন।
যে পথে যে গ্রাম নদী, যাঁহা যেই লীলা ;
বলভদ্র ভট্ট স্থানে সব লিখি নিলা।
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া ;
সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া।
যেই লীলা পথে প্রভু কৈল যে যে স্থানে ;
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হৈলা সনাতনে।
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা ;
পাছে আসি রূপগোঁসাঞি তাঁহারে মিলিলা।
এক বৎসর রূপগোঁসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল ;
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল।
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল ;
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল।
সব মনকথা গোঁসাঞি করি নির্ব্বাহণ ;
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন।
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল ;
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল।
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা ;
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা প্রকাশ করিলা।
সনাতন কৈলা গ্রন্থ ভাগবতামৃতে ;
ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণ তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে।
সিদ্ধান্ত সার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী ;
কৃষ্ণ লীলা রস প্রেম যাহা হৈতে জানি।
হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব আচার ;
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যের যাঁহা পাই পার।
আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন ?
মদন গোপাল গোবিন্দের কৈল সেবাস্থাপন।

রূপ গোঁসাঞি কৈল রসামৃত সিন্ধু সার ;
কৃষ্ণভক্তি রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার।
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর ;
কৃষ্ণরাধালীলা রসের যাঁহা পাইয়ে পার।
বিদগ্ধ মাধব ললিত মাধব নাটক যুগল ;
কৃষ্ণলীলা রস যাঁহা পাইয়ে সকল।
দানকেলী কৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল ;
সেই সব গ্রন্থে ব্রজরস বিচারিল।
তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম ;
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব গোঁসাই নাম।
সর্ব্বত্যাগী তিঁহ পিছে আইলা বৃন্দাবন ;
তিঁহ ভক্তি শাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ।
ভাগবত সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার ;
ভাগবত সিদ্ধান্তের যাঁহা পাইয়ে পার।
গোপাল চম্পু নাম আর গ্রন্থ কৈল ;
ব্রজ প্রেম লীলা রস সব দেখাইল।
ষট্ সন্দর্ভে কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব প্রকাশিল ;
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল।
জীব গোঁসাই গৌড় হইতে মথুরা চলিলা ;
নিত্যানন্দ প্রভু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগিলা।
প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ধরিল চরণ ;
রূপ সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন।
আজ্ঞা দিল 'শীঘ্র তুমি যাও বৃন্দাবনে ;
তোমার বংশেরে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে'।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা, আজ্ঞা ফল পাইল ;
শাস্ত্র করি বহু কাল ভক্তি প্রচারিল।
এই তিন গুরু আর রঘুনাথ দাস ;
ইহা সবার চরণ বন্দোঁ যার মুঞি দাস।
এইত কহিল পুনঃ সনাতন সঙ্গমে ;
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে।

চৈতন্য চরিত্র এই ইক্ষু দণ্ড সম ;
চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতনসঙ্গোৎসব নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোহহং চৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে॥ ৮১ ॥

'অহং' 'বৈগুণ্যকীটকলিনঃ' বৈগুণ্যরূপেণ জীবাপকাররূপেণ কীটেন দংশিতঃ 'পৈশুন্য ব্রণপীড়িতঃ' হিংসারূপব্রণেন ক্লিষ্টঃ তথা 'দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ' সন্ 'চৈতন্যবৈদ্যং' সুচিকিৎসকং শ্রীচৈতন্যং 'আশ্রয়ে'। ৮১।

জীবাপকার রূপ কীটে দষ্ট, হিংসাব্রণে পীড়িত এবং দৈন্যার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আমি সুচিকিৎসক শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় লইলাম॥ ৮১ ॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য !
জয় জয় কৃপাময় প্রভু নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু ! জয় ভক্তগণ !
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন !
এক দিন প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর চরণে
দণ্ডবৎ করি কিছু করে নিবেদনে।
'শুন প্রভু ! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম ;
কোন ভাগ্যে পাঞাছি তোমার দুর্ল্লভচরণ।

'কৃষ্ণ কথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয় ;
কৃষ্ণ কথা কহ মোরে হইয়া সদয়'।
প্রভু কহে 'কৃষ্ণ কথা আমি নাহি জানি ;
সবে রামানন্দ জানেন, তাঁর মুখে শুনি।
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণ কথা শুনিতে হৈল মন ;
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণ কথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্ ;
যার কৃষ্ণ কথায় রুচি সেই ভাগ্যবান।'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং।

'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিম্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রমএব হি কেবলং' ॥৮২॥

'পুংসাং' জনানাং 'যঃ' 'ধর্ম্মঃ' ইতি প্রসিদ্ধঃ 'স্বনুষ্ঠিতঃ' সুষ্ঠুরমনুষ্ঠিতে হপি 'যদি' 'বিম্বক্সেনকথাসু' হরিকথাসু 'রতিং' আসক্তিং 'ন' 'উৎপাদয়েৎ' ন প্রাপয়েৎ তর্হি স ধর্ম্মঃ 'কেবলং' 'শ্রম এব' বিফলশ্রমে ভবতি। ৮২।

লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তদ্বারা হরিকথায় রতি না হয় ; তাহা হইলে সে ধর্ম্মানুষ্ঠানে কেবল শ্রমমাত্র সার হয়। ৮২।

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গেলা রামানন্দ স্থানে ;
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে।
রায়ের দর্শন না পাঞা মিশ্র সেবকে পুছিল ;
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল।
'দুই দেবকন্যা হয় পরমাসুন্দরী ;
নৃত্য গীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী।
তাঁহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃতে উদ্যানে ;
নিজ নাটকের গীত শিখায় নর্ত্তনে।

'তুমি ইঁহা বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন ;
তবে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন'।
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন ;
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জ্জন ;
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন ;
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব ;
তরুণী স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব।
সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন ;
স্বাভাবিক দাস্যভাব করি আরোপণ।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা ;
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি প্রেম সীমা।
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল ;
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল।
সঞ্চারী সাত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ ;
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন।
ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিখায় ;
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়।
তবে সেই দুই জনে প্রসাদ খাওয়াইল ;
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল।
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন ;
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন ?
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা ;
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা।
মিশ্রে নমস্কার করে সম্মান করিয়া ;
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া।
'বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল ;
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল।

'তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর;
আজ্ঞা কর কাঁহা করে তোমার কিঙ্কর।'
মিশ্র কহে 'তোমা দেখিতে হৈল আগমনে;
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে'।
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা;
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘরে গেলা।
আর দিনে মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যমানে;
প্রভু কহে 'কৃষ্ণ কথা শুনিলে রায় স্থানে'?
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা;
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা:—
'আমিত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি;
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি
তবঁহি বিকার পায় মোর তনুমন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন?
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন;
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন।
একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী;
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি।
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ;
গুহ্য অঙ্গ হয় তাঁর দর্শন স্পর্শন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন;
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ।
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম;
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন!
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার;
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার।
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র;
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র।
কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে করি এক অনুমান;
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ।

'ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস ;
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস।
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয় ;
তিন গুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়।
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায় ;
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ঊনচত্বারিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ' ॥৮৩॥

'ব্রজবধূভিঃ' সহ 'বিষ্ণোঃ' ভগবতঃ 'ইদঞ্চ' 'বিক্রীড়িতং' বিহারং 'যঃ' যো জনঃ 'শ্রদ্ধান্বিতঃ' 'অনুশৃণুয়াৎ' 'অথ' অনন্তরং 'বর্ণয়েৎ' সঃ 'ভগবতি' 'পরাং' 'ভক্তিং' 'প্রতিলভ্য' প্রাপ্য 'অচিরেণ' 'ধীরঃ' সন্ 'হৃদ্রোগং' 'কামং' 'আশু' 'অপহিনোতি' পরিত্যজতি। ৮৩।

ভগবান্ বিষ্ণুর ব্রজবধূগণ সহ এই ক্রীড়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ ও বর্ণন করেন, তিনি ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরে সুধীর হওত হৃদয়ের রোগরূপ কাম শীঘ্র পরিত্যাগ করিবেন। ৮৩।

'যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ;
তার ফল কি কহিব ? কহন না যায় ;
নিত্য সিদ্ধ সেই, প্রায় সিদ্ধ তাঁর কায়।
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন ;
সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন।

'আমিও রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণ কথা ;
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা।
মোর নাম লইও "তিঁহ পাঠাইল মোরে ;
তোমার স্থানে কৃষ্ণ কথা শুনিবার তরে"।
শীঘ্র যাও যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে' ;
এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে।
রায় পাশ গেলা, রায় প্রণতি করিল ;
'আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হইল'।
মিশ্র কহে 'মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে ;
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে'।
শুনি রামানন্দ মনে হইল সন্তোষে ;
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে।
'প্রভু আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা ;
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা' ?
এত কহি তাঁরে লঞা নিভৃতে বসিলা ;
'কি কথা শুনিতে চাহ ?' মিশ্রেরে পুছিলা।
তিঁহ কহে 'যে কহিলা বিদ্যানগরে ;
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে।
অন্যের কি কথা ? তুমি প্রভু উপদেষ্টা ;
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা।
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি ;
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপনি'।
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা ;
কৃষ্ণকথা রসামৃত সিন্ধু উথলিলা।
আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত ;
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত।
বক্তা শ্রোতা কহি শুনি দোঁহে প্রেমাবেশে
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানিবে দিন শেষে ?
সেবক কহিল দিন হৈল অবসান ;
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম।

বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল ;
'কৃতার্থ হইনু' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিল।
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান ভোজন ;
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইলা প্রভুর চরণ।
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত মন ;
প্রভু কহে 'কৃষ্ণ কথা করিলে শ্রবণ ?'
মিশ্র কহে 'প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা ;
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা।
রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয় ;
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি রসময়।
আর এক কথা রায় কহিল আমারে ;
"কৃষ্ণকথা বক্তা করি না জানিও মোরে।
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র ;
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণা যন্ত্র।
মোর মুখে কহে কথা করে পরচার ;
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার" ?
যে সব শুনিল কৃষ্ণ রসের সাগর ;
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর।
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি ;
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি'।
প্রভু কহে 'রামানন্দ বিনয়ের খনি ;
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি।
মহানুভবের এই মত স্বভাব হয় ;
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয়'।
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ ;
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ।
গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে ;
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে।
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে ;
মিশ্রে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে।

ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে;
নানা ভঙ্গীতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে।
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ!
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥
সন্ন্যাসীপণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ;
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ।
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা;
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা।
হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ;
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস।
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজরস প্রেমলীলা;
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা?
শ্রীচৈতন্য লীলা এই অমৃতের সিন্ধু;
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু।
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান;
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান।
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা;
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া।
বঙ্গদেশী একবিপ্র প্রভুর চরিতে
নাটক করি লঞা আইলা শুনাইতে।
ভগবান আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয়;
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয়।
প্রথমে নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল;
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল।
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম;
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন।
গীত শ্লোক গ্রন্থ আদি যেই কিছু আনে;
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে।
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে যদি, লয়ে তাঁর মন;
তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ।

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ ;
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে ;
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে।
স্বরূপের ঠাঁঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন ;
'এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম॥
আদৌ তুমি শুন যদি তোমার মন মানে ;
পাছে মহাপ্রভুকেও করাবো শ্রবণে'।
স্বরূপ কহে 'তুমি গোপ পরম উদার ;
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
যদা তদা কবির বাক্যে হয় রসাভাস ;
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস।
রস রসাভাস যার নাহিক বিচার ;
ভক্তি সিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার।
ব্যাকরণ না জানে, না জানে অলঙ্কার ;
নাটকালঙ্কারে জ্ঞান নাহিক যাহার ;
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার ;
বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য বিহার।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন ;
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণ ধন।
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ ;
বিদগ্ধ আত্মীয় কাব্য শুনিতেই সুখ।
রূপ যৈছে দুই কাব্য করিয়াছে আরম্ভ ;
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ'।
ভগবান আচার্য্য কহে 'শুন একবার ;
তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিবে বিচার'।
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল ;
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল।
সবা লঞা স্বরূপ গোঁসাঞি শুনিতে বসিলা ;
তবে সেই কবি নান্দী শ্লোক পড়িলা।

তথাহি বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য।

"বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ" ॥ ৮৪ ॥

'যঃ' 'কনকরুচিঃ' সুবর্ণবর্ণঃ গৌরাঙ্গঃ 'ইহ' অস্মিন্ নীলাচলে 'বিকচকমলনেত্রে' 'শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে' জগন্নাথনাম্নি 'আত্মনি' শরীরে 'আত্মতাং' কাত্মতাং 'প্রপন্নঃ' সন্ 'অশেষং' অগণ্যং 'প্রকৃতিজড়ং' ভক্তিশূন্যং লোকং চতয়ন্' 'আবিরাসীৎ' প্রকটীবভূব 'সঃ' 'কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ' হে সখে 'তব' ব্যং' মঙ্গলং 'দিশতু' দদাতু ॥৮৪॥

যিনি কনকবর্ণ ধারণ করিয়া এই নীলাচলে কমলনয়ন গন্নাথ নামক দেবের সহিত অভিন্নাত্মা হইয়া অগণ্য জড়-কৃতি লোকের চেতনা দিয়াছেন; সেই কৃষ্ণ চৈতন্যদেব তামার মঙ্গল করুন্ ॥৮৪॥

শ্লোক শুনি সর্ব্ব লোক তাহারে বাখানে;
স্বরূপ কহে 'এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে'।
কবি কহে 'জগন্নাথ সুন্দর শরীর;
চৈতন্য গোঁসাঞি তাহে শরীর মহাধীর।
সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে;
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে'।
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন;
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন।
'আরে মূর্খ! আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ;
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস।
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়;
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়।

'পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান ;
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান।
দুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি ;
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই রীতি।
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ ;
দেহদেহীভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ।
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহী ভেদ ;
স্বরূপদেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে লোকপালাগমনোত্তরে নবমাঙ্কধৃতকৌর্ম্ম্যং।

'দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ' ॥৮৫॥

'ঈশ্বরে' ভগবতি 'অয়ং' 'দেহদেহিবিভাগঃ' দেহশ্চ দেহীচ তয়োর্বিভাগঃ ভেদঃ 'ক্বচিৎ' কদাচিৎ 'ন' 'বিদ্যতে' ॥৮৫॥

ঈশ্বরে কখন দেহদেহীভেদ থাকে না ॥৮৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায় তৃতীয়শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

'নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্র মবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি' ॥ ৮৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৫৩৬ শ্লোঃ ৬৬০-৬১ পৃঃ দেখ ॥৮৬॥

তথাহি তত্রৈব নবমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

'তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং

তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥৮৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৫৩৭ শ্লোঃ ৬৬১ পৃঃ দেখ ॥৮৭॥

'কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর;
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর'।

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রিয়া পুষ্ট্যা ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতং সর্ব্বজ্ঞসূত্রং ॥

'হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ' ॥৮৮॥

'ঈশ্বরঃ' 'হ্লাদিন্যা' আনন্দশক্ত্যা তথা 'সম্বিদা' চৈতন্যশক্ত্যা 'আশ্লিষ্টঃ' যুক্তঃ সন্ 'সচ্চিদানন্দঃ' নিত্যচৈতন্যঃ আনন্দরসবিগ্রহঃ স্যাৎ; 'জীবঃ' 'স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ' স্বকীয়াবিদ্যয়া আচ্ছন্নঃ সন্ 'সংক্লেশনিকরাকরঃ' সংক্লেশানাং জন্মমৃত্যুজরাদীনাং নিকরাণাং সমূহানাং আকরঃ স্যাৎ ॥৮৮॥

আনন্দ ও সম্বিৎ শক্তিযুক্ত ভগবান্ সচ্চিদানন্দ; আর জীব স্বীয় অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া অশেষ ক্লেশনিকর ভোগ করিয়া থাকে ॥৮৮॥

শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার!
সত্য কহেন গোঁসাঞি করেছেন তিরস্কার।
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়;
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়।
তাঁর দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়;
উপদেশ কৈল তাঁরে যৈছে হিত হয়।
'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে;
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ;
তবে জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ।

'তবেত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল;
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল।
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ;
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহায় লাগে দোষ।
তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি;
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি।
যৈছে দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন;
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে পঞ্চম-শ্লোকে গোপালমুদ্দিশ্য ইন্দ্রবাক্যং।

'বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ং' ॥ ৮৯ ॥

'গোপাঃ' নন্দাদয়ঃ 'মর্ত্ত্যং' মরণশীলমনুষ্যং 'কৃষ্ণং' 'উপাশ্রিত্য' আশ্রিত্য 'মে' মম 'অপ্রিয়ং' 'চক্রুঃ' কৃতবন্তঃ। কৃষ্ণং কীদৃশং'? 'বাচালং' বহুভাষিণং 'বালিশং' বালকং 'পণ্ডিতমানিনং' পণ্ডিতম্মন্যং অতঃ 'স্তব্ধং' অবিনীতং 'অজ্ঞং' মূর্খং ইতি নিন্দায়াং যোজিতাপীন্দ্রস্য ভারতী শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি; তথাহি 'বাচালং' শাস্ত্রযোণিং এবমপি 'বালিশং' শিশুবন্নিরভিমানং; 'স্তব্ধং' অন্যস্য বন্দ্যস্যাভাবাৎ অনম্রং; 'অজ্ঞং' নাস্তি জ্ঞো যস্মাত্তং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ; 'পণ্ডিতমানিনং' ব্রহ্মবিদাং বহুমাননীয়ং; 'কৃষ্ণং' সদানন্দরূপং পরং ব্রহ্ম; 'মর্ত্ত্যং' তথাপি ভক্তবাৎসল্যান্মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানমিতি ॥৮৯॥

ইন্দ্র কৃষ্ণের নিন্দা করিবার উদ্দেশে বলিলেন ঃ—কৃষ্ণ একটা বাচাল, বালক, অবিনীত, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মানুষ বই নয়; গোপগণ তাহাকে আশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয় করিল। কিন্তু দেবরাজের এই নিন্দাবাক্যে কৃষ্ণের স্তবই হইল; কারণ বাচাল শব্দের অর্থ শাস্ত্রযোনি; কৃষ্ণ তদ্রূপ হইয়াও বালিশ অর্থাৎ শিশুর ন্যায় নিরভিমান; স্তব্ধ অর্থাৎ তাঁহার অন্য বন্দনীয় না থাকায় তিনি অনম্র; অজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহা অপেক্ষা জ্ঞানবান্ কেহই নাই; পণ্ডিতমানী

অর্থৎ তিনি ব্রহ্মজ্ঞপণ্ডিতদিগেরও মাননীয়; কৃষ্ণ অর্থাৎ সদানন্দরূপী পরব্রহ্ম হইয়াও ভক্তবাৎসল্য জন্য মানুষের ন্যায় প্রতীয়মান ॥৮৯॥

'ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল;
বুদ্ধি নাশ হৈল কেবল নাহিক সম্ভাল।
ইন্দ্র বলে "মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন";
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন।
'বাচাল' কহিয়ে বেদ প্রবর্ত্তক ধন্য;
'বালিশ' তথাপি শিশু প্রায় গর্ব্বশূন্য।
বন্দ্যাভাবে অনম্র 'স্তব্ধ' শব্দে কয়;
যাঁহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সেই 'অজ্ঞ' হয়।
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় 'পণ্ডিতমানী';
তথাপি ভক্ত বাৎসল্যে মনুষ্য অভিমানী।
জরাসন্ধ কহে "কৃষ্ণ পুরুষ অধম;
তোর সঙ্গে না যুঝিমু যাহি বন্ধুহন"।
যাঁহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম;
সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন।
বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যাবন্ধু হয়;
অবিদ্যা নাশক 'বন্ধু হন' শব্দে কয়।
এই মত শিশুপাল করিল নিন্দন;
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন।
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে;
সরস্বতীর অর্থ শুন যাতে স্তুতি ভাসে
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্ম স্বরূপ;
কিন্তু ইহ দারুব্রহ্ম স্থাবরের রূপ।
তাঁহা সহ আত্মতা এক রূপ হঞা;
কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ দুই রূপ হঞা।
সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি;
তাহার মিলনে কহি একতা প্রাপ্তি।

'সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার ;
গৌর জঙ্গম রূপে কৈল অবতার।
জগন্নাথ দরশনে খণ্ডায় সংসার ;
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার।'
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা ;
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হঞা।
সরস্বতীর অর্থ এই কৈল বিবরণ ;
এও ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন।
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ ;
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ।'
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া ;
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা।
তবে সব ভক্ত তাঁরে অঙ্গীকার কৈল ;
তাঁর গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইল।
সেই কবি সব ছাড়ি রহিলা নীলাচলে ;
গৌর ভক্তগণ কৃপা কে কহিতে পারে ?
এই ত কহিল প্রদ্যুম্ন মিশ্র বিবরণ ;
প্রভু আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ কথার শ্রবণ।
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা ;
আপনি শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা।
প্রস্তাবে কহিল কবির নাটক বিবরণ ;
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা অমৃতের সার ;
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার।
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে ;
গৌর লীলা ভক্তি ভক্ত রস তত্ত্ব জানে।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যান নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসং।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৯০ ॥

'যঃ' গৌরচন্দ্রঃ 'কৃপাগুণৈঃ' 'কুগৃহান্ধকূপাৎ' সংসাররূপাৎ 'রঘুনাথ দাসং' 'ভঙ্গ্যা' 'উদ্ধৃত্য' 'স্বরূপে' স্বরূপ দামোদরে 'ন্যস্য' তং সমর্প্য 'অন্তরঙ্গং' গুপ্ত সেবাং 'বিদধে' 'অমুং' 'কৃষ্ণ চৈতন্যং' অহং 'প্রপদ্যে' ।৯০।

যিনি কৃপা করিয়া রঘুনাথ দাসকে সংসাররূপ কুগৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করতঃ অন্তরঙ্গ সেবা দিয়াছেন, আমি সেই চৈতন্যের শরণাপন্ন হই। ৯০।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে;
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে।
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ বিয়োগ বাধয়ে;
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্ত দুঃখ ভয়ে।
উৎকট বিরহ দুঃখ যবে বাহিরায়;
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়।
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান;
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ।
দিনে প্রভু নানা রঙ্গে হয় অন্য মনাঃ;
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদনা।

তাঁর সুখ হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা ;
কৃষ্ণ লীলা শ্লোক গীতে করেন সান্ত্বনা।
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণ সুখের সহায় ;
গৌর সুখ দান হেতু তৈছে রামরায়।
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান ;
তৈছে স্বরূপ গোঁসাই রাখে প্রভুর প্রাণ।
এই দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায় ;
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি লোকে যাঁরে গায়।
এই মত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ ;
রঘুনাথ মিলন এবে শুন ভক্তগণ !
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা ;
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা। (১)
প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায় ;
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ী প্রায়।
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম ;
দেখিয়াত মাতা পিতার আনন্দিত মন।
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা ;
প্রভু পাশে চলিবারে উদ্যোগ করিলা।
হেন কালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী ;
সপ্ত গ্রাম মুলুকের সেই হয় ত চৌধুরী।
হিরণ্যদাস মুলুক নিল নকড়া করিয়া ;
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া।
বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ ;
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতি পক্ষ।
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল ;
হিরণ্যদাস পলাইলা, রঘুনাথে বান্ধিল।
প্রতি দিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা ;
'বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা'।

---

১ পূর্ব্বে শান্তিপুরে—শিক্ষাইলা—মধ্যঃ ৩৭৩ পৃঃ দেখ।

মারিতে আনয়ে, যদি দেখে রঘুনাথে ;
মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে।
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর ;
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর।
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায় ;
মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ পায় ;
'আমার পিতা জ্যেঠা হন তোমার দুই ভাই ;
ভাই ভাই কলহ কর তোমরা সর্ব্বদাই।
কভু কলহ, কভু প্রীতি, ইহার নিশ্চয় নাঞি ;
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে একঠাঞি।
আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক ;
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক।
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না যুয়ায় ;
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান, জিন্দাপীর প্রায়'।
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল ;
দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল।
ম্লেচ্ছ বলে 'আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র ;
আজি তোমা ছাড়াইব করি কোন সূত্র'।
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল ;
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল।
'তোমার জ্যেঠা নির্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায় ;
আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়।
যাহ তুমি তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে ;
যে মতে ভাল হয় করুন্ ভার দিল তাঁরে'।
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল ;
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল।
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল ;
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল।
রাত্রে উঠি একেলা চলিলা পলাইয়া ;
দূরে হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া।

এই মত বারে বারে পলায়, ধরি আনে ;
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা সনে।
'পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া' ;
তাঁর পিতা বলে তাঁরে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া।
ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম ;
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন।
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবে কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।
চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে ;
চৈতন্য প্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে' ?।
তবে রঘুনাথ কিছু বিচার করি মনে ;
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি পাশ চলিলা আর দিনে।
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন ;
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন।
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে।
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত ;
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত।
দণ্ডবৎ হয়ে পড়িলা কত দূরে ;
সেবক কহে 'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে'।
শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন ;
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন'।
প্রভু বোলায় তিঁহ নিকটে না করে গমন ;
আকর্ষিয়া প্রভু তাঁর মাথে ধরিল চরণ।
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় ;
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়।
'নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে ;
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে।
দধি চিড়া ভক্ষণ করাও মোর গণে'।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে।

সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে ;
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে।
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা ;
আনি আনি প্রভুর আগে সকল ধরিলা।
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন ;
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন।
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল ;
শত দুই চারি হোলনা মাগাইল।
বড় বড় মৃৎ কুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে ;
এক বিপ্র প্রভু লাগি ভিজাইল তাতে।
এক ঠাঁঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া ;
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া।
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল ;
চাঁপা কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল।
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা ;
সাত কুণ্ডি বিপ্র তাঁর অগ্রেতে ধরিলা।
চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ ;
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী বন্ধন।
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর ;
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর।
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস ;
মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ণদাস।
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন ;
উপরে বসিলা সব ; কে করে গণন ?'
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা ;
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা।
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল ;
একে দুগ্ধ চিড়া, আরে দধি চিড়া কৈল।
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া ;
দুই হোলনার চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া।

তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন ;
জলে নামি চিড়া দধি করয়ে ভক্ষণ।
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে ;
বিশ জন তিন ঠাঁঞি পরিবেশন করে।
হেন কালে আইলা তাঁহা রাঘব পণ্ডিত ;
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত।
নিসকড়ি নানা মত প্রসাদ আনিল ;
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্ত গণে বাঁটি দিল।
প্রভুরে কহে 'তোমা লাগি ভোগ লাগাইল ;
তুমি ইহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল'।
প্রভু কহে 'এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন ;
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ।
গোপ জাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে ;
আমি সুখ পাই এ পুলিন ভোজন রঙ্গে'।
রাঘবে বসায়ে দুই কুণ্ডী দেয়াইল ;
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল।
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল ;
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল।
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা ;
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা।
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস ;
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস।
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা ;
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া।
এই মত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে ;
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে।
কি করিয়া বেড়ায় ইহো কেহ নাহি জানে ;
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে।
তবে আসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে ;
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিল ডাহিনে।

আসন দিয়া মহাপ্রভু তাঁহা বসাইলা ;
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা।
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা ;
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা।
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন ;
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন।
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন ;
পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃপালু উদার ;
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার।
নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা জানিবে কোন্ জন?
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন ভোজন।
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
গঙ্গাতীরে যমুনা পুলিন জ্ঞান কৈলা।
মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে ;
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে।
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয় ;
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়।
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন ;
সেও চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ।
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল ;
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল।
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল ;
গ্রাস গ্রাস করি প্রভু সব ভক্তে দিল।
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু আগে দিল ; (১)
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল।

---

১ অন্য পাঠ এই :—

"পুষ্প মালা বিপ্র আনি প্রভু গলে দিল ;
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল

আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা ;
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া।
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার ;
চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাত নাম যার।
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি, দিন শেষ হৈল ;
রাঘব মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল।
ভক্তগণে নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায় ;
শেষে নৃত্য করে, প্রেমে জগৎ ভাসায়।
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন ;
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্য জন।
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারই নর্ত্তন ;
উপমা দিবারে নাহি এতিন ভুবন।
নৃত্যের মাধুরী কে বা পারে বর্ণিবারে ?
মহাপ্রভু আইসে যাঁর নৃত্য দেখিবারে।
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা ;
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা।
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা ;
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া।
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা ;
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা।
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিল ;
সকল বৈষ্ণবে শেষে পরিবেশন কৈল।
নানা প্রকার পায়স পিঠা, দিব্য শাল্যন্ন ;
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন।
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার ;
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার।

সেবক তাম্বূল লয়ে করে সমর্পণ ;
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ।
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিল ;
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল।"

পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায় ;
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক বাড়য়।
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন ;
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন।
দুই ভাইকে আনি আনি রাঘব পরিবেশে ;
আনি যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে।
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি ;
রাঘবের গৃহে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণী।
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহ পাইয়াছেন বরে ;
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে।
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার ;
দুই ভাই খাঞা পাইল সন্তোষ অপার।
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন ;
পণ্ডিত কহে ইঁহ পাছে করিবেন ভোজন।
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন ;
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন।
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন ;
রাঘব আনি পরাইল মাল্য চন্দন।
বিঁড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন ;
ভক্তগণে দিল বিঁড়া মাল্য চন্দন।
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে ;
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তাঁরে।
কহিল 'চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন ;
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন'।
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে প্রভুর সদা অবস্থান ;
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান।
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস ;
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ।
প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া ;
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা।

রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন ;
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কিছু কৈল নিবেদন।
'অধম পামর মুই হীন জীবাধম ;
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্য চরণ।
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায় ;
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়।
যত বার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া ;
পিতামাতা দুই জনে রাখেন বান্ধিয়া।
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায় ;
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়।
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয় ;
মোরে চৈতন্য দাও গোঁসাই হইয়া সদয়।
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ ;
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ'।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে ;
'ইহার বিষয় সুখ ইন্দ্র সুখসমে।
চৈতন্য কৃপাতে সেও নাহি ভায় মনে ;
সবে আশীর্ব্বাদ কর, পাঙ চৈতন্য চরণে।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায় ;
ব্রহ্ম লোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।

'যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ'। ৯১।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৪০ শ্লোঃ ৫৮২ পৃঃ দেখ। ৯১।

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা ;
তাঁর মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা :—
'তুমি করাইলে এই পুলিনভোজন ;
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈল আগমন।

'কৃপা করি কৈল চিড়া দুগ্ধ ভোজন ;
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ।
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে ;
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে।
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে ;
অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবেন চরণে।
নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন ;
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ'।
সবভক্তগণে তাঁরে আশীর্বাদ করাইল ;
তাঁসবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল।
প্রভু আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল ;
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল।
যুক্তি করি শতমুদ্রা সোনা তোলা সাতে ;
নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে।
তারে নিষেধিল 'প্রভুকে এবে না কহিবে ;
নিজ ঘরে যাবে যবে তবে নিবেদিবে'।
তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ;
ঠাকুর দর্শন করাঞা মালা চন্দন দিলা।
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবার তরে ;
তবে রঘুনাথ দাস কহে পণ্ডিতেরে।
'প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন ;
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ।
বিশ, পঞ্চাশ, দশ, বার, পঞ্চদশ, দুয় ;
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয়'।
সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা ;
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা।
একশত মুদ্রা আর সোনা তোলা দুয় ;
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয়।
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা ;
নিত্যানন্দকৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা।

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন ;
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন।
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ ;
পলাইতে করেন নানা উপায় চিন্তন।
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ ;
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন।
তাঁসবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে ;
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ, তবহি ধরা পড়ে।
এইমত চিন্তিতে দৈবে এক দিনে ;
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে।
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ ;
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ।
বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত ;
রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয় পুরোহিত।
অদ্বৈত আচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ ;
আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন।
অঙ্গনে আসিয়া তিঁহ যবে দাঁড়াইলা ;
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা।
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরে সেবা করে ;
সেবা ছাড়িয়াছে ; তারে সাধিবার তরে
রঘুনাথে কহে 'তার করহ সাধন ;
সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাহ্মণ'॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা ;
রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা।
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে ;
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে।
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে ;
'আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাব তব স্থানে।
তুমি ঘর যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়' ;
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়।

'সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে ;
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রসঙ্গে।'
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন ;
উলটিয়া চাহে পাছে নাহি কোন জন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া ;
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া।
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে বনে ;
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে।
পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা এক দিনে ;
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে।
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা ;
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা।
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া ;
তাঁর গুরুপাশ বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া।
তিঁহো কহে 'আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর'।
পলাইল রঘুনাথ হৈল কোলাহল।
তাঁর পিতা কহে 'গৌড়ের সব ভক্তগণ
প্রভু স্থানে নীলাচলে করিল গমন।
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া ;
দশজন যাহ তারে আনহ ধরিয়া'।
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া ;
'আমার পুত্রেরে তুমি পাঠাবে বাহুড়িয়া'।
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন ;
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ।
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিলা ;
শিবানন্দ কহে 'তিঁহো এথা না আইলা'।
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘর ;
তাঁর মাতা পিতা হৈল চিন্তিত অন্তর।
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া ;
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণ মুখ হঞা।

ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান ;
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ।
ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন ;
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্য চরণ প্রাপ্তি মন।
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধ পান ;
যবে যেই মিলে তাতে রাখে নিজ প্রাণ।
বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম ;
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন।
স্বরূপাদি সহ গোঁসাঞি আছেন বসিয়া ;
হেন কালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া।
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত ;
মুকুন্দ দত্ত কহে 'এই আইল রঘুনাথ'।
প্রভু কহে 'আইস', তিঁহো ধরিল চরণ ;
উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিলা ;
প্রভু কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভু কহে 'কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে ;
তোমাকে কাড়িল বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে'।
রঘুনাথ কহে 'আমি কৃষ্ণ নাহি জানি ;
তব কৃপা কাড়িল আমায়, এই আমি মানি'।
প্রভু কহেন 'তোমার পিতা জ্যেঠা দুই জনে ;
চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে হাম আজা করি মানে।
চক্রবর্ত্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃ রূপ দাস ;
অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস।
তোমার বাপ জ্যেঠা বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া ;
সুখ করি মানে বিষয়, বিষয় মহাপীড়া।
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায় ;
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়।
তথাপি বিষয় স্বভাব করে মহা অন্ধ ;
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব বন্ধ।

'হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা ;
কহনে না যায় কৃষ্ণ কৃপার মহিমা'।
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া ;
স্বরূপেরে কহে কৃপা আর্দ্র চিত্ত হঞা।
'এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে ;
পুত্র ভৃত্যরূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে।
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে ;
স্বরূপের রঘু, আজি হৈতে ইহার নামে'।
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল ;
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল।
স্বরূপ কহে 'মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল' ;
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল।
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি ;
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি।
'পথে ইহ করিয়াছেন বহুত লঙ্ঘন ;
কত দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ'।
রঘুনাথে কহে 'যাঞা কর সিন্ধু স্নান ;
জগন্নাথ দেখি আসি করিহ ভোজন'।
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা ;
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা।
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ ;
বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য প্রশংসন।
রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা ;
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ পাশ আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল ;
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল।
এই মত রহে তিঁহ স্বরূপ চরণে ;
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চদিনে।
আর দিন হৈতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া ;
সিংহ দ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া।

জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীরগণ;
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন।
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া;
পসারির ঠাঁঞি অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া।
এই মত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার;
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার;
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নাম সঙ্কীর্ত্তন;
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন।
কেহ ছত্রে যাঞা খায় যেবা কিছু পায়:
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রয়।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান;
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্।
প্রভুকে গোবিন্দ কহে 'রঘুনাথ প্রসাদ না লয়;
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায়'।
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা;
'ভাল কৈল বৈরাগ্য ধর্ম্ম আচরিলা।
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন;
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ।
বৈরাগী হইয়া যে বা করে পরাপেক্ষা;
কার্য্য সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস;
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ।
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন;
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ।
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়;
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়'।
আর দিনে রঘুনাথ স্বরূপ চরণে;
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে।
'কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ;
কি মোর কর্ত্তব্য? প্রভু কর উপদেশ'।

প্রভু আগে কথা মাত্র না কহে রঘুনাথ;
স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা কহে নিজ বাত।
প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে;
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে।
'কি মোর কর্ত্তব্য? মুঞি না জানি উদ্দেশ;
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ'।
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল;
'তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে;
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে।
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়;
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়।
গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম বার্ত্তা না কহিবে;
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে;
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ;
স্বরূপের ঠাঁঞি ইহার পাবে সবিশেষ।'

তথাহি পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্কধৃতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণোক্তং পদ্যং।

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' ॥৯২॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৭৮ শ্লোঃ ৩৬৮ পৃঃ দেখ। ৯২।

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ;
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা আলিঙ্গন।
পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে;
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে।
হেন কালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ;
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলন।

সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন ;
সবা লঞা কৈল প্রভু বন্য ভোজন।
রথ যাত্রায় সবা লঞা করিল নর্ত্তন ;
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন।
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা ;
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ ;
'তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাইল দশ জন'।
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল আমারে ;
ঝাকরা হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে'।
চারি মাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা ;
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা।
সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা ;
'মহাপ্রভু স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা ?
গোবর্দ্ধনের পুত্র তিঁহো নাম রঘুনাথ ;
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাত' ?
শিবানন্দ কহে 'তিঁহো হয় প্রভু স্থানে ;
পরম বিখ্যাত তিঁহো, কেবা নাহি জানে ?
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ ;
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহো হয় প্রাণ সম।
রাত্রি দিন করে তিঁহো নাম সংকীর্ত্তন ;
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ।
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য পরিধান ;
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ।
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া ;
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া।
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ ;
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ'।
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন স্থানে ;
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ বিবরণে।

শুনি, তাঁর পিতা মাতা দুঃখিত হইলা ;
পুত্র ঠাঁই দ্রব্য, মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা।
চারি শত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ ;
শিবানন্দের ঠাঁই পাঠাইল ততক্ষণ।
শিবানন্দ কহে 'তুমি সব যাইতে নারিবা ;
আমি যাই যবে আমার সঙ্গে যাইবা।
এবে ঘর যাও, যবে আমি সব চলিব ;
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লঞা যাব'।
এইত প্রস্তাবে শ্রীকবি কর্ণপুর ;
রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দশমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে রঘুনাথদাসান্বেষণং প্রতি শিবানন্দবাক্যং।

'আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ সতত স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগৈ্যকনিধি র্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং'॥৯৩॥

'শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ' বাসুদেবদত্তস্য শিষ্যঃ 'সুমধুরঃ' মধুরচরিত্রঃ 'যদুনন্দনঃ' 'আচার্য্যঃ' অধিকারী আসীদিতিশেষঃ। 'তচ্ছিষ্যঃ' 'রঘুনাথদাস ইতি' রঘুনাথদাসনামা স্যাৎ ; কীদৃশঃ সঃ? 'অধিগুণঃ' অধিকাঃ গুণাঃ যস্মিন্ সঃ ; পুনঃ 'মাদৃশাং' জনানাং 'প্রাণাধিকঃ' প্রিয়তমঃ ; পুনঃ 'শ্রীচৈতন্য কৃপাতিরেকঃ' চৈতন্যস্য কৃপায়া অতিরেকো যস্মিন্ সঃ; পুনঃ 'সততস্নিগ্ধঃ' অতিশীতল স্বভাবঃ ; 'স্বরূপপ্রিয়ঃ' পুনঃ 'বৈরাগৈ্যকনিধিঃ' বৈরাগ্যং এক এব নিধি র্ধনং যস্য সঃ। 'নীলাচলে' 'তিষ্ঠতাং' জনানাং মধ্যে 'কস্য' জনস্য 'ন' 'বিদিতঃ' জ্ঞাতঃ ; সর্ব্বে হি তং জানন্তীত্যর্থঃ। ৯৩।

শ্রীবাসুদেবদত্তের প্রিয়শিষ্য মধুরচরিত্র যদুনন্দন আচার্য্য ; রঘুনাথ দাস ঐ যদুনন্দনের শিষ্য ; রঘুনাথ বহু গুণের আধার, আমাদের প্রিয়তম ; শ্রীচৈতন্যের অতিশয়

কৃপা পাত্র; স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় ও অতি স্নিগ্ধস্বভাব; একমাত্র বৈরাগ্য নিধিই তাঁহার অবলম্বন; নীলাচল বাসী দিগের মধ্যে তাঁহাকে কে না জানে? ॥৯৩॥

তথাহি তত্রৈব দশমাঙ্কে চতুর্থশ্লোকে রঘুনাথান্বেষণং প্রতি শিবানন্দবাক্যং।

'যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং
তৎপ্রেম সৌখ্যং ফলমুজ্জিজৃম্ভে' ॥৯৪॥

'সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা' সর্ব্বলোকানাং একস্য মনসঃ অভিরুচ্যা অভিলাষেণ করণয়া 'যঃ' রঘুনাথঃ 'কাচিৎ' 'অকৃষ্টপচ্যা' ন কৃষ্টা অকৃষ্টা তস্যাং পচ্যতে ইতি 'সৌভাগ্যভূঃ' সৌভাগ্যস্য ভূমিরুৎপত্তিস্থানরূপা স্যাৎ; যস্যাং' ভূমৌ 'সমারোপণতুল্যকালং' অভিরুচিরূপবীজরোপণসমকালং 'তৎপ্রেমসৌখ্যং' তৎপ্রেমৈব সৌখ্যং 'ফলং' 'উজ্জিজৃম্ভে' বিকসতি ফলতীত্যর্থঃ। ৯৪।

সকললোক একমনে রঘুনাথকে প্রীতি করায় তিনি যেন অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্য ভূমির ন্যায় হইলেন; ঐ ভূমিতে অভিরুচিবীজ রোপণ মাত্রই উহা ফলবতী হইয়া প্রেমসুখ রূপ ফল প্রসব করিত। ৯৪।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল;
কর্ণপূর সেই রূপে শ্লোক বর্ণিল।
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে;
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে।
সেই বিপ্র ভৃত্য চারি শত মুদ্রা লঞা
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া।
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিল;
দ্রব্য লঞা দুই জন তাঁহাই রহিল।

তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন ;
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ ;
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঁই করে এতেক গ্রহণ।
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল ;
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
মাস দুই যবে রঘু না করে নিমন্ত্রণ ;
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন।
'রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল' ?
স্বরূপ কহে 'মনে কিছু বিচার করিল।
"বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ ;
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন।
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল ;
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল।
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ ;
না মানিলে দুঃখী হৈবে এই মূর্খ জন।"
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিলা'।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিলাঃ—
'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ;
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ ;
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন।
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল ;
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাঁড়িল'।
কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল ;
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল।
গোবিন্দ পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে ;
'রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড় না হয় সিংহদ্বারে' ?
স্বরূপ কহে 'সিংহদ্বারে দুঃখ অন্ন চাঞা ;
ছত্রে মাগি খায় মধ্যাহ্ন কালে গিয়া'।

প্রভু কহে 'ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার;
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য।

'অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি
অনেন দত্তং অয়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি
ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি' ॥৯৫॥

বৈরাগ্যাশ্রিতঃ জনঃ নির্ব্বাক্ নিশ্চিন্তশ্চ ভিক্ষাং গ্রহিষ্যতি। 'অয়ং' জনঃ 'আগচ্ছতি' অনেন জনেন বিগতদিনে মহ্যং দত্তং অতএব 'অয়ং' মাং অন্নং দাস্যতি; 'অয়ং' জনঃ 'অপরঃ' স মাং ন দাস্যতি; 'অয়ং' 'সমেতি' আয়াতি স মাং 'দাস্যতি'; অথবা 'অনেনাপি' জনেন 'ন' 'দত্তং' স মাং ন দাস্যতি; 'অন্যঃ' জনঃ 'সমেষ্যতি' 'সঃ' 'দাস্যতি' ইতি সংকল্পং বিকল্পং ন কুর্য্যাৎ।৯৫।

'এই ব্যক্তি আসিতেছেন, ইনি আমাকে পূর্ব্ব দিনে অন্ন দিয়াছেন; অতএব আজও দিবেন। এ অপর ব্যক্তি, ইনি দিবেন না; এই যে আসিতেছেন, ইনিই দিবেন; না! ইনি কখন দেন নাই, ইনি দিবেন না; অন্য আর কেহ আসিবেন, তিনিই দিবেন'; ভিক্ষা স্থলে যাইয়া ভিক্ষার্থী এইরূপ সংকল্প বিকল্প করিবেন না। ৯৫।

'ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদর ভরণ;
অন্য কথা নাহি সুখে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন'।
এত বলি তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিল;
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল।
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা;
তিঁহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা।
পাশে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনের শিলা; (১)
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা।

---

১ পাশে গাঁথা—সকল গ্রন্থেই 'পার্শ্বে' পাঠ আছে; ইহা শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না; বোধ হয় লিপি করের প্রমাদ বশতঃ 'পাশ' স্থানে পার্শ্ব হইয়াছে।

দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা ;
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা।
গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে ;
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু ধরে শিরে।
নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর ;
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণকলেবর।
এই মত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল ;
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল।
প্রভু কহে 'এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ ;
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ।
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন ;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন।
এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী ;
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি।
দুই দিগে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী ;
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'।
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা ;
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা।
এক বিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়া একখানি ;
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পাণী।
এই মত রঘুনাথ করেন পূজন ;
পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা ;
এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা।
জল তুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয় ;
যোড়শোপচারে পূজায় তত সুখ নয়।
এইমত দিন কতক করেন পূজন ;
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তাঁরে কহিল বচনঃ—
'অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ ;
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম'।

তবে অষ্ট কৌড়ির খাজা করে সমর্পণে ;
স্বরূপ আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধানে।
রঘুনাথ সেইশিলা মালা যবে পাইল ;
গোঁসাঞির অভিপ্রায়ে এই ভাবনা করিল :—
'শিলা দিয়া মোরে গোঁসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধনে ;
গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকাচরণে ;
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ ;
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ।
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ?
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে ;
আহার নিদ্রা চারি দণ্ড, সেও নহে কোন দিনে।
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন ;
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন ;
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন।
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ ;
তাহা খাঞা আপনাকে করে নির্ব্বেদন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে এক-ত্রিংশশ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং।

'আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ' ॥৯৬॥

'চেৎ' যদি জনঃ 'জ্ঞানধুতাশয়ঃ' জ্ঞানেন ধুতা নিরস্তা আশয়া বাসনা যস্য তাদৃশঃ সন্ 'পরং' 'আত্মানং' ব্রহ্ম 'বিজানীয়াৎ' তদা সঃ 'কিং' বস্তু 'ইচ্ছন্' 'কস্য বা হেতোঃ' 'লম্পটঃ' লোলুপঃ সন্ 'দেহং' শরীরং 'পুষ্ণাতি' কস্য লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ৯৬।

জ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত বাসনা নিরস্ত হইয়াছে ও যিনি পরব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন ; তিনি কি অভিলাষে ও

কিসেরই বা জন্য লোভপরবশ হইয়া দেহপোষণ করিবেন'?। ৯৬।

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায় ;
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়।
সিংহদ্বারে গাবী আগে সেই ভাত ডারে ;
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে।
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি ;
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পাণি।
ভিতরেতে দড়ভাত মাজি যেই পায় ;
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়।
এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল ;
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল।
স্বরূপ কহে 'ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি ;
আমা সবায় নাহি দাও, কি তোমার প্রকৃতি?'
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা ;
আর দিনে আসি প্রভু কহিতে লাগিলা।
'কাঁহা বস্তু খাও সবে আমায় না দেও কেন?'
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ।
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা ;
'তব যোগ্য নহে' বলি বলে কাড়ি নিলা।
প্রভু বলে 'নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ;
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই'।
এই মত মহাপ্রভু নানা লীলা করে ;
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে।
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথ দাস ;
চৈতন্য স্তব কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে একাদশশ্লোকেঃ।

'মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ

উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯৭ ॥

'যঃ' গৌরাঙ্গঃ 'মহাসম্পদ্দারাৎ' ধনৈশ্বর্য্যস্ত্রীসকাশাৎ 'পতিতং' মাং 'কৃপয়া' 'উদ্ধৃত্য' 'কুজনমপি' 'মাং' 'স্বীয়ে' নিজজনে 'স্বরূপে' 'নস্ত' সমর্প্য 'মুদিতঃ' হর্ষিতঃ সন্ 'প্রিয়মপি' 'উরোগুঞ্জাহারং' উরসঃ বক্ষসঃ গুঞ্জাহারং 'গোবর্দ্ধনশিলাং' 'চ' 'মে' মহ্যং 'দদৌ'; স 'গৌরাঙ্গঃ' মম 'হৃদয়ে' 'উদয়ন্' প্রকটয়ন্ সন্ 'মদয়তি' হর্ষয়তি মামিতিশেষঃ। ৯৭।

আমি কুজন হইলেও যিনি কৃপা করিয়া কামিনীকাঞ্চন হইতে উদ্ধার করতঃ স্বীয় আত্মীয় স্বরূপের নিকট আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন; যিনি হৃষ্ট হইয়া স্বীয় বক্ষের প্রিয় গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন শিলা আমাকে দিয়াছিলেন; সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া এখনও আমাকে আনন্দে উন্মত্ত করিতেছেন। ৯৭।

এইত কহিল রঘুনাথের মিলন;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নামষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥৯৮॥

'চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ' চৈতন্যচরণপদ্মস্য মধূনি লিহন্তি আস্বাদয়ন্তি যে তান্ 'সতঃ' সাধূন্ অহং 'ভজে' বন্দে। 'যেষাং' সতাং 'প্রসাদেন' 'পামরোঽপি' অতিপাষণ্ডজনোঽপি 'অমরঃ' দেবতুল্যঃ 'ভবেৎ'। ৯৮।

চৈতন্যচরণপদ্মের রসাস্বাদী সাধুদিগের ভজনা করি; তাঁহাদের প্রসাদে অধমব্যক্তিও দেবতুল্য হইতে পারে।৯৮।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা;
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা।
এই মত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা;
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিলা আসিয়া। (১)
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ;
প্রভু ভাগবত বুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন।
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা;
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা:—
'বহু দিন মনোরথ তোমা দেখিবারে;
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল, দেখিল তোমারে।
তোমার দর্শন যেই পায় সেই ভাগ্যবান্;
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্।
তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র;
দর্শনে পবিত্র হয় ইথে কি বিচিত্র ?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং।

'যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ' ॥ ৯৯ ॥

'যেষাং' সাধূনাং 'সংস্মরণাৎ' স্মরণপ্রভাবাৎ 'পুংসাং' জনানাং 'গৃহাঃ' অপি কিং পুনঃ কলত্রপুত্রদেহাঃ 'বৈ' নিশ্চিতং 'শুধ্যন্তি'; 'তেষাং' 'দর্শন-স্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ' করণৈঃ শুধ্যন্তি তত্র 'কিং' 'পুনঃ' বক্তব্য-মিতিশেষঃ। ৯৯।

যাঁহাদিগের স্মরণপ্রভাবেই লোকদিগের গৃহ সদ্য পবিত্র হয়; তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং

১ বল্লভভট্ট—ইঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত মধ্যঃ ১৯ পরিচ্ছেদ ৪২৮—৪৩৩ পৃঃ দেখ।

উপবেশনাদি দ্বারা যে শুদ্ধ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৯৯।

'কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন;
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ;
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন।
জগতে করিলে তুমি কৃষ্ণ প্রেম প্রকাশে;
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে।
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে;
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে'।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দ্বিতীয়াঙ্কধৃতবিল্বমঙ্গলশ্লোকঃ॥

'সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা নতেষ্বপি প্রেমদো ভবতি' ॥ ১০০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৬১ শ্লোঃ ৭৪—৭৫ পৃঃ দেখ। ১০০।

মহাপ্রভু কহে 'শুন ভট্ট মহামতি!
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি।
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর;
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নহে যাঁর সম;
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম।
যাঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি;
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি?
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর;
ভাবোন্মাদে মত্ত, কৃষ্ণ প্রেমের সাগর।
ষড় দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম;
ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম।
তিঁহ দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ পার;
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণ ভক্তি যোগ সার।

'রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান ;
তিঁহ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি ;
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর ;
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাঁহার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত কেবলাভাব আর ;
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ' ॥ ১০১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১০৭ শ্লোঃ ১৮১ পৃঃ দেখ। ১০১।

'আত্মভূত' শব্দে কহে পারিষদ্‌গণ ;
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।

তথাহি তত্রৈব সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং।

'নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্ব র্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ
রাসোৎসবে হস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং' ॥ ১০২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৭৬ শ্লোঃ ১৫৯ পৃঃ দেখ। ১০২।

'শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ ;
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন।
'মোর সখা, মোর পুত্র', এই শুদ্ধ মন ;
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশ-শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং।

'নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ' ॥ ১০৩ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৭৪ শ্লোকে ১৫৮ পৃঃ দেখ। ১০৩।

'ঐশ্বর্য্য দেখিলেও শুদ্ধের ঐশ্বর্য্য না হয় জ্ঞান;
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে কেবলাভাব প্রধান।

তথা তত্রৈব অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।

'ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজং' ॥ ১০৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৪৭ শ্লোঃ ৪৪৯ পৃঃ দেখ। ১০৪।

'এ সব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ;
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাবঅন্ত।
দামোদর স্বরূপ প্রেমেরস মূর্ত্তিমান;
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর রসজ্ঞান।
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন;
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য এই তার চিন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষোড়শ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

'পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা
নতি বিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদ স্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি' ॥ ১০৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৫১ শ্লোঃ ৪৫১ পৃঃ দেখ। ১০৫।

'সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি ;
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী।

তথাহি তত্রৈব দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে একবিংশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা' ॥ ১০৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১০৫ শ্লোঃ ১৩৯ পৃঃ দেখ। ১০৬।

'ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবলা পরম প্রধান ;
পৃথিবীতে ভক্ত নাই উদ্ধব সমান।
তিঁহ যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন ;
স্বরূপের সঙ্গে পাইনু এসব শিক্ষণ।
হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান ;
দিন প্রতি লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম।
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঁঞি শিখিল ;
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিল।
আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, পণ্ডিত গদাধর ;
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ;
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি ;
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ;
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার ;
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার'।
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি ;
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী।
'আমি সে বৈষ্ণব ভক্তি সিদ্ধান্ত সব জানি ;
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি'।

ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব ;
প্রভুর বচন শুনি হইল সে খর্ব্ব।
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার ;
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁসবারে দেখিবার।
ভট্ট কহে 'এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে ?
কোন্ প্রকারে পাইব ইঁহা সবার দর্শনে ?'
প্রভু কহে 'কেহ ইহা, কেহ গঙ্গাতীরে ;
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে।
ইঁহাই রহেন সবে বাসা নানা স্থানে ;
ইঁহাই পাইবে তুমি সবার দর্শনে'।
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন ;
বহু যত্ন করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
আর দিনে সব বৈষ্ণব প্রভু স্থানে আইলা ;
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা।
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার ;
তাঁ সবার আগে ভট্ট খদ্যোত আকার।
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইলা ;
গণ সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলা।
পরমানন্দ পুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ ;
একদিকে বৈসে সবে করিতে ভোজন।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ রায় পার্শ্বে দুই জন ;
মধ্যে প্রভু বসিলা আগে পাছে ভক্তগণ।
গৌড়ের ভক্ত যত গণিতে না পারি ;
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি।
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার ;
প্রত্যেকে সবার পদে কৈল নমস্কার।
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর,
পরিবেশন করে আর রাঘব, দামোদর।
মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহু আনাইল ;
প্রভু সহ সন্ন্যাসীগণে আপনি পরিবেশিল।

প্রসাদ পায়, বৈষ্ণবগণ বলে হরি হরি ;
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি।
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল ;
সবার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল।
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল ;
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক করিল।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর ;
শ্রীবাস, রাঘব পণ্ডিত, গদাধর ,
সাত জন সাত ঠাঁঞি করেন কীর্ত্তন ;
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ।
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন ;
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন।
দেখি বল্লভ ভট্টের হৈল চমৎকার ;
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভাল।
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিলা ;
পূর্ব্ববৎ আপনি নৃত্য করিতে লাগিলা।
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয় ;
'এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' ভট্টের হইল নিশ্চয়।
এই মত রথ যাত্রা সকল দেখিল ;
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হইল।
যাত্রান্তরে ভট্ট আইলা মহাপ্রভু স্থানে ;
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনেঃ—
'ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন ;
আপনি মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ'।
প্রভু কহে 'ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি ;
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী।
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে ;
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে'।
ভট্ট কহে 'কৃষ্ণ নামের অর্থ, ব্যাখ্যানে
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে'।

প্রভু কহে 'কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি ;
শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন, মাত্র জানি' ।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অনর্থোপশম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ ।

'তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে ।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ' ॥ ১০৭ ॥

'তমাল শ্যামল ত্বিষি' তমালবৎ শ্যামলা শ্যামবর্ণা ত্বিট্ কান্তির্যস্য তস্মিন্ 'শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে' যশোদায়াঃ স্তনপায়িনি বালকে 'কৃষ্ণনাম্নঃ' কৃষ্ণ ইতি শব্দস্য 'রূঢ়িঃ' বৃত্তিঃ স্যাৎ কৃষ্ণশব্দেন যশোদাস্তনন্ধয় উচ্যত ইত্যর্থঃ 'ইতি' 'সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ' সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাদীনাং মীমাংসা স্যাৎ ।১০৭।

কৃষ্ণ শব্দের রূঢ়ি অর্থে তমালশ্যামল যশোদা নন্দন বুঝায়; ইহাই সকল শাস্ত্রের মীমাংসা ॥ ১০৭ ॥

'এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার ;
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার' ।
ফল্গু বল্গুর প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা ;
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানি করিল উপেক্ষা ।
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর ;
প্রভুবিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর ।
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত গোসাঞির ঠাঁঞি ;
নানামত প্রীতি করে তাঁর ঠাঁই যাই ।
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন ;
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ।
লজ্জিত হইল ভট্ট, হৈল অপমান ;
দুঃখিত হইয়া গেল পণ্ডিতের স্থান ।
দৈন্য করি কহে 'নিল তোমার শরণ ;
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন ।
কৃষ্ণ নাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ ;
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন' ।

সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত করয়ে সংশয় ;
'কি করিব ? ইহা করিতে না পারি নিশ্চয়'।
যদ্যপি পণ্ডিত না কৈল অঙ্গীকার ;
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার।
অভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন ;
'এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ লইনু শরণ।
অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন ;
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ'।
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ ;
তথাপি প্রভুর গণ করে তাঁরে রোষ।
প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট আইসে প্রভু স্থানে ;
উদ্গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে।
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন ;
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন।
আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায় ;
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়।
এক দিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে ;
'জীব প্রকৃতি, পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে।
পতিব্রতা পতির নাম নাহি লয় ;
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও, কোন ধর্ম্ম হয়' ?
আচার্য্য কহে 'আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান ;
ইহারে পুছ, ইহ কহিবেন ইহার প্রমাণ'।
প্রভু কহেন 'তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম্ম ;
স্বামী আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতাধর্ম্ম।
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে ;
পতি আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে।
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায় ;
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়'।
শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈল নির্ব্বাচন ;
ঘরে যাই দুঃখ মনে করেন চিন্তন:—

"নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষপাত;
এক দিন উপরে যদি পড়ে মোর বাত।
তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়;
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়'?
আর দিনে আসি বসিলা প্রভু নমস্কারি;
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি।
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন;
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন।
সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে জানি;
এক বাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি'।
প্রভু হাঁসি কহে 'স্বামী না মানে যেই জন;
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন'।
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা;
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা।
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার;
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার।
নানা অপমানে ভট্টে শোধে ভগবান;
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান।
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে;
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘারে নয়নে।
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা;
'পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা।
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ;
এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন?
আমি জিতি এই গর্ব্ব শূন্য হউক চিত;
ঈশ্বর স্বভাব করে সবাকার হিত।
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান;
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান।
আমার হিত করেন ইহোঁ, আমি মানি দুঃখ;
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ'।

এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে
দৈন্য করি স্তুতি করে সরস বচনে।
'আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল ;
তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল।
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা ;
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা।
আমি অজ্ঞ হিত স্থানে মানি অপমান ;
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিলা অজ্ঞান।
তোমার কৃপা অঞ্জনে এবে গর্ব্ব অন্ধ্য গেল
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল।
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ ;
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ'।
প্রভু কহে 'তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত ;
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব পর্ব্বত।
শ্রীধর স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর ;
শ্রীধরস্বামী নাহি মান, এত গর্ব্ব ধর ?
শ্রীধরস্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি ;
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী, গুরু করি মানি।
শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে ;
অর্থ ব্যস্ত লিখন সেই লোক না মানিবে।
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন ;
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ।
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান ;
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান।
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ'।
ভট্ট কহে 'যদি মোরে হইলা প্রসন্ন ;
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ'।
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে;
মানিলেন নিমন্ত্রণ তাঁরে সুখ দিতে।

জগতের হিত হউক এই প্রভুর মন ;
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয় শোধন।
স্বগণ সহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ;
মহাপ্রভু তাঁরে তবে প্রসন্ন হইলা।
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব ;
সত্যভামা প্রায় প্রেমের বাম্য স্বভাব।
বার বার প্রণয়কলহ করে প্রভুসনে ;
অন্যোন্যে খটমটি চলে দুইজনে।
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব ;
রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণ স্বভাব।
তাঁর প্রণয় রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয় ;
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয়।
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাষ ;
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস।
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল ;
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল।
বল্লভ ভট্টের হয় বাৎসল্য উপাসন ;
বালগোপাল মন্ত্রে তিঁহো করেন সেবন।
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল ;
কিশোর গোপাল উপাসনায় মন হৈল।
পণ্ডিতের ঠাঁঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে ;
পণ্ডিত কহে 'এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে।
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র ;
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র।
তুমি যে আমার ঠাঁঞি কর আগমন ;
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন'।
এইমত ভট্টের কত দিন গেল ;
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হৈল।
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা ;
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা।

পথে পণ্ডিতে স্বরূপ কহেন বচন ;
'পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় কৈল উপেক্ষণ।
তুমি কেন আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন ;
ভীত প্রায় হঞা কেন করিলে সহন ?'
পণ্ডিত কহেন 'প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি ;
তাঁর সনে হঠ করি ভাল নাহি মানি।
যেই কহেন সেই সহি নিজ শিরে ধরি ;
আপনি করিবেন কৃপা দোষাদি বিচারি'।
এত বলি পণ্ডিত প্রভু স্থানে আইলা ;
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন ;
সবা শুনাইয়া কহেন মধুর বচন:—
'আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা ;
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা।
আমার ভঙ্গিতে তোমার মন না চলিলা ;
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা'।
পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহন না যায় ;
গদাধরপ্রাণনাথ নাম হৈল যায়।
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায় ;
গদাইগৌরাঙ্গ বলি যাঁরে লোকে গায়।
চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে ?
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে।
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ ;
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন।
অভিমানপঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল ;
সেই দ্বারা আর সব লোকে শিখাইল।
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায় ;
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সেই নাশ যায়।
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি ?
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি।

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ;
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লয়ে ভক্তগণ।
তাঁহাই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা ;
পণ্ডিত ঠাঁঞি পূর্ব্ব সব প্রার্থিত সিদ্ধি কৈলা।
এইত কহিল বল্লভভট্টের মিলন ;
যাহার শ্রবণে পাই গৌর প্রেমধন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ। ৭।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ॥ ১০৮॥

'যঃ' 'রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ' 'লৌকিকাহারতঃ' লোকানাং মনুষ্যাণাং আহারাৎ নিয়মিতভোজনাদিত্যর্থঃ 'স্বং' স্বকীয়ং 'ভিক্ষান্নং' ভোজনান্নং 'সমকোচয়ৎ' অল্পমাত্রমকরোৎ; 'তং' 'কৃষ্ণচৈতন্যং' অহং 'বন্দে'। ১০৮।

রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে যিনি স্বীয় নিয়মিত ভোজনান্নের মাত্রা সঙ্কোচ করিয়াছিলেন ; আমি সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেবের বন্দনা করি॥ ১০৮॥

জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু পারাবার!
ব্রহ্মাশিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার।
জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ!
জগত বাঁধিল যিঁহ দিয়া প্রেম ফন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর অবতার!
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার।

জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ!
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু যাঁর প্রাণধন।
এইমত গৌরচন্দ্র নিজ ভক্ত সঙ্গে;
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে।
হেনকালে রামচন্দ্রপুরী গোঁসাঞি আইলা; (১)
পরমানন্দপুরী আর প্রভুরে মিলিলা।
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন;
পুরীগোঁসাঞিকে কৈল তিঁহ দৃঢ় আলিঙ্গন।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ প্রণতি;
আলিঙ্গন করি তিঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি।
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠি কৈল কতক্ষণ;
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া;
যথেষ্ট ভিক্ষা করিল তিঁহো নিন্দার লাগিয়া।
ভিক্ষা করি কহে পুরী 'শুন জগদানন্দ!
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ'।
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইল;
আপনি আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল।
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল;
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিল।
'শুনি চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ;
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন।
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া কর সর্ব্বনাশ;
বৈরাগী হইয়া এত খাও, বৈরাগ্যে নাহি ভাস'।
এইত স্বভাব তাঁর, আগ্রহ করিয়া
পিছে নিন্দা করে আগে বহুত খাওয়াইয়া।
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্র পুরী করে অন্তর্ধান;
রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তাঁর স্থান।

---

১ রামচন্দ্র পুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর জনৈক শিষ্য। চৈতন্যের গুরু ঈশ্বর পুরীও মাধবেন্দ্রের শিষ্য; সুতরাং রামচন্দ্রপুরী চৈতন্যের গুরুর ভ্রাতা পূজনীয়।

পুরীগোঁসাঞি করে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ;
'মথুরা না পাইনু' বলি করেন ক্রন্দন।
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে ;
শিষ্য হঞা গুরুরে কহে ভয় নাহি করে।
'তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ ;
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেন করহ রোদন' ?
শুনি মাধবেন্দ্রমনে ক্রোধ উপজিল ;
'দূর দূর পাপী' বলি ভৎর্সনা করিল।
'কৃষ্ণ না পাইনু মুই, না পাইনু মথুরা ;
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা।
মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি যা যথি তথি ;
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি।
কৃষ্ণ না পাইনু মুই, মরোঁ আপন দুঃখে ;
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে'।
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল ;
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল।
শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ ;
সর্ব্বলোকে নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ।
ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ সেবন ;
স্বহস্তে করেন মল মূত্রাদি মার্জ্জন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করান স্মরণ ;
কৃষ্ণলীলাশ্লোক শুনান অনুক্ষণ।
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
বর দিলেন 'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'।
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর ;
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব নিন্দাকর।
মহদনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন ;
এই দুই দ্বারা শিক্ষাইল জগজন।
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান ;
এই শ্লোক পড়ি তিঁহো কৈল অন্তর্ধান।

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুঃশততমাঙ্কধৃতমাধবেন্দ্রপুরী-বাক্যং।

'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং' ॥ ১০৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৯ শ্লোঃ ৮৬ পৃঃ দেখ। ১০৯।

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ ;
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ।
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর ;
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর।
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোঁসাঞির নির্যাণ ;
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান।
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে ;
বিরক্ত স্বভাব কভু রহে কোন স্থলে।
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয় ;
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয়।
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ ;
কভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিন জন।
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয় ;
কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ণয়।
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ ;
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান।
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল ;
ছিদ্র চাহি বুলে কাহো ছিদ্র না পাইল।
'সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ ;
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ' ?

এই নিন্দা করি কহে সবলোক স্থানে ;
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে।
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান ;
তিঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম।
যত নিন্দা করে প্রভু তাহা সব জানে ;
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে।
এক দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর ;
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর।

তথাহি রামচন্দ্রপুরীবাক্যং।

'রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি
ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ' ॥ ১১০ ॥

'অত্র' গৃহে 'রাত্রৌ' 'ঐক্ষবং' ইক্ষুসম্বন্ধীয়ং মিষ্টান্নং 'আসীৎ' 'তেন' হেতুনা 'পিপীলিকাঃ' 'সঞ্চরন্তি' ইতস্ততঃ ভ্রমন্তি ; 'বিরক্তানাং' বৈরাগ্যং কুর্ব্বতাং 'সন্ন্যাসিনাং' 'অহো' বিস্ময়ে 'ইয়ং' 'ইন্দ্রিয়লালসা' 'ইতি' 'ব্রুবন্' সন্ স রামচন্দ্রপুরী 'উত্থায়' 'গতঃ'। ১১০।

এই গৃহে গত রজনীতে মিষ্টান্ন ছিল ; সেইজন্য এত পিপীলিকা বেড়াইতেছে। অহো! বিরক্তসন্ন্যাসীদিগের এত ইন্দ্রিয় লালসা ! এই বলিয়া রামচন্দ্র পুরী উঠিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ১১০ ॥

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ ;
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন।
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায় ;
তাঁহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়।

শুনিতেই প্রভুর সঙ্কোচ ভয় মন ;
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচনঃ—
'আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইত নিয়ম ;
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি' পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন।
ইহা বই অধিক আর কিছু না আনিবা ;
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিব।'।
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহিল এই বাত ;
শুনি সবার মাথায় যেন হৈল বজ্রপাত।
রামচন্দ্রপুরীকে সবায় দেয় তিরস্কার ;
'এই পাপী আসি প্রাণ লইল সবার'।
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ ;
এক চৌঠি ভাত পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন
এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার ;
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার।
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল ;
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল।
অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন ;
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন।
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন ;
'দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ'।
এইরূপে মহাদুঃখ দিন কত গেল ;
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইল।
প্রণাম করি কৈল প্রভু চরণ বন্দন ;
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচনঃ—
'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয় তর্পণ ;
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ।
তোমাকে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন ;
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ ;
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ'।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
নচাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন' ॥ ১১১ ॥

যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ হে 'অর্জ্জুন' 'অত্যশ্নতঃ' অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য জনস্য 'যোগঃ' সমাধিঃ 'ন' ভবতীতিশেষঃ; 'একান্তং' অত্যন্তং 'অনশ্নতঃ' অভুঞ্জানস্য 'অপি' 'ন'; তথা 'অতিস্বপ্নশীলস্য' অতিনিদ্রাশীলস্য 'ন' 'জাগ্রতশ্চ' 'ন' এব যোগো ভবতীত্যর্থঃ। ১১১।

হে অর্জ্জুন! অতিভোজনশীল, একান্ত অনশনশীল, অতি নিদ্রালু এবং নিতান্ত জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ হইতে পারে না। ১১১।

তথা তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা' ॥ ১১২ ॥

'যুক্তাহারবিহারস্য' যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতি র্যস্য তস্য; 'কর্ম্মসু' কার্য্যেষু 'যুক্তচেষ্টস্য' যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য তস্য; 'যুক্তস্বপ্নাববোধস্য' যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য জনস্য 'দুঃখহা' দুঃখনিবর্ত্তকো 'যোগঃ' 'ভবতি' সিধ্যতি। ১১২।

যাঁহার আহার, বিহার, (গতি) কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত; তাঁহারই দুঃখনিবর্ত্তক যোগ সাধন হইতে পারে। ১১২।

প্রভু কহে 'অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার;
মোরে শিক্ষা দেও এই ভাগ্য আমার'।
এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোঁসাঞি শুনিলা।

আর দিনে ভক্তগণ, পরমানন্দপুরী,
প্রভু পাশে নিবেদিল দৈন্যবিনয় করিঃ—
'রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক স্বভাব ;
তার বোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ' ?
পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করিয়া ;
যে খায় তারে খাওয়ায় যতন করিয়া।
খাওয়াইয়া পুনঃ তার করেন নিন্দন ;
'এত অন্ন খাও ? তোমার কত আছে ধন ?
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্ম্মনাশ ;
অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ত্রাস '।
কে কৈছে ব্যবহারে, কে বা কৈছে খায় ;
এই অনুসন্ধান তিঁহো করেন সদায়।
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন ;
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ' ॥ ১১৩ ॥

'পরস্বভাবকর্ম্মাণি ' পরেষাং স্বভাবান্ শান্তঘোরাদীন্ তথা কর্ম্মাণি 'ন' 'প্রশংসেৎ' 'ন' 'গর্হয়েৎ' নিন্দয়েৎ ; 'প্রকৃত্যা' 'পুরুষেণচ' ঈশ্বরেণ সহ 'বিশ্বং' 'একাত্মকং' 'পশ্যন্' সন্ পণ্ডিত স্তিষ্ঠেদিতিশেষঃ। ১১৩।

অপরের স্বভাব ও কর্ম্মকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না ; এই বিশ্বকে প্রকৃতিপুরুষের একাত্মক দর্শন করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য ॥ ১১৩ ॥

'তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া ;
পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া।

তথাহি পাণিনিসূত্রং।

'পূর্ব্বপরায়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্' ॥ ১১৪ ॥

'যার গুণ শত আছে না করে গ্রহণ ;
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ।
ইহার স্বভাব ইহা কহিতে না যুয়ায় ;
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায়।
ইহার বচনে কেন অন্ন ত্যাগ কর ?
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর'।
প্রভু কহেন 'সবে কেন পুরীকে কর রোষ ?
সহজ ধর্ম্ম কহেন তিঁহো, তাঁর কিবা দোষ ?
যতি হঞা জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায় ;
যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়'।
তবে সবে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল ;
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল।
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে ;
কভু দুই জন ভোক্তা, কভু তিন জনে।
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ ;
প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ।
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে ;
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে।
পণ্ডিত গোঁসাঞি, ভগবান্ আচার্য্য, সার্ব্বভৌম ;
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ;
তাঁ সবার ইচ্ছায় প্রভু তাঁহা করেন ভোজন ;
তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই যৈছে তাঁর মন।
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার ;
যাঁহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার।
কভু লৌকিক রীতি যেন ইতর জন ;
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন।
কভু রামচন্দ্রপুরীর হন ভৃত্যপ্রায় ;
কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণ প্রায়।
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর বুদ্ধি অগোচর ;
যবে যেই করেন প্রভু সেই মনোহর।

এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে।
তিঁহো গেলে প্রভুগণ হৈল হরষিতে;
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিতে।
স্বচ্ছন্দ নিমন্ত্রণ, প্রভুর কীর্ত্তন নর্ত্তন;
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন।
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়;
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।
যদ্যপি গুরু বুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল;
তাঁর ফল দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল।
শ্রীচৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পূর;
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর।
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন একমনে;
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচনামাষ্টম পরিচ্ছেদঃ। ৮।

নবম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বদনূপতাং॥ ১১৫॥

'অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং' অগণ্যানাং অসংখ্যানাং ধন্যানাং পরমভাগবতানাং চৈতন্যস্য গণানাং অনুচরাণাং 'প্রেমবন্যয়া' করণয়া 'অধন্যজনস্বান্তমরুং' অধন্যজনানাং মূঢ়জনানাং স্বান্তমেব অন্তঃকরণমেব মরু স্তং 'শশ্বৎ' নিরন্তরং 'অনূপতাং' জলপ্লাবিতস্থানতাং 'নিন্যে'। ১১৫।

শ্রীচৈতন্যের পরমভাগবত অসংখ্য অনুচরবর্গের প্রেম-

বন্যায় মূঢ়দিগের চিত্তমরু নিরন্তর প্রেমজলে আপ্লাবিত হইয়া গেল ॥ ১১৫ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়!
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয়!
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয়! জয় দয়াময়!
জয় গৌরভক্তগণ! সব রসময়।
এইমতে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে;
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে।
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণবিরহ তরঙ্গ;
নানাভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ।
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথদরশন;
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন।
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন;
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন।
মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর;
সপ্তপাতালে যত দৈত্য বিষধর;
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন;
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন।
প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুকাদি মুনিগণ;
প্রভু আসি দেখে, প্রেমে হয় অচেতন।
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা;
'কৃষ্ণ কহ' বলে প্রভু বাহিরে আসিয়া।
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে;
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে।
এক দিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল;
'গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল।
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারিবে;
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে।

'সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায় ;
তাঁর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে যুয়ায়'।
প্রভু কহে 'রাজা কেন করয়ে তাড়ন ?'
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ।
'গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই ;
সর্ব্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী তাই।
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তার অধিকার ;
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার।
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল ;
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা যে মাগিল।
তিঁহ কহে " স্থূল দ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব ;
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব।
ঘোঁড়া দশ বারো হয়, লহ মূল্য করি ;
এত বলি ঘোঁড়া আনি রাজদ্বারে ধরি।
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে ;
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র মিত্র সনে।
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া ;
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া।
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায় ;
উর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায়।
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে ;
"রাজা কৃপা করে তাতে ভয় নাহি মানে।
আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ, উর্দ্ধে নাহি চায় ;
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায়" ।
শুনি রাজপুত্র মনে ক্রোধ উপজিল ;
রাজার ঠাঁঞি যাই বহু লাগানি করিল।
"কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি ;
আজ্ঞা কর চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি"।
রাজা বলে "যেই ভাল কর সেই যাই ;
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়"।

'রাজপুত্র আসি তাঁরে চাঙ্গে চড়াইল;
খড়্গে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল'।
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ;
রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ?
রাজবিলাত সাধি খায় নাহি রাজভয়;
দাঁড়ী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়।
যে চতুর সে করুক রাজবিষয়;
রাজ দ্রব্য শোধি পায় তাহা করে ব্যয়'।
হেনকালে আর লোক আইলা ধাইয়া;
বাণীনাথাদি সবংশে লঞা গেল বাঁধিয়া।
প্রভু কহে 'রাজা আপন লেখার দ্রব্য লইব;
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাঁহা কি করিব'?
তবে স্বরূপাদি গোঁসাঞির ভক্তগণ;
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন।
'রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠি সব তোমার দাস;
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস'।
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচেন;
'মোরে আজ্ঞা দেও সবে যাই রাজস্থানে?
তোমা সবার এই মত রাজঠাঁই যাঞা;
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া।
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ;
মাগিলে বা কেন দিবে দুই লক্ষ কাহন'?
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া;
'খড়্গোপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া'।
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়;
প্রভু কহে 'আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে নয়।
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে;
সবে মিলি যাও জগন্নাথের চরণে।
ঈশ্বর জগন্নাথ তাঁর হাতে সব অর্থ;
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ'।

ইহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা ;
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিলা।
'গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার ;
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার।
বিশেষে তাহার ঠাঁই কৌড়ি বাকি হয় ;
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ ? নিজ ধন ক্ষয়।
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ যেবা বাকি হয় ;
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেন লয়' ?
রাজা কহে 'এই বাত আমি নাহি জানি ;
প্রাণ কেন লৈব ? তার দ্রব্য চাহি আমি।
তুমি যাই কর তাঁহা সর্ব্ব সমাধান ;
দ্রব্য যৈছে আইসে আর রাখ তাঁর প্রাণ'।
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল ;
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল।
'দ্রব্য দেহ, রাজা মাগে' উপায় পুছিল ;
'যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ' তিঁহ ত কহিল।
'ক্রমে ক্রমে দিব আমি যত কিছু পারি ;
অবিচারে প্রাণ লহ, কি বলিতে পারি' ?
যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া মূল্যে লইল ;
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল।
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল ;
'বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল'।
'বাণী নাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম ;
হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কহে অবিরাম।
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা ;
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা'।
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ ;
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপার ছন্দ বন্ধ ?
হেন কালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে ;
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনেঃ—

'ইহা রহিতে নারি আমি যাব আললনাথ ;
নানা উপদ্রবে ইহা না পাই সোয়াথ।
ভবানন্দের গোষ্ঠি করে রাজার বিষয় ;
নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়।
রাজার কি দোষ ? রাজা নিজ দ্রব্য চায় ;
দিতে নারে দ্রব্য তারা আমারে জানায়।
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল ;
চারি বার লোক আসি মোরে জানাইল।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী ;
আমায় দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি।
আজি তাঁরে জগন্নাথ করিল রক্ষণ ;
কালি কে রাখিবে ? যদি না দিবে রাজধন।
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন ;
তাহে ইহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন'।
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে ;
'তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে ?
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ ?
ব্যবহার লাগি যে তোমা ভজে সে জ্ঞান অন্ধ।
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন ;
বিষয় লাগি যে তোমা ভজে সেই মূঢ় জন।
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল ;
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল।
তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল ;
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল।
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাহারে ;
ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে।
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয় ;
তোমা হইতে বিষয় বাঞ্ছা তাঁর ইচ্ছা নয়।
তাঁর দুঃখ দেখি তাঁর সেবকাদিগণ ;
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্তশরণ।

'সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি ;
আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগভোগী।
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ ;
অচিরাতে পায় সেই তোমার চরণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং
হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্' ॥ ১১৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৫৪ শ্লোঃ ১৩০ পৃঃ দেখ। ১১৬।

'তুমি বসি রহ কেন যাবে আলালনাথ ?
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত।
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন ;
আজি যে রাখিলে সেই করিবে রক্ষণ'।
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে ;
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তাঁর ঘরে।
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে ;
যত দিন রহে তিঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে ;
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদসম্বাহন ;
জগন্নাথের করেন সেবাকৌশল শ্রবণ। (১)
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা ;
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ঈঙ্গিতে কহিলা :—
'দেব ! শুন আর এক অপরূপ বাত ;
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ'।

---

১ জগন্নাথের করেন সেবা কৌশল শ্রবণ—অন্যপাঠ "জগন্নাথের সেবাভিপ্রায় করেন শ্রবণ "জগন্নাথের সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ"।

শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছেন কারণ ;
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণঃ—
'গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা ;
তাঁর সব সেবক আসি প্রভুরে কহিলা।
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন ;
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন।
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয় ;
নানা অসৎ পথে করে রাজদ্রব্য ব্যয়।
ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন ;
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপীজন।
রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে ;
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে।
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড ;
রাজা মহাধার্ম্মিক, এই পাপী ভণ্ড।
রাজকৌড়ি না দেয়, আমাকে ফুকুরে ;
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে ?
আলালনাথে যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিব ;
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব'।
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা ;
'সব দ্রব্য ছাড়ি যদি প্রভু রহে এথা।
এক ক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন ;
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম।
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন ?
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন'।
মিশ্র কহে 'কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন ;
তারা দুঃখ পায় এই না যায় সহন'।
রাজা কহে 'তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে ;
চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে।
পুরুষোত্তম জানারে তিঁহ কৈল পরিহাস ;
সেই জানা তাঁরে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস।

'তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি ;
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি'।
মিশ্র কহে 'কৌড়ি ছাড়িতে নহে প্রভুর মনে ;
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে'।
রাজা কহে 'তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি, ইহা না কহিবা ;
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা।
ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত ;
তাঁর পুত্রগণে মোর সহজেই প্রীত'।
এত বলি মিশ্রে রাজা নমস্করি গেলা ;
গোপীনাথে বড় জানা ডাকিয়া আনিলা।
রাজা কহে 'সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল ;
সেই মালজেঠ্যা পাঠ পুনঃ তোমায় দিল।
আর বার ঐছে না খাইও রাজধন ;
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বৰ্ত্তন'।
এত বলি নেতধটি তাঁরে পরাইল ;
'প্রভু আজ্ঞা লঞা যাও, বিদায় তোমা দিল'।
পরমার্থে প্রভুর কৃপা সেও বহুদূরে ;
অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে ?
রাজ্য বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে ;
তাহার বর্ণনা কাহার মনে না আইসে।
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধনপ্রাণ ?
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান ?
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লয় দেয়া না যায় কৌড়ি ?
কাঁহা দ্বিগুণ বৰ্ত্তন পরায় নেতধড়ি ?
প্রভুর ইচ্ছা নাহি তাঁরে কৌড়ি ছাড়াবারে ;
দ্বিগুণ বৰ্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিবারে।
তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন ;
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন।
বিষয় সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল ;
নিবেদন প্রভাবে তবু ফলে এত ফল।

কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব ?
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁর না পায় অন্তভাব।
এথা কাশী মিশ্র আসি প্রভুর চরণে
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে।
প্রভু কহে 'কাশীমিশ্র ! কি তুমি করিলে ?
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি মোরে করাইলে ?'
মিশ্র কহে 'শুন প্রভু রাজার বচন ;
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদনঃ—
"প্রভু যেন নাহি জানে আমার লাগিয়া ;
দুই লক্ষ কাহন কড়ি দিলেন ছাড়িয়া।
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম ;
ইহা সবাকারে আমি দেখোঁ আত্মসম।
অতএব যাঁহা তাঁহা দেই অধিকার ;
খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করোঁ বিচার।
রাজমহীন্দ্রের রাজা কৈনু রামরায় ;
যে খাইল, যে বা দিল, নাহি লেখা দায়।
গোপীনাথ এই মত বিষয় করিয়া ;
দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া।
কিছু দেয় কিছু না দেয় না করি বিচার ;
জানা সহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এবার।
জানা এত কৈল মুঞি ইহা নাহি জানোঁ ;
ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানোঁ।
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতি মানে ;
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাঁহা সনে।"
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ ;
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ।
পঞ্চ পুত্র সনে আসি পড়িল চরণে ;
উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।
রামানন্দ রায় আদি সবেই মিলিলা ;
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা।

'তোমার কিঙ্কর এই মোর সব কুল ;
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল।
ভকতবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে ;
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলে'।
নেতধটি মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা ;
রাজার কৃপাবৃত্তান্ত সকলই কহিলা।
'বাকী কৌড়ি বাদ, দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল ;
পুনঃ সেই বিষয় দিয়া নেতধটি দিল।
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ ?
কাঁহা নেতধটি পুনঃ এ সব প্রসাদ ?
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল ;
চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ফল পাইল।
লোক চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া ;
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইয়া।
কিন্তু তোমা স্মরণের নহে এই ফল ;
ফলাভাষ এই, যাতে বিষয় চঞ্চল।
রাম রায় বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয় ;
সে কৃপা আমারে নাই যাতে ঐছে হয়।
শুদ্ধ কৃপা কর গোঁসাঞি ! ঘুচাও বিষয় ;
নির্ব্বিণ্ণ হইলে মোতে বিষয় না রয়'।
প্রভু কহে 'সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন ;
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ ?'
মহাবিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস ;
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস।
কিন্তু মোর করিও এক আজ্ঞার পালন ;
ব্যয় না করিও কভু রাজার মূল ধন।
রাজার মূল ধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয় ;
সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়।
অসদ্ব্যয় না করিও, যাতে দুই লোক যায়' ;
এত বলি সবারে প্রভু দিলেন বিদায়।

রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল;
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা;
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা।
প্রভুর কৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার!
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার।
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল;
'আমা হৈতে কিছু নহে' প্রভু তবে কৈল।
গোপীনাথের নিন্দা, আর আপন নির্ব্বেদ;
এই মাত্র কৈল, ইহার কে বুঝিবে ভেদ?'
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজায় না সাধিল;
উদ্যোগ বিনা এতদূর ফল ফলিল।
চৈতন্য চরিত্র এই পরম গম্ভীর;
সেই বুঝে তাঁর পদে মন যার স্থির।
যেই শুনে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ;
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধার নাম নবম পরিচ্ছেদঃ॥ ৯॥

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকং।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া॥ ১১৭॥

'ভক্তানুগ্রহকারকং' 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং' 'বন্দে'; কীদৃশং 'শ্রদ্ধয়া' করণরূপা 'ভক্তদত্তেন' 'যেন' 'কেনাপি' বস্তুনা যৎসামান্যবস্তুনা 'সন্তুষ্টং'। ১১৭।

ভক্তানুগ্রহকারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর বন্দনা করি;

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তগণের দত্ত অতি যৎসামান্য বস্তুতেও তাঁহার সন্তোষ॥ ১১৭॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে
পরম আনন্দে সবে নীলাচলে যাইতে।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সব অগ্রগণ্য;
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাসাদি ধন্য।
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে;
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে।
অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে;
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে।
রাসে যৈছে ঘরে যাইতে কৃষ্ণ গোপীরে আজ্ঞা দিলা;
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা।
আজ্ঞার পালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ;
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটি সুখ পোষ।
বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস;
শ্রীমানসেন, শ্রীমান পণ্ডিত, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস।
মুরারি পণ্ডিত, গরুড় পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খান;
সঞ্জয়, পুরুষোত্তম, পণ্ডিত ভগবান।
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন;
সবাই চলিলা; নাম না যায় গণন।
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, মিলিলা আসিয়া;
শিবানন্দ সেন চলিলা সবারে লইয়া।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া;
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া।
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ;
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ।

আম্র কাশন্দি, আদা কাশন্দি, ঝাল কাশন্দি নাম ;
নেম্বু আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধান।
আমসি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র, আমতা ;
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ স্বকুতা।
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে ;
স্বক্তায় যে সুখ প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে।
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয় ;
সুক্তাপাতা কাশন্দিতে মহাসুখ হয়।
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায় ;
গুরু ভোজনে উদরে প্রভুর আম হঞা যায় ;
সুক্তা খাইলে আম হইবেক নাশ ;
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস।

তথাহি ভারবৌ অষ্টমসর্গে বিংশতিতমশ্লোকঃ।

'প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিনাং
বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি' ॥ ১১৮ ॥

'কাচিৎ' 'পীবরস্তনী' নায়িকা 'প্রিয়েণ' স্বীয়কান্তেন 'জলাবিনাং' ইতস্ততঃ সংজড়িতাং 'স্রজং' 'সংগ্রথ্য' গুম্ফনং কৃত্বা 'বিপক্ষসন্নিধৌ' 'বক্ষসি' 'উপাহিতাং' নিক্ষিপ্তাং সতীং 'ন' 'বিজহৌ' ন ত্যক্তবতী ; 'হি' যতঃ 'গুণাঃ' দ্রব্যগুণাঃ 'প্রেম্নি' 'বসন্তি' 'ন' 'বস্তুনি' বসন্তীত্যর্থঃ। ১১৮।

বিপক্ষসমীপে পীবরস্তনী কোন নায়িকার বক্ষোপরে তাহার প্রিয় কর্তৃক একছড়া পুষ্পমালা নিক্ষিপ্ত হইলে কামিনী তাহা পরিত্যাগ করিল না ; কারণ প্রেমেই বস্তুগুণ থাকে, বস্তুতে উহা থাকেনা ॥ ১১৮ ॥

ধনিয়া মোহরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া ;
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া।

শুণ্ঠীখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্ত হর ;
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধিয়াছে কুথলী ভিতর।
কোলিশুণ্ঠী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর ;
কত নাম লব যত প্রকার আচার।
নারিকেল খণ্ড নাড়ু, নাড়ু গঙ্গাজল ;
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল।
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার ;
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার।
শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি ;
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি ;
কথক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া ;
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া ;
ঘৃত সিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া।
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস ;
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।
শালি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া ;
চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল ;
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার ;
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার।
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী ;
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি।
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া ;
পাঁচ কুড়ি করি দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া।
পাতল মৃৎপাত্রে সোন্ধাদি নিল ভরি ;
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী।
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈল ;
পরিপাটী করি সব ঝালি সাজাইল।

ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া ;
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার ;
রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার।
ঝালির উপর মুনসিব মকরধ্বজ কর ;
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর।
এই মতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা ;
দৈবে সেই দিন জগন্নাথের জললীলা।
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া ;
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা।
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে।
সেই কালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণ ;
নরেন্দ্রেতে প্রভুসঙ্গে হইল মিলন।
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে ;
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে।
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করয়ে কীর্ত্তন ;
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন।
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন ;
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন।
গৌড়িয়ার কীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া ;
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে ;
সবা লয়ে জলক্রীড়া করে কুতুহলে।
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন ;
চৈতন্য মঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন। (১)

---

১ প্রভুর এই জলক্রীড়া—বর্ণন—চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষভাগ দেখ।

পুনঃ ইহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয় ;
ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য়।
জললীলা করি গোবিন্দ চলিল আলয় ;
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয়।
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা ;
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা।
ইষ্টগোষ্ঠি কতক্ষণ সবা লঞা কৈল ;
নিজ নিজ পূর্ব্ব বাঁসায় সবায় পাঠাইল।
গোবিন্দ ঠাঁঞি রাঘব ঝালি সমর্পিল ;
ভোজন গৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিল।
পূর্ব্ববৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া ;
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা।
আর দিনে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ;
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা।
বেড়া কীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল ;
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল।
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন ;
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ;
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবাস ;
সত্যরাজ খান আর নরহরি দাস।
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ ;
'মোর সম্প্রদায়ে প্রভু' ঐছে সবার মন।
সংকীর্ত্তন কোলাহলে আকাশ ভেদিল ;
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল।
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা ;
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া।
কীর্ত্তন আবেশে পৃথিবী করে টলমল ;
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল।
এইমত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন ;
আপনি নাচিতে প্রভুর তবে হৈল মন।

সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায় ;
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায়।
উড়িয়া পদ মহাপ্রভুর স্মৃতি হৈল ;
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল।

তথাহি পদং।

'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ'। ১১৯।

এই পদে নৃত্য করে আপন আবেশে ;
সব লোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে।
'বোল বোল' বলেন প্রভু বাহু তুলিয়া ;
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া।
প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যান শ্বাস নাহি আর ;
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সঘন পুলকে যেন শিমুলের তরু ;
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু।
প্রতিরোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদগম ;
'জ জ' 'গ গ' পরি 'ম ম' গদগদ বচন।
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে ;
লোকে দেখে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ ;
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য তবু নহে শেষ।
সব লোকের উথলিল আনন্দ সাগর ;
সব লোক পাশরিল দেহ আত্ম পর।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায় ;
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায়।
স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায় ;
স্বরূপের সঙ্গে সেও মন্দস্বরে গায়।
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল ;
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল।

ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন;
সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন।
সবা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন;
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনি শয়ন;
গোবিন্দ আইল করিতে পাদসম্বাহন।
সর্ব্বকাল আছে এই দৃঢ় নিয়ম;
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন;
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ সম্বাহন;
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন।
সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন;
ভিতরে যাইতে নারে, গোবিন্দ করে নিবেদন।
'এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে;'
প্রভু কহে 'শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে।'
বার বার গোবিন্দ কহে এক দিক হৈতে;
প্রভু কহে 'অঙ্গ আমি নারি চালাইতে'।
গোবিন্দ কহে 'করিতে চাহি পাদ সম্বাহন';
প্রভু কহে 'কর বা না কর যেই তোমার মন'।
তবে গোবিন্দ তাঁর বহির্ব্বাস উপরে দিয়া;
ভিতর ঘরে গেলা মহাপ্রভুকে লঙ্ঘিয়া।
পাদ সম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল;
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল।
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ;
দণ্ড দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ।
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা;
'আজি কেন এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া?
নিদ্রা হৈলে কেন নাহি গেলা প্রসাদ খাইতে?'
গোবিন্দ কহে 'দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে'।
প্রভু কহে 'ভিতরে তবে আইলে কেমনে?
তৈছে কেন প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে'?

গোবিন্দ মনে কহে 'আমার সেবায় নিয়ম;
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন।
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি;
স্বনিমিত্ত অপরাধ আভাসে ভয় মানি'।
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিল;
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিল।
প্রত্যহ প্রভু নিদ্রা গেলে যায় প্রসাদ লইতে;
সে দিবসের শ্রম জানি লাগিলা চাপিতে।
যাইতেও পথ নাহি যাইবে কেমনে;
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে।
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্মধর্ম্ম;
চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই ধর্ম্মমর্ম্ম।
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী;
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী।
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য;
অদ্যাপিও গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য।
এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ;
গুণ্ডিচা গৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন।
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন;
পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বন্য ভোজন।
পূর্ব্ববৎ রথ আগে করিল নর্ত্তন;
হোরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন।
চারিমাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ;
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন।
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা;
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা।
কেহ কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ ঠাঁঞি;
'ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোঁসাঞি'।
কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা;
বহুমূল্য প্রসাদ প্রকার যার নানা।

'অমুক এই দিয়াছে' গোবিন্দ করে নিবেদন ;
'ধরি রাখ' বলি প্রভু না করে ভক্ষণ।
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ ;
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন।
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন ;
'আমা দত্ত প্রসাদ প্রভু কি করিলেন ভক্ষণ' ?
কাহা কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিনে প্রভুকে কহেন নির্ব্বেদ বচনঃ—
'আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে ;
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে।
তুমি সে না খাও তাঁরা পুছেন বার বার ;
কত বঞ্চনা করিব, আমার কেমনে নিস্তার ?'
প্রভু কহে 'আদিবস্যা ! দুঃখ কাহে মনে ?
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এথানে'।
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে ;
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে।
'আচার্য্যের এই পেড়া নানা রস পুপি ;
এই অমৃত মণ্ডা, এই কর্পূর কুপী।
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার ;
পীঠাপানা অমৃত মণ্ডা পদ্ম চিনি আর।
আচার্য্য রত্নের এই সব উপহার ;
আচার্য্য নিধির এই অনেক প্রকার।
বাসুদেব দত্তের, মুরারি গুপ্তের আর ;
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার।
শ্রীমান সেন, শ্রীমান পণ্ডিত, আচার্য্য নন্দন ;
তাঁ সবার দত্ত এই করহ ভোজন।
কুলীন গ্রামীর এই আগে দেখ যত ;
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত'।
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে ;
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে।

যদ্যপি মাসেকের বাসি মুকুরা নারিকেল ;
অমৃত গুটিকা আদি পানাদি সকল।
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ ;
বাসি বিস্বাদ নহে, প্রভুর প্রসাদ।
শত জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল ;
'আর কিছু আছে' ? বলি গোবিন্দে পুছিল।
গোবিন্দ বলে 'রাঘবের ঝালি মাত্র আছে' ;
প্রভু কহে 'আজি রহুক তাহা দেখিব পাছে'।
আর দিনে প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল ;
রাঘবের ঝালি খুলি সকলদেখিল।
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল ;
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল।
বৎসরের তরে আর রাখিল বাঁধিয়া ;
ভোজন কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া।
কভু রাত্রিকালে কিছু করে উপযোগ ;
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে ভোগ।
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ;
চাতুর্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ ;
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন।
মরিচের ঝাল মধুরাম্ল আর ;
আদা লবণ লেবু দুগ্ধ দধি খণ্ড সার।
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল ;
নিম্ববার্ত্তাকু আর ভ্রষ্টপটোল।
ভ্রষ্ট ফুলবড়ি ভাজা মুদ্গাদি সূপ ;
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি অনুরূপ।
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত ;
কাঁহা একা যান, কাঁহা গণের সহিত।
আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, নন্দন, রাঘব ;
শ্রীবাস আদি যত বিপ্র ভক্ত সব

এই মত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব গদাধর গুপ্ত মুরারি,
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত জন,
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ।
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান ;
শিবানন্দের বড় পুত্রের চৈতন্য দাস নাম।
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গে আনিল ;
মিলাইলে প্রভু তারে নাম পুছিল।
চৈতন্য দাস নাম শুনি কহে গৌর রায় ;
'কি নাম ধরিয়াছ ? বুঝন না যায়'।
সেন কহে 'যে জানিল সে নাম ধরিল' ;
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
জগন্নাথের প্রসাদ বহুমূল্যে আনাইলা ;
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা।
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন ;
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন।
আর দিনে চৈতন্য দাস কৈল নিমন্ত্রণ ;
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন।
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়ি লবণ ;
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
প্রভু কহে 'এ বালক আমার মত জানে ;
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে'।
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন ;
চৈতন্য দাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভোজন।
চারি মাস এইমত নিমন্ত্রণে যায় ;
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায়।
গদাধর পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম ;
ইহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম।
গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ;
ভগবান্, রাম ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর।

মধ্যে মধ্যে ঘর তাতে করে নিমন্ত্রণ ;
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদের কৌড়ি দুই পণ।
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ;
রামচন্দ্রপুরীভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ।
চারিমাস রহি গৌড়ের ভক্ত বিদায় দিলা ;
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা।
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ ;
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন।
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি বিবরণ ;
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের কথন।
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা ;
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা।
শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ মন ;
সেই ভাগ্যবান্ যেই করে আস্বাদন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুং।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ ১২০ ॥

'তং' 'হরিদাসং' 'নমামি'; 'তৎপ্রভুং' হরিদাসপ্রভুং 'তং' 'চৈতন্যঞ্চ' নমামীত্যর্থঃ। 'য' শ্চৈতন্যঃ 'যন্মূর্ত্তিং' যস্য হরিদাসস্য মৃতশরীরং 'সংস্থিতামপি' 'স্বাঙ্কে' স্বীয় ক্রোড়ে 'কৃত্বা' 'ননর্ত্ত' ॥ ১২০ ॥

সেই হরিদাসকে নমস্কার করি ; এবং তাঁহার প্রভু

সেই চৈতন্যকেও নমস্কার করি ; যাঁহার (হরিদাসের) মৃতদেহ ভূপতিত হইলেও যিনি (চৈতন্য) স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। ১২০।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় দয়াময় !
জয়াদ্বৈত প্রিয় ! নিত্যানন্দপ্রিয় জয় !
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর ! হরিদাস নাথ !
জয় গদাধরপ্রিয় ! স্বরূপ প্রাণনাথ !
জয় কাশীশ্বর জগদানন্দ প্রাণেশ্বর !
জয় রূপসনাতন রঘুনাথেশ্বর !
জয় গৌরদেহ ! কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ !
কৃপা করি দেহ প্রভু ! নিজ পদ দান।
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় ! চৈতন্যের প্রাণ ;
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান।
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! চৈতন্যের আচার্য্য ;
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য !
জয় গৌরভক্তগণ ! গৌর যার প্রাণ ;
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান।
জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ !
রঘুনাথ গোপাল জয় ! ছয় মোর নাথ।
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য লীলা গুণ ;
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন।
এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস ;
সঙ্গের ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন বিলাস।
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন ;
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন।
এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায় ;
কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে নানা হয়।
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয় ;
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয়।

স্বরূপ গোঁসাঞি আর রামানন্দ রায় ;
রাত্রি দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায়।
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হঞা।
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন ;
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন।
গোবিন্দ কহে 'উঠ আসি করহ ভোজন' ;
হরিদাস কহে 'আজি করিব লংঘন।
সংখ্যা কীর্ত্তন নাহি পূরে কেমনে খাইব ?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব'।
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন ;
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ।
আর দিনে মহাপ্রভু তাঁর ঠাঁই আইলা ;
'সুস্থ হও হরিদাস' ? তাঁহারে পুছিলা।
নমস্কার করি তিঁহো কৈল নিবেদন ;
'শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন'।
প্রভু কহে 'কোন্ ব্যাধি ? কহ ত নির্ণয়';
তিঁহো কহেন 'সংখ্যা সংকীর্ত্তন না পূরয়'।
প্রভু কহে 'বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর;
সিদ্ধদেহ সাধনে তুমি আগ্রহ কেন ধর ?
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার ;
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার।
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন'।
হরিদাস কহে 'শুন মোর নিবেদন ;
হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর ;
হীনকর্ম্মে রত মুই অধম পামর।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে ;
রৌরব হৈতে তুলি মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময় ;
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়।

'অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া ;
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া।
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে ;
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে।
সে লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ;
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা।
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ ;
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন ;
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম ;
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ।
মোর ইচ্ছা এই, যদি তোমার প্রসাদ হয় ;
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় !
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে ;
এই বাঞ্ছা সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে'।
প্রভু কহে 'হরিদাস ! তুমি যে মাগিবে ;
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে।
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা ;
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া'।
চরণে ধরি কহে হরিদাস 'না করিহ মায়া ;
অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া।
মোর শিরোমণি কত কত মহাশয় ;
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয়।
আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল ;
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ?
ভকতবৎসল প্রভু মুঞি ভক্তাভাস ;
অবশ্য পূরিবে প্রভু মোর এই আশ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে ;
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে'।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন ;
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন।

প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা ;
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া।
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন ;
হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণবচরণ।
প্রভু কহে 'হরিদাস ! কহ সমাচার' ?
হরিদাস কহে 'প্রভু যে আজ্ঞা তোমার'।
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহাসংকীর্ত্তন ;
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন।
স্বরূপ গোঁসাঞি আদি যত প্রভুর গণ
হরিদাসে বেড়ি করে নাম সংকীর্ত্তন।
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিল কহিতে।
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা পঞ্চমুখ ;
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ।
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন ;
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ।
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল ;
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল।
স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ ;
সর্ব্ব ভক্ত পদরেণু মস্তকে ভূষণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম বলে বার বার ;
প্রভুমুখমাধুরী পীয়ে নেত্রে জলধার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ ;
নামের সহিতে প্রাণ কৈল উৎক্রামণ।
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দমরণ ;
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ।
হরি হরি কৃষ্ণ শব্দে করে কোলাহল ;
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল।
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া ;
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।

প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্ব ভক্তগণ ;
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন।
এই মত নৃত্য প্রভু করে কতক্ষণ ;
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন।
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া ;
সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া।
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে ;
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাতে।
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল ;
প্রভু কহে 'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল'।
হরিদাসের পাদোদক পীয়ে ভক্তগণ ;
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন।
ডোর কড়ার বস্ত্র অঙ্গে দিল ;
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল।
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন ;
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন।
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায় ;
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়।
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল ;
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল।
তবে মহাপ্রভু কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন ;
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে ;
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে।
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে ;
হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে।
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারীর ঠাঁঞি ;
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই।
'হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে ;
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে'।

শুনিয়া পসারী সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া ;
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হৈয়া।
স্বরূপ গোঁসাঞি পসারীকে নিষেধিল ;
চাঙ্গড়া লইয়া পসারী পসারে বসিল।
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল ;
চারি বৈষ্ণব চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিল।
স্বরূপ গোঁসাঞি কহিলেন সব পসারীরে ;
'একেক দ্রব্যের একেক পুয়া আনি দেহ মোরে'।
এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া ;
লঞা আইলা চারি জনের মস্তকে চড়াইয়া।
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা ;
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা।
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি ;
আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি।
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে ;
একেক পাতে পঞ্চ জনার ভক্ষ্য পরিবেশে।
স্বরূপ কহে 'প্রভু ! বসি কর দরশন ;
আমি ইহা সবা লঞা করি পরিবেশন'।
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর ;
চারি জন পরিবেশন করে নিরন্তর।
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ;
প্রভুকে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ।
আপনি কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া ;
প্রভুকে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া।
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল ;
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল।
আকণ্ঠ পূরিঞা সবায় করাইল ভোজন ;
'দেহ দেহ' বলি প্রভু বলেন বচন।
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন ;
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন।

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান ;
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কাণ।
'হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন ;
যে তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন।
যে তাঁরে বালু দিতে করিল গমন ;
তাঁর মহোৎসবে যে বা করিল ভোজন ;
অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি ;
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি।
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ ;
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ।
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে ;
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে।
ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ ;
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ।
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি ;
তাঁহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী।
জয় হরিদাস! বলি কর হরিধ্বনি'।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি।
সবে গায় 'জয় জয় জয় হরিদাস!
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ'।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল ;
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল।
এইত কহিল হরিদাসের বিজয় ;
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয়।
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি ;
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসী শিরোমণি।
শেষ কালে দিলে তাঁরে দর্শন স্পর্শন ;
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনি নর্ত্তন।
আপনি শ্রীহস্তে কৃপায় বালু তাঁরে দিল ;
আপনি প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল।

মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান ;
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ।
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু ;
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু।
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত ;
শ্রদ্ধা করি শুন সেই চৈতন্যচরিত্র।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস নির্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ ১২১ ॥

হে 'ভক্তাঃ' যুষ্মাভিঃ 'চৈতন্যচরিতামৃতং' 'মুদা' হর্ষেণ পুনঃ পুনঃ 'শ্রূয়তাং' 'গীয়তাং' 'চিন্ত্যতাং' ॥ ১২১ ॥

হে ভক্তগণ! তোমরা পরমানন্দে চৈতন্যচরিতামৃত বার বার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মনন কর ॥ ১২১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় দয়াময়!
জয় জয় নিত্যানন্দ! কৃপাসিন্ধু জয়!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় করুণাসাগর!
জয় গৌরভক্তগণ! কৃপাপূর্ণান্তর!
অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ অন্তর ;
কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরন্তর।
'হাহা কৃষ্ণ! প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন!
কাঁহা যাও ? কাঁহা পাও ? মুরলী বদন'।

রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মানে ;
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে।
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন।
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য গোঁসাঞি ;
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক ঠাঁঞি।
কুলীন গ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী ;
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি।
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই ;
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোঁসাঞি।
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী ;
আচার্য্য রত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা ;
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন ;
দুই তিন শত ভক্ত, কে করে গণন ?
শচীমাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা ;
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া।
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান ;
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান।
সবার সব কার্য্য করেন দেন বাসাস্থান ;
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান।
এক দিন সব লোকে ঘাটিতে রাখিলা ;
সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একেলা রহিলা।
সবে গিয়া রহিল গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে ;
শিবানন্দ বিনা বাসা স্থান নাহি মিলে।
নিত্যানন্দ প্রভু ভোকে ব্যাকুল হইয়া
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া।
'তিন পুত্র মরুক শিবার, এবেও না আইল ?
ভোকে মরি গেনু মোরে বাসা না দেয়াইল'।

শুনি শিবানন্দের পত্নী কাঁন্দিতে লাগিল;
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইল।
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কাঁন্দিয়া;
'পুত্রে শাপ দিছেন গোঁসাঞি বাসা না পাইয়া'।
তিঁহো কহে 'বাউনি! কেন মরিস্ কান্দিয়া?
মরুক মোর তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা'।
এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ;
উঠি তাঁরে নাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ।
আনন্দিত হৈল শিবাই পাদপ্রহার পাঞা;
শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড়ঘরে গিয়া।
চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা;
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা:—
'আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা;
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা।
শাস্তি ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা;
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা?
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু;
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু।
আজি সফল হৈল মোর জন্ম কুল কর্ম্ম;
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি অর্থ কাম ধর্ম্ম'।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন;
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম আলিঙ্গন।
আনন্দিত শিবানন্দ করে সাবধান;
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসস্থান।
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সব বিপরীত;
ক্রুদ্ধ হঞা নাথি মারি করে তার হিত।
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম;
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান:—
'চৈতন্য পার্ষদ মোর মাতুলের খ্যাতি;
ঠাকুরালি করে গোঁসাঞি তাঁরে মারি নাথি'।

এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান ;
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥
পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার ;
গোবিন্দ কহে 'শ্রীকান্ত ! আগে পেটাঙ্গি উতার'।
প্রভু কহে 'শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ ;
কিছু না বলিহ করুক যাতে ইহার সুখ' ॥
বৈষ্ণবের সমাচার গোঁসাঞি পুছিল ;
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল।
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে' এই প্রভুর বাক্য শুনি ;
'জানিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু' এত অনুমানি ।
শিবানন্দে লাথি মারিলা ইহা না কহিলা ;
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন ;
স্ত্রী সব দূর হৈতে কৈল প্রভু দরশন ॥
বাসা ঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেয়াইল ;
মহাপ্রসাদ ভোজনে সবারে বোলাইল।
শিবানন্দ তিন পুত্র গোঁসাইকে মিলাইল ;
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল।
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল ;
পরমানন্দ দাস নাম, সেন জানাইল ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা ;
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥
'এবার তোমার যেই হইবে কুমার ;
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিও তাহার'।
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার ;
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার।
প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস ;
পুরীদাস বলি প্রভু করে উপহাস।
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল ;
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল ।

শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার ?
যাঁর সব গোষ্ঠিকে প্রভু কহে আপনার।
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন ;
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন।
'শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ এথায় ;
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়'।
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর ;
মোদক বেচে প্রভুর ঘরের নিকট তার ঘর।
বালককালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান ;
দুগ্ধখণ্ডমোদক দেয় প্রভু তাহা খান।
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালক কাল হৈতে ;
সে বৎসর সেও আইল প্রভুকে দেখিতে।
'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি দণ্ডবৎ কৈল ;
তারে দেখি প্রীতে প্রভু তাহারে পুছিল।
'পরমেশ্বর কুশল হয় ? ভাল হৈল আইলা' ;
'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে' প্রভুকে কহিলা।
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভুর সঙ্কোচ হইলা ;
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা।
প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে ;
অন্তরে সুখী হইলা প্রভু তার সেই গুণে।
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা মার্জ্জন ;
রথ আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন।
চাতুর্ম্মাস্ত সব যাত্রা কৈল দরশন ;
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়া দেশ হৈতে ;
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘর ভাতে।
দিনে নানা ক্রীড়া করেন লঞা ভক্তগণ ;
রাত্রিতে কৃষ্ণ বিচ্ছেদে করেন রোদন।
এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্ত গেল ;
গৌড় দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল।

সব ভক্তগণ করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ;
সব ভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন।
'প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে ;
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহু মতে।
তোমা সবার দুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে ;
তোমা সবার সঙ্গ সুখ লোভ বাড়ে চিত্তে।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়েতে রহিতে ;
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইলেন, কি পারি বলিতে ?
আইলেন আচার্য্য গোঁসাই মোরে কৃপা করি ;
প্রেমঋণে বদ্ধ আমি শোধিতে না পারি।
মোর লাগি স্ত্রী পুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া ;
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাঞা।
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া ;
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া।
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন ;
কি দিয়া তোমবার ঋণ করিব শোধন ?
দেহ মাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ ;
তাঁহাই বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন'।
প্রভুর বচনে সবার দ্রবিত হৈল মন ;
অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন।
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন ;
কাঁদিতে কাঁদিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
সবাই রহিল কেহ চলিতে নারিল ;
আর দিন পাঁচ সাত এই মতে গেল।
অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভুপায় ;
'সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়।
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা বাক্য ডোরে ;
তোমা ছাড়ি কেবা কাঁহা যাইবারে পারে ?'
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া ;
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া।

নিত্যানন্দে কহিল 'তুমি না আইস বার বার ;
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার'।
চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া ;
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া।
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে ;
মহাপ্রভুর কৃপা ঋণ কে শোধিতে পারে ?
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ;
তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ;
ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝন না যায়।
পূর্ব্ব বর্ষে জগদানন্দ আই দেখিবারে
প্রভুর আজ্ঞা লয়ে আইলা নদীয়া নগরে।
আইর চরণ যাই করিল বন্দন ;
জগন্নাথের বস্ত্র প্রসাদ কৈল নিবেদন।
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা ;
প্রভুর মিনতি স্তুতি মাতারে কহিলা।
জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে ;
তিঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি দিনে।
জগদানন্দ কহে 'মাতা! কোন কোন দিনে ;
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে।
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা ;
"মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পুরিয়া।
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে ;
সাক্ষাতে খাই আমি তিঁহো স্বপ্ন মানে।"
মাতা কহে 'কভু রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন ;
নিমাই ইহা খায় ঐছে হয় মোর মন।
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন ;
পুত্র না দেখিয়া মোর ঝরয়ে নয়ন'।
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা সনে ;
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রি দিনে।

নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা ;
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা।
আচার্য্যে মিলিতে তবে গেল জগদানন্দ ;
জগদানন্দে পাঞা আচার্য্যের হইল আনন্দ।
বাসুদেব, মুরারিগুপ্ত জগদানন্দে পাঞা ;
আনন্দে রাখেন ঘরে না দেন ছাড়িয়া।
চৈতন্যের মর্ম্ম কথা শুনে তাঁর মুখে ;
আপনা পাসরে সবে চৈতন্যকথা সুখে।
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত ঘরে ;
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে।
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য ;
যারে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য।
শিবানন্দ সেন গৃহে যাইয়া রহিল ;
চন্দনাদি তৈল তাঁহা এক মাত্রা কৈল।
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া ;
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া।
গোবিন্দের ঠাঁই তৈল ধরিয়া রাখিল ;
'প্রভু অঙ্গে দিও তৈল' গোবিন্দে কহিল।
তবে প্রভু ঠাঁই গোবিন্দ কৈল নিবেদন ;
'জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন।
তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায় ;
পিত্ত বায়ু ব্যাধি প্রকোপ শান্তি হঞা যায়।
এক কলশ সুগন্ধি তৈল গৌড় করিয়া ;
ইহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া'।
প্রভু কহে 'সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার ;
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার।
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে ;
তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সফলে।'
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল ;
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল।

দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আবার ;
'পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল করেন অঙ্গীকার'।
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনঃ—
'মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন !
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ;
আমার সর্ব্বনাশে তোমা সবার পরিহাস।
পথে যাইতে তৈল গন্ধ মোর যে পাইবে ;
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে'।
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা ;
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
প্রভু কহে 'পণ্ডিত ! তৈল আনিলা গৌড় হৈতে ;
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে।
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপে যেন জলে ;
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে'।
পণ্ডিত কহে 'কে তোমাকে কহে মিথ্যা বাণী ?
আমি গৌড় হইতে তৈল কভু নাহি আনি'।
এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলশ আনিয়া
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘরে গিয়া
শুইয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া।
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা ;
'উঠহ পণ্ডিত !' করি কহেন ডাকিয়া।
'আজি ভিক্ষা দিবে আমায় করিয়া রন্ধনে ;
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে'।
এত বলি প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা ;
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা।
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে ;
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা আসনে।
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল ;
কলার ডোঙ্গা করি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল।

অন্ন ব্যঞ্জনোপরি তুলসী মঞ্জরী ;
জগন্নাথের পিঠাপানা আগে রাখে ধরি।
প্রভু কহে 'দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন ব্যঞ্জন ;
তোমায় আমায় একত্র আজি করিব ভোজন"।
হস্ত তুলি রহে প্রভু, না করে ভোজন ;
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচনঃ—
'আপনি প্রসাদ লউন পাছে মুঞি লইব ;
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব' ?
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা ;
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা :—
'ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ ?
এও ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ।
আপনি খাইবেন কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া
তোমার হস্তে পাক করান উত্তম করিয়া।
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ ;
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন' ?
পণ্ডিত কহে 'যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা ;
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী আহর্ত্তা'।
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে ;
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে।
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন ;
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ।
বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন ;
পুনঃ সেই কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন।
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন ত্রাসে ;
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে।
তবে প্রভু কহেন করি বিনয় সম্মান ;
'দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান'।
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন ;
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্য চন্দন।

চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে ;
'আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে'।
পণ্ডিত কহে 'প্রভু যাই করুন বিশ্রাম ;
মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান।
রসুয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ ;
ইহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত।'
প্রভু কহে 'গোবিন্দ! তুমি ইহাই রহিবে ;
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে'।
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন :—
'তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদ সম্বাহণে ;
কহিও পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে।
তোমার প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া ;
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইও আসিয়া।'
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ ;
সবারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত।
আপনি প্রভুর শেষ করিল ভোজন ;
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ।
'দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায় ;
শীঘ্র আসি সমাচার কহিবে আমায়'।
গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন ;
তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিল শয়ন।
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এই মতে ;
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা ?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা।
জগদানন্দের প্রেম বিবর্ত্ত শুনে যেই জন ;
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দতৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১২২ ॥

'যস্য' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য 'মনস্তনূ' মনশ্চ তনুশ্চ দ্বে 'কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা' কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন জাতয়া আর্ত্ত্যা পীড়য়া 'ক্ষীণে' ভবতঃ ; 'অপি' 'চ' পুনঃ 'ভাবৈঃ' 'ফুল্লতাং' প্রফুল্লতাং 'দধাতে' ধারয়তঃ ; 'তং' 'গৌরং' অহং 'আশ্রয়ে'। ১২২।

কৃষ্ণবিরহজ পীড়ায় যাঁহার মনস্তনু ক্ষীণ হইয়াও ভাবসমূহে চির প্রফুল্ল থাকিত ; আমি সেই গৌরচন্দ্রের শরণাপন্ন হই। ১২২।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ !
হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে ;
নানা মতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখে ক্ষীণ মন কায় ;
ভাবাবেশে তবু প্রভু প্রফুল্লিত হয়।
কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতি কায় ;
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা হয় গায়।
দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখপায় ;
সহিতে না পারি জগদানন্দ সৃজিল উপায়।

সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গিরি দিয়া রঙ্গাইল ;
সিমুলের তুলা দিয়া তাহা পুরাইল।
এই তুলিবালীশ গোবিন্দের হাতে দিল ;
'প্রভুকে শোয়াইও ইহায়' তাহারে কহিল।
স্বরূপ গোঁসাঞিকে কহে জগদানন্দ ;
'আজি আপনি যাঞা প্রভুকে করাইও শয়ন'।
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা ;
তুলি বালীশ দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা।
গোবিন্দেরে পুছে 'ইহা করাইল কোন্ জন ?'
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন।
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলি দূর কৈল ;
কলার শরলা উপর শয়ন করিল।
স্বরূপ কহে 'তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি ?
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি'।
প্রভু কহেন 'খাট এক আনহ পাড়িতে ;
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন ;
আমারে খাট তুলি বালীশ ! মস্তক মুণ্ডন !'
স্বরূপ গোঁসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল ;
শুনিয়া জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইল।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে সৃজিল প্রকার ;
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার।
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল ;
প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল।
এই মত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে ;
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে।
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী ;
জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাদুঃখী।
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে ;
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাতে না পারে চলিতে।

ভিতরের ক্রোধ দুঃখ প্রকাশ না কৈল ;
মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু কহে' 'মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি ;
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী'।
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ ঃ
'পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
প্রভু আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে ;
এবে আজ্ঞা দেও অবশ্য যাইব নিশ্চিতে'।
প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার ;
তিঁহো প্রভুর ঠাঁই আজ্ঞা মাগে বার বার।
স্বরূপ গোঁসাইকে পণ্ডিত কৈল নিবেদন ;
'পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন।
প্রভু আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি ;
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে 'ক্রোধে যাহ' বলি'।
সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয় ;
প্রভু আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়া বিনয়'।
তবে স্বরূপ গোঁসাই কহে প্রভুর চরণে ;
'জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে।
তোমার ঠাঁই আজ্ঞা তিঁহো মাগে বার বার ;
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসেন একবার।
আইকে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায় ;
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়'।
স্বরূপ গোঁসাইর বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল ;
জগদানন্দে বোলাইয়া তাঁরে শিক্ষাইল।
'বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে ;
আগে সাবধানে যাবে ক্ষত্রী আদি সাথে।
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে ;
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইতে বিরোধে।
মথুরা গেলে সনাতন সঙ্গে রহিবা ;
মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবা।

'দূরে রহি ভক্তি করিও সঙ্গে না রহিবা ;
তাঁসবার আচার চেষ্টা লইতে নারিবা।
সনাতনের সঙ্গে করিও বন দরশন ;
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ।
শীঘ্র আসিও, তাঁহা না রহিও চিরকাল ;
গোবর্দ্ধনে না চড়িও দেখিতে গোপাল।
আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে ;
আমার তরে একস্থান করেন বৃন্দাবনে'।
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন ;
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ।
সব ভক্তগণ ঠাঁই আজ্ঞা মাগিলা ;
বন পথে চলি চলি বারাণসী আইলা।
তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, দোঁহারে মিলিলা ;
তাঁর ঠাঁই প্রভুর কথা সকল শুনিলা।
মথুরায় আসি মিলিলা সনাতনে ;
দুই জনের সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে।
সনাতন করাইল তাঁরে দ্বাদশাদি বন ;
গোকুলে রহিলা দোঁহে দেখি মহাবন।
সনাতনের গোফাতে দোঁহে রহেন এক ঠাঁই ;
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই।
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই মহাবনে ;
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ সদনে।
সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান ;
মহাবনে ভিক্ষা করি দেন অন্ন পান।
এক দিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল ;
নিত্যকৃত্য করি তিঁহ পাক চড়াইল।
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে ;
এক বহির্বাস তিঁহো দিল সনাতনে।
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া ;
জগদানন্দের বাস দ্বারে বসিলা আসিয়া।

রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাঁহারে পুছিলা :—
'কাঁহাতে পাইলে এই রাতুল বসন ?'
'মুকুন্দ সরস্বতী দিলেন' কহে সনাতন।
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা ;
ভাতের হাঁড়ি হাতে লঞা মারিতে আইলা।
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইলা।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত, হাণ্ডি চুলাতে ধরিলা :—
'তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান ;
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন।
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে ;
কোন্ ঐছে হয় ? ইহা পারে সহিবারে' ?
সনাতন কহে 'সাধু পণ্ডিত মহাশয় !
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়।
ঐছে চৈতন্য নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে ;
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কি মতে ?
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল ;
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল।
রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায় ;
কোন প্রবাসীকে দিব, কি কায উহায় ?'
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল ;
দুই জন বসি তবে প্রসাদ পাইল।
প্রসাদ পাই দুই জনে কৈল আলিঙ্গন ;
চৈতন্য বিরহে দোঁহে করিল ক্রন্দন।
এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে ;
চৈতন্য বিরহ দুঃখ না যায় সহনে।
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে ;
'আমিহ আসিতেছি, রহিতে করহ এক স্থানে।'
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল ;
সনাতন প্রভুকে কিছু বস্ত্র ভেট দিল।

রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা ;
শুষ্ক পক্ক পীলুফল আর গুঞ্জামালা।
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা ;
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া।
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান বিচারিল ;
দ্বাদশাদিত্য ঠিলায় এক মঠ পাইল।
সেই স্থান রাখিল গোঁসাই সংস্কার করিয়া ;
মঠের আগে রাখিল এক চালি বান্ধিয়া।
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ ;
সব ভক্ত সহ গোঁসাই পরম আনন্দ।
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা ;
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা।
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল ;
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল।
সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন বাঁটিয়া ;
বৃন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হঞা।
যে কেহ জানে আঁঠি চুষিতে লাগিল ;
যে না জানে গৌড়িয়া পীলু চাবাইয়া খাইল।
মুখে তার ঝাল গেল, জিহ্বায় পড়ে লালা ;
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক লীলা।
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস ;
এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস।
এক দিন প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতে ;
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে। (১)
গুর্জ্জরীরাগ লঞা সুমধুরস্বরে ;
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগমোহনেরে।
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ ;
স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানি বিশেষ

১ দেবদাসী—জগন্নাথমন্দিরের গায়িকা স্ত্রীগণ।

তাঁরে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা ;
পথে সিজের বারি হয় ফুটিয়া চলিলা।
অঙ্গে কাঁটা লাগিল, কিছু না জানিল ;
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা।
ধাইয়া যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে ;
স্ত্রীগান বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে।
স্ত্রীনাম শুনিতে প্রভুর বাহ্য হইলা ;
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা।
প্রভু কহে 'গোবিন্দ ! আজি রাখিলে জীবন ;
স্ত্রীপরশ হৈলে হৈত আমার মরণ।
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার'।
গোবিন্দ কহে 'জগন্নাথ রাখেন, মুঁই কোন্ ছার' ?
প্রভু কহে 'গোবিন্দ ! মোর সঙ্গে রহিবা ;
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা'।
এত বলি উলটি প্রভু গেলা নিজ স্থানে ;
শুনি মহাভয় পাইল স্বরূপাদি মনে।
এথা তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ; (১)
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য।
কাশী হইতে চলিলা তিঁহো গৌড় পথ দিয়া ;
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাইয়া।
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস ;
বিশ্বাস খানার কায়স্থ তিঁহো রাজবিশ্বাস।
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্য প্রকাশ অধ্যাপক ;
পরম বৈষ্ণব, রঘুনাথ উপাসক।
অষ্ট প্রহর রামনাম জপে রাত্রি দিনে ;
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ দরশনে।
রঘুনাথ ভট্ট সনে পথেতে মিলিলা ;
ভট্টের ঝালি মাথে করি বহিয়া চলিলা।

---

১ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মধ্যঃ ১৭ শঃ পরিচ্ছেদ ৩৮৮ পৃঃ দেখ।

নানা সেবা করি করে পাদ সম্বাহন;
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন।
'তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগবত;
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথ'।
রামদাস কহে 'আমি শূদ্র অধম;
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ ধর্ম্ম।
সঙ্কোচ না কর তুমি তোমার আমি দাস;
তোমার সেবা করিতে হয় হৃদয়ে উল্লাস'।
এত বলি ঝালি বহেন, করেন সেবনে;
রঘুনাথের তারক মন্ত্র জপেন রাত্রি দিনে।
এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে;
প্রভুর চরণে যাই মিলিলা কুতূহলে।
দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে;
প্রভু রঘুনাথ জানি কৈল আলিঙ্গনে।
মিশ্র শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা;
মহাপ্রভু তাঁসবার বার্ত্তা পুছিলা।
'ভাল হৈল আইলা, দেখ কমললোচন;
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন'।
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইল;
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইল।
এইমত প্রভুসঙ্গে রহিলা অষ্টমাস;
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস।
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ;
ঘর ভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন।
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ;
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম।
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন;
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ।
রামদাস বিশ্বাস যদি প্রভুরে মিলিলা;
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা।

অন্তরে মুমুক্ষ তিঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্ ;
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস ;
পট্টনায়কের গোষ্ঠিকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ।
অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল ;
'বিবাহ না করিও' বলি নিষেধ করিল।
'বৃদ্ধ মাতা পিতার যাই করহ সেবন ;
বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।
পুনরপি একবার আসিও নীলাচলে'।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে।
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা ;
প্রেমে গরগর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা।
স্বরূপ আদি ভক্ত ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগিয়া ;
বারাণসী আইল ভট্ট প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
চারি বৎসর ঘরে পিতা মাতা সেবা কৈলা ;
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঁঞি ভাগবত পড়িলা।
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা ;
পুনঃ প্রভুর ঠাঁঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া।
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু পাশে ছিলা ;
অষ্টমাস রহি প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা।
'আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাও বৃন্দাবনে ;
তাঁহা যাই রহ রূপ সনাতন স্থানে।
ভাগবত পড় সদা লও কৃষ্ণনাম ;
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্'।
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা ;
প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ;
জগন্নাথের চৌদ্দ হাত তুলসীর মালা ;
ছুটাপানবিঁড়া মহোৎসবে পাঞা ছিলা।
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা ;
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা।

প্রভু ঠাঁই আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে ;
আশ্রয় করিলা আসি রূপ সনাতনে।
রূপ গোঁসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন ;
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তাঁর মন।
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে ;
নেত্ররোধ করে বাষ্প, না পারে পড়িতে।
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ ;
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে ;
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে।
গোবিন্দ চরণে কৈল আত্ম সমর্পণ ;
গোবিন্দ চরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন।
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল ;
বংশীমকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল।
গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনেন, না কহেন জিহ্বায় ;
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়।
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি শুনে কাণে ;
সবে কৃষ্ণ ভজন করে এই মাত্র জানে।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে ;
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধি লন গলে।
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ প্রেম অনর্গল ;
এইত কহিল তাঁতে চৈতন্য কৃপাফল।
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবনে আগমন ;
তার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ।
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা প্রেমফল ;
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল।
যে এই সব কথা শুনে শ্রদ্ধা করি ;
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ বৃন্দাবন গমনং নাম ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ ॥১৩॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদযদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতে হধুনা ॥১২৩॥

'গৌরাঙ্গঃ' 'কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিভ্রান্ত্যা' করণয়া 'মনসা' 'বপুষা' শরীরেণ 'ধিয়া' বুদ্ধিযোগেন 'যদ্‌যৎ' ভাবচেষ্টাদিকং 'ব্যধত্ত' প্রকটীচকার ; 'অধুনা' সম্প্রতি শেষগ্রন্থে 'তল্লেশঃ' তেষাং অল্পাংশঃ 'কথ্যতে' ॥১২৩॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত ভ্রান্তিবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মনে, শরীরে এবং বুদ্ধিতে যে সকল ভাব চেষ্টাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সম্প্রতি গ্রন্থশেষভাগে তাহারই কিছু কিছু বর্ণনা করা যাইতেছে ॥১২৩॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! স্বয়ং ভগবান ;
জয় জয় গৌরচন্দ্র ! ভক্তগণ প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ ! চৈতন্য জীবন ;
জয়াদ্বৈতাচার্য্য ! জয় গৌর প্রিয়তম !
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভু ভক্তগণ !
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন।
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর ;
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর।
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে ?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে।
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রঘুনাথ দাস ;
এ দোঁহার কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ।

সে কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে ;
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে।
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন ;
সংক্ষেপ বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন।
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার ;
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার।
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন ;
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবে প্রেমধন।
কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে দশা হইল ;
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল।
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ ;
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ।
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান ;
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান।
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময় ?
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবে সপ্তত্রিংশাধিক-শতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যা স্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ' ॥ ১২৪ ॥

'কামপি' অনির্ব্বচনীয়াং 'গতিং' দশাং 'উপেয়ুষঃ' প্রাপ্তবতঃ 'এতস্য' 'মোহনাখ্যস্য' অধিরূঢ়মহাভাবস্য 'ভ্রমাভা' ভ্রমোৎপাদনকারিণী 'কাপি' অনির্ব্বচনীয়া 'বৈচিত্রী' 'দিব্যোন্মাদঃ' 'ইতি' 'ঈর্য্যতে' কথ্যতে। 'উদ্ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদ্যাঃ' 'বহবঃ' 'তদ্ভেদাঃ' তস্য দিব্যোন্মাদস্য বহবঃ প্রকারভেদাঃ 'মতাঃ' কথিতাঃ। মধ্যলীলায়াঃ ত্রয়োবিংশতিতমপরিচ্ছেদে পঞ্চাশীত্যধিক-পঞ্চশততমপৃষ্ঠায়াং ব্যাখ্যাস্যানুসন্ধেয়া ॥১২৪॥

অধিরূঢ় মহাভাবের মোহনাখ্যভাব কোন অনির্ব্বচনীয়

অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে ভ্রমময়ী বৈচিত্রী উৎপাদন করে; তাহাকেই দিব্যোন্মাদ বলা যায়। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পা প্রভৃতি ইহার আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। মধ্য-লীলা ২৩ পরিচ্ছেদে ৫৮৫ পৃষ্ঠায় ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যাইবে ॥ ১২৪ ॥

এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন;
কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখেন স্বপন।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন;
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন।
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন;
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা;
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান কৈলা।
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা;
জাগিলে স্বপ্ন জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা।
দেহাভ্যাসে নিত্য কৃত্য করি সমাপন;
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন।
যাবৎ কাল দর্শন করে গরুড়ের আগে;
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে।
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা;
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া।
দেখি গোবিন্দ আস্তে ব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জ্জিল;
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিল।
'আদিবস্যা! এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন;
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন'।
আস্তে ব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিল;
মহাপ্রভুকে দেখি তাঁর চরণ বন্দিল।
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা;
'এত আর্ত্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা।

'জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে ;
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে।
অহো ! ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায় ;
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়।
পূর্ব্বে আমি যবে কৈল জগন্নাথ দরশন ;
জগন্নাথ দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
স্বপ্নে দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন ;
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলী বদন'।
এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ;
জগন্নাথ বলরামের স্বরূপ দেখিল।
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন ;
কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম ? কাঁহা বৃন্দাবন ?
প্রাপ্ত রত্ন হারাইলা, ঐছে ব্যগ্র হৈলা ;
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাঁসা আইলা।
ভূমি উপর বসি নিজ নখে ভূমি লিখে ;
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছুই না দেখে।
'পাইনু বৃন্দাবননাথ, পুনঃ হারাইনু ;
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ ? কাঁহা মুঞি আইনু' ?
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন ;
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন।
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য ;
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য।
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দে লঞা ;
আপন মনের ভাব কহে উঘারিয়া।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ।

'প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং স্বেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ' ॥ ১২৫ ॥

'স্বরূপরামানন্দৌ প্রতি চৈতন্যবাক্যং। 'মে' মম 'আত্মা' 'গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকঃ' গৃহীতঃ কাপালিকস্য যোগিনঃ ধর্ম্মো যেন স তাদৃশঃ সন্ 'বৃন্দাবনং' কৃষ্ণবিহারস্থানং 'যযৌ'। কীদৃশঃ আত্মা? 'প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ' প্রাপ্তঃ সন্ প্রণষ্টঃ অচ্যুত এব বিত্তং রত্নং যেন সঃ। পুনঃ 'বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ' বিষাদেন কৃষ্ণবিরহেণ হেতুনা উজ্ঝিতঃ ত্যক্তঃ দেহ এব গৃহং যেন সঃ। পুনঃ 'স্বেন্দ্রিয় শিষ্য বৃন্দঃ' স্বস্য ইন্দ্রিয়মেব শিষ্যবৃন্দং যস্য সঃ ॥১২৫॥

স্বরূপ রামানন্দকে শ্রীচৈতন্য বলিতেছেনঃ—আমার আত্মা কৃষ্ণরত্ন হারাইয়া দেহরূপ গৃহ পরিত্যাগ করতঃ কাপালিকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয় রূপ শিষ্যবৃন্দ সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে ॥ ১২৫ ॥

যথা রাগঃ।

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল;
রায় স্বরূপের কণ্ঠে ধরি, কহে 'হাহা! হরি! হরি'!
ধৈর্য্য গেল হইল চপল।
'শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী;
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদ ধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর;
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণালাউ থালি ধরি,
আশা ঝুলি স্কন্ধের উপর।
চিন্তা কান্থা উড়ে গায়, ধূলি বিভূতি মলিন কায়,
'হাহা! কৃষ্ণ' প্রলাপ উত্তর;
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলনী মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর।
ব্যাস শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণআত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ;

ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছেন বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ি অনুক্ষণ।
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিনু গমন ;
মোর দেহ স্বসদন, (১) বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে ;
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল মূল পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে।
কৃষ্ণগুণ রূপরস, শব্দ গন্ধ পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ ;
তাঁ'সবার গ্রাস শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখিল জীবন।
শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ ;
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ।
মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয় ;
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয়'।
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয় ;
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে পঞ্চষষ্টিতম-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

'চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ' ॥ ১২৬ ॥

১ মোর দেহ স্বসদন—'সুস্বাদন' পাঠও আছে।

'অত্র' সন্দর্ভে 'দশদশাঃ' কথিতাঃ। দশদশামাহ 'চিন্তা' ইষ্টপ্রাপ্তয়ে চিন্তনং 'জাগরোদ্বেগৌ' জাগরঃ নিদ্রাভাবঃ উদ্বেগঃ ব্যাকুলতা 'তানবং' ক্ষীণতা 'মলিনাঙ্গতা' 'প্রলাপঃ' অসম্বদ্ধভাষণং 'ব্যাধিঃ' পীড়া 'উন্মাদঃ' বাতুলতা, 'মোহঃ' মূর্চ্ছা 'মৃত্যুঃ' স্পন্দনরাহিত্যং ॥১২৬॥

চিন্তা, অনিদ্রা, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, অঙ্গমালিন্য, প্রলাপ, পীড়া, উন্মত্ততা, মোহ এবং নিস্পন্দতা এই দশটী লক্ষণের নাম দশদশা ॥ ১২৬ ॥

এই দশা দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে ;
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে।
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা ;
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান ;
দুইজনে কিছু কৈল প্রভুর বাহ্যজ্ঞান।
এইমতে অর্দ্ধরাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ ;
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে ;
স্বরূপ গোঁসাই গোবিন্দ শুইলেন দ্বারে।
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ ;
উচ্চকরি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে ;
তিন দ্বার দেওয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে।
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া ;
প্রভু চাহি বুলে সবে দিয়াটি জ্বালিয়া।
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঁঞি ;
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোঁসাঞি।
দেখি স্বরূপ গোঁসাই আদি আনন্দিত হৈলা ;
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিত হইলা।
প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘে হাত পাঁচ ছয় ;
অচেতন দেহ, নাশায় শ্বাস নাহি বয়।

একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত;
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তাত।
হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত;
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত।
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা;
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া।
মুখে লালা ফেণা প্রভুর উত্তান নয়ন;
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ।
স্বরূপ গোঁসাই তবে উচ্চ করিয়া;
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্ত লঞা।
বহু ক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিল;
'হরিবোল' বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিল।
চেতন পাইতে অস্থি সন্ধি লাগিল;
পূর্ব্ব প্রায় যথাবত শরীর হইল।
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস;
চৈতন্য স্তব কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে চতুর্থ শ্লোকঃ
'ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথৎ শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বাবাণ্যা বিকলং গদগদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি'॥ ১২৭॥

'শ্রীগৌরাঙ্গঃ' মম 'হৃদয়ে' 'উদয়ন্' সন্ 'মাং' 'মদয়তি' বিপুলং হর্ষয়তি; স কিং কুর্ব্বন্? 'ক্বচিৎ' কস্মিংশ্চিৎ সময়ে 'মিশ্রাবাসে' কাশীমিশ্রস্যাবাসে 'ব্রজপতিসুতস্য' কৃষ্ণস্য 'উরুবিরহাৎ' প্রবলবিরহযাতনাহেতোঃ 'শ্লথৎ শ্রীসন্ধিত্বাৎ' শিথিলতাং গতং শ্রীসন্ধিত্বং সংযোগত্বং তস্মাৎ হেতুভূতাৎ 'ভুজপদোঃ' হস্তপাদয়োঃ 'অধিকদৈর্ঘ্যং' 'দধৎ' সন্; পুনঃ 'ভূমৌ' 'কাক্বা' 'বাণ্যা' 'লুঠন্' সন্; পুনঃ 'গদগদবচা' করণয়া 'বিকলং' যথা স্যাত্তথা 'রুদন্' সন্॥১২৭॥

কোন সময়ে কাশীমিশ্রের আলয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রবল বিরহযাতনাহেতু শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গসন্ধিসকল শিথিল হইয়া হস্তপদ অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল ; তখন তিনি 'কা, কা' বলিয়া ভূমিতে অবলুণ্ঠন করিতে করিতে গদগদ বচনে ও বিকলচিত্তে কত রোদন করিয়াছিলেন। আহা ! এখনও সেই ছবি হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে ॥ ১২৭ ॥

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল ,
'কাঁহা ? কর কি ?' এই স্বরূপে পুছিল।
স্বরূপ কহে 'উঠ প্রভু চল নিজ ঘর ;
তথাই তোমারে সব করিব গোচর'।
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেল ;
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল।
শুনি মহাপ্রভু বড় হৈল চমৎকার ;
প্রভু কহে 'কিছু স্মৃতি নাহিক আমার।
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান ;
বিদ্যুৎ প্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্ধান'।
হেনকালে জগন্নাথের পানি শঙ্খ বাজিল ;
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল।
এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার ;
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার।
লোকে নাহি দেখে, ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি ;
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী চূড়ামণি।
শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয় ;
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়।
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি ;
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি।

এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে;
চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে।
গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা;
পর্ব্বত দিকেতে প্রভু ধাইয়া চলিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

'হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় সূযবস কন্দর কন্দমূলৈঃ' ॥ ১২৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২১২ শ্লোঃ ৪০৭ পৃঃ দেখ ॥১২৮॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে;
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে।
ফুকার পড়িল, মহাকোলাহল হৈল;
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল।
স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত গদাধর;
রামাই, নন্দাই, নিলাই, পণ্ডিত শঙ্কর।
পুরী ভারতী গোঁসাই আইলা সিন্ধুতীরে;
ভগবান্ আচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে।
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি;
স্তম্ভভাব পথে হৈল, চলিতে নাহি শক্তি।
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার;
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার।
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার;
কণ্ঠে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার।
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার;
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনা ধার।

বৈবর্ণ্যশঙ্খ প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ ;
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ।
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা ;
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা।
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন ;
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গসংবীজন।
স্বরূপাদি গণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা ;
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা।
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্বিক বিকার ;
আশ্চর্য্য সাত্বিক দেখি হৈলা চমৎকার।
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে ;
সুশীতল জলে করে অঙ্গ সম্মার্জ্জনে।
এইমত বহুবার করিতে করিতে ;
'হরিবোল' বলি প্রভু উঠিলা আচম্বিতে।
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি ;
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি।
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায় ;
যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায়।
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য হৈল ;
স্বরূপ গোঁসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিলঃ—
'গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল ?
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল।
ইহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে ;
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণে।
গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু ;
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু।
বেণুনাদ শুনি আইল রাধা ঠাকুরাণী ;
সব সখিগণ সঙ্গে করিয়া সাজনি।
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে ;
সখিগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে।

'হেন কালে তুমি সব কোলাহল কৈলা ;
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইঁহা লঞা আইলা।
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে ?
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে'।
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন ;
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন।
হেন কালে আইলা পুরী ভারতী দুই জন ;
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম।
নিপট বাহ্য হৈলে প্রভু দোঁহাকে বন্দিলা ;
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা।
প্রভু কহে 'দোঁহে কেন আইলা এত দূরে' ?
পুরী গোঁসাঞি কহে 'তোমার নৃত্য দেখিবারে'।
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে ;
সমুদ্রের ঘাটে আইলা সব বৈষ্ণব সনে।
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা ;
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা।
এইত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব ;
ব্রহ্মাণ্ড কহিতে নারে যাহার প্রভাব।
চটক গিরি গমন লীলা রঘুনাথ দাস ;
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে অষ্টমশ্লোকে রঘুনাথ দাস বাক্যং।

'সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো গণৈঃ
স্বৈ র্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি' ॥ ১২৯ ॥

'নীলাদ্রেঃ' জগন্নাথক্ষেত্রস্য 'সমীপে' নিকটে 'চকটগিরিরাজস্য' চটক-

নামপর্ব্বতরাজস্য 'কলনাৎ' দর্শনাদ্ধেতোঃ 'গোষ্ঠে' বৃন্দাবনগোষ্ঠে 'গোবর্দ্ধন গিরিপতিং' 'লোকিতুং' দ্রষ্টুম্ 'ইতঃ' অস্মাৎ স্থানাৎ অহং'ব্রজন্' গচ্ছন্ 'অস্মি' 'ইত্যুক্তা' ইতি কথয়িত্বা যো গৌরাঙ্গঃ 'প্রমদ ইব' প্রমত্ত ইব 'ধাবন্' সন্ 'স্বৈঃ' স্বকীয়ৈঃ 'গণৈঃ'ভক্তগণৈঃ পশ্চাৎ 'অবধৃতঃ' ধৃতঃ ; 'অয়ে' বিস্ময়ে সঃ 'গৌরাঙ্গঃ' মম 'হৃদয়ে' 'উদয়ন্' সন্ 'মাং' 'মদয়তি' অতিশয়েন হর্ষয়তি ॥১২৯॥

নীলাদ্রির সমীপস্থ চটকগিরি দর্শন করিয়া 'এখান হইতে আমি বৃন্দাবনগোষ্ঠে গোবর্দ্ধন দর্শন করিতে যাই' বলিয়া যিনি উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইলে পশ্চাৎ আগত নিজগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন ; আহা ! সেই গৌরাঙ্গমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষোন্মত্ত করিতেছে ॥ ১২৯ ॥

এবে প্রভু যত কৈল অলৌকিক লীলা ;
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ?
সংক্ষেপ করিয়া করি দিগ্ দরশন ;
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরিগমনরূপ দিব্যোন্মাদ বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশপরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ৩০ ॥

'দুর্গমে' ব্রহ্মাদেরপি দুষ্প্রাপ্যে 'কৃষ্ণভাবাব্ধৌ' কৃষ্ণভাবসমুদ্রে 'নিমগ্নো-

ন্মগ্ন চেতসা' নিমগ্নং উন্মগ্নঞ্চ ভাসমানঞ্চ চেতো যস্য তেন 'গৌরেণ' 'হরিণা' ভগবতা 'প্রেমমর্য্যাদা' 'ভূরি' অপর্য্যাপ্তং 'দর্শিতা' ॥১৩০॥

ব্রহ্মাদিরও অগম্য কৃষ্ণভাবসাগরে নিমগ্ন ও ভাসমান হইয়া গৌরহরি অপর্য্যাপ্তরূপে প্রেমমর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন। ১৩০।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর !
জয় নিত্যানন্দ ! পূর্ণানন্দ কলেবর।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য ! কৃষ্ণচৈতন্য প্রিয়তম ;
জয় জয় শ্রীবাসাদি ! প্রভুর ভক্তগণ।
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে ;
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে।
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি ;
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি, তিন রীতে প্রভুর স্থিতি।
স্নান, দর্শন, ভোজন, দেহস্বভাবে হয় ;
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়।
এক দিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন ;
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ ;
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
এক মন পঞ্চ দিকে পঞ্চগুণ টানে ;
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে।
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল ;
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইল।
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন লঞা ;
বিলাপ করেন দোঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া।
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন ;
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা কারণ।
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ ;
শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহারে করিয়া বিলাপ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে তৃতীয়শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং

'সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে'॥১৩১

হে 'আলি' সখি 'সঃ' 'শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ' কৃষ্ণঃ 'বলাৎ' 'মে' মম 'পঞ্চেন্দ্রিয়াণি' 'কর্ষতি'। কীদৃশঃ সঃ? 'সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ' সৌন্দর্য্যমেব অমৃতসিন্ধুস্তস্য ভঙ্গ স্তরঙ্গ স্তেন ললনানাং চিত্তমেব অদ্রিঃ পর্ব্বত স্তং সংপ্লাবয়িতুং শীলং যস্য সঃ। পুনঃ 'কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ' কর্ণং আনন্দয়িতুং শীলং যস্য তৎ তেন নর্ম্মেণ স্মিতেন সহ রম্যং বচনং যস্য সঃ। পুনঃ 'কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ' কোটীন্দুতুল্যং শীতলঃ অঙ্গো যস্য সঃ। 'সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ' সৌরভ্যমেব অমৃতসংপ্লবঃ অমৃতসমুদ্র স্তেন আবৃতং জগৎ যেন সঃ। 'পীযূষরম্যাধরঃ' পীযূষবৎ রম্যঃ সুন্দরঃ অধরঃ যস্য সঃ ॥১৩১॥

সৌন্দর্য্য রূপ অমৃতসিন্ধুর তরঙ্গাঘাতে ললনাদিগের চিত্তাদ্রিকে প্লাবিত করিয়া, সস্মিত মধুর বচনে কর্ণযুগলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া, কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল অঙ্গ বিন্যাস করিয়া, সৌরভের অমৃতসংপ্লবে জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া, ও পীযূষ তুল্য অধরকান্তি বিকাশ করিয়া, গোপেন্দ্রনন্দন আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন। ১৩১।

যথা রাগ।

'কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ অধররস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায়;

'দেখি লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায়।
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ!
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুগণ,
সবে কহে 'হর পরধন' ॥ ধ্রু ॥
এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচে পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে ধায়?
এক কালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায়।
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ;
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন।
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
এক বিন্দু জগত ডুবায়;
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়।
কৃষ্ণের বচন মাধুরী, নানা রস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহন না যায়;
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়।
কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল?
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন;
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন।
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্য ভর, মৃগমদ মনোহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব ধন।
জগত নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাঁসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ।

'কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন ;
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূল ধন'।
এত কহি গৌরহরি, দুই জনার কণ্ঠ ধরি,
কহে 'শুন স্বরূপ রামরায় !
কাঁহা করোঁ ? কাঁহা যাঁও ? কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঁও ?
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়'।
এইমত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে ;
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে।
দুই জন প্রভুকে করেন আশ্বাসন ;
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন।
কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ ;
ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ।
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে ;
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে।
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া ;
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া।
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল ;
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল।
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা ;
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে নবম-শ্লোকে বৃক্ষাদীন্ প্রতি গোপীবাক্যং।

'চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্ব্বর্কবিল্লবকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভাবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ' ॥ ১৩২ ॥

হে 'চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ' চূতাম্রয়োরবান্তরজাতিভেদঃ চূতো লতাজাতিঃ আম্রো বৃক্ষজাতিঃ, কদম্বনীপয়োশ্চ অবান্তরজাতিভেদঃ। পনসঃ কণ্টকীফলং অসনঃ পীতসালঃ কোবিদারঃ যুগপত্রকঃ কোয়িলাৰ ইতি বিন্ধ্যাদৌ খ্যাতঃ; হে চূতাদয়ঃ! যে' 'অন্যে' 'পরার্থভবকাঃ' পরার্থমেব ভবো জন্মো যেষাং তে 'যমুনোপকূলাঃ' যমুনায়া কূলসমীপে বর্ত্তমানা তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবন্তঃ রহিতাত্মনাং' শূন্যচেতসাং 'নঃ' অস্মাকং 'কৃষ্ণপদবীং' কৃষ্ণস্য মার্গং 'শংসন্তু' কথয়ন্তু ॥১৩২॥

গোপীগণ বিলাপ করিতেছেন ঃ—হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ল বকুল! হে আম্র! হে কদম্ব! হে নীপ! হে অপরাপর বৃক্ষ সকল! তোমরা যমুনাতীর্থবাসী, পরোপকারের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আমরা কৃষ্ণবিরহে আত্মহারা হইয়াছি; কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন? আমাদিগকে ষলিয়া দাও।১৩২।

তথাহি তত্রৈব সপ্তমশ্লোকে তুলসীং প্রতি গোপীবাক্যং।

'কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ' ॥১৩৩॥

হে 'কল্যাণি' 'গোবিন্দচরণপ্রিয়ে' 'তুলসি' 'অলিকুলৈঃ' 'সহ' 'ত্বা ত্বাং 'বিভ্রৎ' তব 'অতিপ্রিয়ঃ' 'অচ্যুতঃ' কৃষ্ণঃ তয়া 'কচিৎ' কিং 'দৃষ্টঃ' ॥১৩৩॥

হে কল্যাণি! গোবিন্দচরণপ্রিয়ে! তুলসি! ভগবান্ অচ্যুত অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করিয়াথাকেন; তুমি কি তোমার সেই প্রিয়তমকে দেখিয়াছ?। ১৩৩।

তথাহি তত্রৈব অষ্টমশ্লোকে মালত্যাদীন্ প্রতি গোপীবাক্যং।

'মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ' ॥ ১৩৪ ॥

হে 'মালতি' হে 'মল্লিকে' হে 'জাতি' হে 'যূথিকে' যুষ্মাভিঃ 'কচ্চিৎ'

কং 'বঃ' যুষ্মাকং 'মাধবঃ' 'অদর্শি' দৃষ্টঃ। 'করস্পর্শেন' 'বঃ' যুষ্মাকং 'প্রীতিং' 'জনয়ন্' সন্ সঃ 'যাতঃ' কিং ॥১৩৪॥

হে মালতি! মল্লিকে! জাতি! যূথিকে! তোমরা কি তোমাদের মাধবকে দেখিয়াছ? করস্পর্শে তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া তিনি কি এই পথে গিয়াছেন? । ১৩৪।

'আম্র! পনস! পিয়াল! জম্বু! কোবিদার!
তীর্থবাসী সবে, কর পর উপকার।
কৃষ্ণ তোমার ইহা আইলা? পাইলা দর্শন?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন'।
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান;
'এ সব পুরুষ জাতি সখার সমান;
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়?
এই স্ত্রীজাতি লতা আমার সখী প্রায়;
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পেয়েছে দর্শনে'।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে:—
'তুলসি! মালতি! যূথি! মাধবি! মল্লিকে!
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে?
তুমি সব হও আমার সখীর সমান;
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ'।
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে;
'এই কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে'।
আগে মৃগগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা;
তার মুখ দেখি পুছেন নির্ণয় করিয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে হরিণীং প্রতি গোপীবাক্যং।

'অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ

কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ' ॥ ১৩৫ ॥'

হে 'সখি' 'এণপত্নি' মৃগপত্নি! 'অচ্যুতঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'প্রিয়য়া' প্রধানগোপ্যা সহ 'গাত্রৈঃ' সুন্দরমুখবাহ্বাদিভিঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'দৃশাং' নেত্রানাং 'সুনির্বৃতিং' পরিতৃপ্তিং 'তন্বন্' বিস্তারয়ন্ সন্ 'ইহ' অস্মিন্ স্থানে 'উপগতঃ' সমীপং গতঃ 'অপি' কিং? যদুক্তং তৎ দ্যোতয়ন্তি, যতঃ 'কুলপতেঃ' কৃষ্ণস্য 'কুন্দস্রজঃ' কুন্দপুষ্পমালায়াঃ 'গন্ধঃ' 'ইহ' 'বাতি' আগচ্ছতি। কীদৃশায়াঃ কুন্দস্রজঃ? 'কান্তাঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ' কান্তায়া অঙ্গসঙ্গত স্তৎ কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ ॥ ১৩৫ ॥

হে সখি মৃগপত্নি! অচ্যুত স্বীয় কান্তার সহিত এখানে আসিয়া তদীয় সুন্দরাঙ্গ দেখাইয়া তোমাদের কি নয়নরঞ্জন করিয়াছিলেন? কারণ তাঁহার কুন্দমালা তদীয় কান্তার বক্ষঃ সংসর্গ হেতু কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়া যে গন্ধ বিকীর্ণ করিয়াছিল, সেই গন্ধ এখানে পাওয়া যাইতেছে। ১৩৫।

'কহ মৃগি! রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা
তোমায় সুখ দিতে আইলা?—নাহিক অন্যথা।
রাধার প্রিয়সখী মোরা নহি বহিরঙ্গ;
দূর হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গগন্ধ।
রাধাঅঙ্গসঙ্গে কুচকুঙ্কুমভূষিত
কৃষ্ণ কুন্দমালা গন্ধে বায়ু সুবাসিত।
কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা, ইঁহ বিরহিণী;
কিবা উত্তর দিবে? এই না শুনে কাহিনী।
আগে বৃক্ষগণ দেখি ফল পুষ্পভরে;
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে।
কৃষ্ণে দেখি এই সব করে নমস্কার';
কৃষ্ণ গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে তরূন্ প্রতি গোপীবাক্যং।

'বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈ র্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ ব স্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ' ॥ ১৩৬।

হে 'তরবঃ' 'রামানুজঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'গৃহীতপদ্মঃ' গৃহীতং লীলাপদ্মং যেন সঃ 'প্রিয়াংসে' প্রিয়ায়াঃ স্কন্ধে 'বাহুং বামভুজং 'উপধায়' সংরক্ষ্য 'মদান্ধৈঃ' 'তুলসিকালিকুলৈঃ' তুলসিকায়াঃ অলিকুলৈঃ অতস্তদামোদ-মদান্ধৈঃ 'অন্বীয়মানঃ' অনুগম্যমানঃ 'ইহ' অস্মিন্ স্থানে 'চরন্' সন্ 'বঃ' যুষ্মাকং 'প্রণামং' 'প্রণয়াবলোকৈঃ' 'কিং' 'বা' 'অভিনন্দতি' অঙ্গী-করোতি ? ॥ ১৩৬ ॥

হে বৃক্ষগণ! প্রিয়ার স্কন্ধে বামভুজ স্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণকরে লীলাকমল গ্রহণ করিয়া তুলসীগন্ধে উন্মত্ত অলিকুল কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া রামানুজ কৃষ্ণ এখানে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রেমপূর্ণনয়নে তোমাদের প্রণাম কি অঙ্গীকার করিয়াছেন ? । ১৩৬ ।

'প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে ;
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে।
তোমার প্রণাম কি করিয়াছে অবধান ?
কিবা নাহি করে ? কহ বচন প্রমাণ।
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত ;
কিবা উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত'।
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে ;
দেখে তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে।
কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন ;
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগতের নেত্র মন।

সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা ;
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া।
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল ;
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল।
পূর্ব্ববৎ সবে মিলি করাইল চেতন ;
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন।
'কাঁহা গেলা কৃষ্ণ ? এখনি পাইনু দর্শন ;
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র মন।
পুনঃ কেন না দেখিয়ে মুরলী বদন ?
তাঁহার দর্শন লোভে ভ্রময়ে নয়ন'।
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা ;
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে চতুর্থশ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।

'নবাম্বুদলসদ্দ্যুতি র্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাং' ॥১৩৭॥

হে 'সখি' বিশাখে ! 'সঃ' 'মদনমোহনঃ' মদনং কামং কামনারূপং মোহয়িতুম্ শীলং যস্য স নন্দনন্দনঃ 'মে' মম 'নেত্রস্পৃহাং' নয়নানন্দং 'তনোতি' বিস্তারয়তি ; 'কীদৃশঃ সঃ' ? 'নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ' নবমেঘানাং লসন্তী দীপ্যন্তী দ্যুতিরঙ্গকান্তি র্যস্য সঃ। পুনঃ 'নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ' নূতনবিদ্যুদ্বৎ মনোজ্ঞং শোভনং অম্বরং পীতবস্ত্রং যস্য সঃ। পুনঃ 'সুচিত্রমুরলীমুখঃ' সুচিত্রা রত্নাদিভিরলঙ্কৃতা মুরলী বংশী মুখে যস্য সঃ। পুনঃ 'শরদমন্দচন্দ্রাননঃ' শরৎকালীনপূর্ণচন্দ্রবৎ শোভনং আননং যস্য। পুনঃ 'ময়ূরদলভূষিতঃ' ময়ূরপিচ্ছৈরলঙ্কৃতঃ ; পুনঃ 'সুভগতারহারপ্রভঃ' সুভগৈঃ সুন্দরৈ স্তারৈঃ মুক্তাদিভিঃ করণৈঃ বক্ষসি হারস্য প্রভা যস্য সঃ ॥ ১৩৭ ॥

হে সখি ! মদনমোহন নন্দনন্দন আজ আমার নয়নের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। নবঘন প্রভায় তাঁহার অঙ্গকান্তি

দীপ্যমান; নব সৌদামিনীর ন্যায় তাঁহার পিতাম্বর মনোজ্ঞ; তাঁহার মুখে রত্নখচিত মুরলী শোভা পাইতেছে; তাঁহার মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধশোভাযুক্ত; ময়ূরপুচ্ছে শিরোদেশভূষিত; এবং সুন্দর মুক্তাহারের প্রভায় বক্ষঃস্থল সমুজ্জ্বল। ১৩৭।

'নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল;
জিনি উপমারগণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল।
কহ সখি! কি করি উপায়?
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ ধ্রু ॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল;
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল।
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূর চয়;
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয়।
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল;
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে,
মরে চাতক, পীতে না পাইল'।
পুনঃ কহে 'হায়! হায়! পড় পড় রামরায়'!
কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে;
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক,
আপনি প্রভু করেন ব্যাখ্যানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে ষট্-
ত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং।

'বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তবকুণ্ডলশ্রি
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ' ॥ ১৩৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৫০ শ্লোঃ ৬০৬ পৃঃ দেখ ॥ ১৩৮ ॥

যথা রাগঃ।

'কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ,
তাতে অধরমধুরস্মিত চার ;
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার।
বান্ধব ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার ;
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারীমৃগীমর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ধ্রু ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় ;
সস্মিত কটাক্ষ বাণে, তাসবার হৃদয়ে হানে,
নারী বধে নাহি কিছু ভয়।
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষঃ ;
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মন বক্ষঃ
হরি দাসী করিবারে দক্ষ।
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায় ;
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে
মরে নারী সে বিষজ্বালায়।
কৃষ্ণকরপদতল, কোটিচন্দ্র সুশীত
জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন ;

একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালাবিষনাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীমন'।
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে একশ্লোক;
এই শ্লোক পাঞা রাধা, বিশাখাকে কহে রাধা,
উঘারিয়া হৃদয়ের শোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে সপ্তমশ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং।

'হরিন্মণিকবাটিকা প্রততিহারি বক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাং' ॥১৩৯॥

হে 'সখি' 'সঃ' 'মদনমোহনঃ' নন্দনন্দনঃ 'মে' মম 'বক্ষঃস্পৃহাং' বক্ষসঃ লালসাং তমালিঙ্গয়িতুমিত্যর্থঃ 'তনোতি' বিস্তারয়তি। কীদৃশঃ সঃ? 'হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততিহারিবক্ষঃস্থলঃ' হরিন্মণিভিঃ ইন্দ্রনীলমণিভিঃ খচিতায়াঃ কবাটিকায়াঃ যা প্রততিঃ বিস্তারঃ তং হর্ত্তুং শীলং যস্য তৎসদৃশং বক্ষঃস্থলং যস্য সঃ; পুনঃ 'স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ' স্মরার্ত্তানাং কন্দর্পপীড়িতানাং তরুণীনাং যুবতীনাং মনসাং কলুষং পীড়াদিকং হর্ত্তুং শীলং যস্য তৎসদৃশং দোরেব বাহুযুগলমেব অর্গলং বক্ষঃস্থলকবাটিকায়াঃ বন্ধনকাষ্ঠং যস্য সঃ; পুনঃ 'সুধাংশুহরিচন্দোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ' সুধাংশুঃ চন্দ্রকিরণং হরিচন্দনং শীতলচন্দনবিশেষঃ উৎপলং নীলপদ্মং সিতাভ্রঃ কর্পূরঃ এতেভ্যঃ শীতঃ শীতলঃ অঙ্গঃ গাত্রং যস্য সঃ॥ ১৩৯॥

হে সখি! মদনমোহন নন্দনন্দন তাঁহাকে আলিঙ্গন করাইবার জন্য আমার বক্ষঃলালসা বর্দ্ধন করিতেছেন। আহা! তাঁহার বক্ষঃস্থল মরকতমণিখচিত কবাটিকার বিস্তারকেও পরাজিত করিয়াছে; ভুজরূপ অর্গল স্মরপীড়িত যুবতীদিগকে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের মনের ক্লেশাদি হরণ

করিতে সুদক্ষ ; আর চন্দ্রকিরণ, হরিচন্দন, নীলোৎপল এবং কর্প্ূরাদি হইতেও তাঁহার অঙ্গ সুশীতল। ১৩৯।

প্রভু কহে 'কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু ;
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু।
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় এক স্থানে ;
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং।

'তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত' ॥ ১৪০ ॥

'তাসাং' তাদৃশীনাং গোপীনাং 'তৎসৌভগমদং' তং সৌভাগ্যহেতুকং গর্ব্বং 'মানঞ্চ' তং মানঞ্চ 'বীক্ষ্য' 'কেশবঃ' কশ্চ ব্রহ্মাচ ঈশশ্চ শিবশ্চ তৌ বয়তে যঃ সঃ সর্ব্বশক্তিমানিত্যর্থঃ গর্ব্বং প্রতি 'প্রশমায়' দমনায় মানন্তু প্রতি 'প্রসাদায়' প্রসাদনায় 'তত্রৈব' স্থানে 'অন্তরধীয়ত' অন্তরধাৎ ॥ ১৪০ ॥

সেই গোপীদিগের সৌভাগ্যজনিত অহঙ্কার ও মান দেখিয়া তাহার প্রশমন ও তাঁহাদের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ কেশব সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। ১৪০।

স্বরূপ গোঁসাঞিকে কহে 'গাও এক গীত ;
যাতে আমার হৃদয়ের হয় ত সম্বিত'।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে মধুর করিঞা
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা।

তথাহি পদং গীতগোবিন্দে দ্বিতীয়সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে সখীং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।

'রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং' ॥ ১৪১ ॥

হে 'সখি'! 'ইহ' বৃন্দাবনপুলিনে 'রাসে' মহারাসবিষয়ে 'মম' 'মনঃ' 'হরিং' 'স্মরতি'। কীদৃশং? 'বিহিত বিলাসং' বিহিতো বিরচিতো বিলাসো রসকৌতুকং যেন তং; পুনঃ 'কৃতপরিহাসং' কৃতঃ বিস্তারিতঃ পরিহাসঃ মন্দস্মিতাদিকং যেন তং ॥ ১৪১ ॥

হে সখি! যিনি এই বৃন্দাবনবিপিনে মহারাসসময়ে বিবিধ বিলাস পরিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন; আজ আমার মন সেই হরিকে স্মরণ করিতেছে। ১৪১।

স্বরূপ গোঁসাই যবে এই পদ গাইলা;
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা।
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল;
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল।
ভাবোদয়ে ভাবসন্ধি ভাবসাবল্য;
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য।
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন;
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্ত্তন।
এই মত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ;
স্বরূপ গোঁসাঞি পদ কৈল সমাপন।
'বোল বোল' বলি প্রভু কহে বার বার;
না গায় স্বরূপ গোঁসাঞি শ্রম দেখি তাঁর।
'বোল, বোল' প্রভু বলে, ভক্তগণ শুনি
চৌদিকেতে সবে মিলি করে হরিধ্বনি।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল;
বীজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল।
প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে;
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইলা ঘরে।
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন;
রামানন্দ আদি সবে গেলা নিজ স্থান।
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যান বিহার;
বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার।

বিলাপ সহিত এই উন্মাদ বর্ণন ;
শ্রীরূপ গোঁসাঞি ইহা করিয়াছে লিখন।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্তবে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং' ॥১৪২॥

যশ্চৈতন্যঃ 'পয়োরাশেঃ' সমুদ্রস্য 'তীরে' উপকূলে 'স্ফুরদুপবনালিকলনয়া' স্ফুরতঃ প্রকাশমানস্য উপবনানাং আলেঃ শ্রেণ্যাঃ কলনয়া দর্শনেন হেতুভূতয়া 'মুহুঃ' বারম্বারং 'বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ' বৃন্দাবনস্য স্মরণাৎ জনিতেন প্রেম্না বিবশোঽভূৎ ; যশ্চ 'ক্বচিৎ' কস্মিংশ্চিদপি সময়ে 'কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনঃ' কৃষ্ণস্য আবৃত্ত্যা- কৃষ্ণনামোচ্চারণেন প্রচলা চঞ্চলা রসনা যস্য স তাদৃশোঽভূৎ। যশ্চ 'ভক্তিরসিকঃ' ভক্তিরসাস্বাদকঃ আসীৎ ; 'সঃ' 'চৈতন্যঃ' 'মে' মম 'দৃশোঃ' নয়নয়োঃ 'পদং' 'পুনরপি' 'যাস্যতি' কিং ॥ ১৪২ ॥

সমুদ্রতীরে উপবনশ্রেণী দর্শন করিয়া বৃন্দাবনস্মৃতি জাগরিত হওয়াতে যিনি মুহুর্মুহুঃ প্রেমে বিবশ হইয়া পড়িতেন ; কোন কোন সময়ে কৃষ্ণনামোচ্চারণে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইয়া পড়িত ; যিনি ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ়রস আস্বাদন করিয়াছিলেন ; সেই চৈতন্য কি আর আমার নয়নের বিষয়ীভূত হইবেন ? ॥ ১৪২ ॥

অনন্ত চৈতন্য লীলা না যায় লিখন ;
দিঙ্ মাত্র দেখাইয়া করিল সূচন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ। ১৫।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ॥ ১৪৩॥

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং' অহং 'বন্দে'। 'য' শ্চৈতন্যঃ 'কৃষ্ণভাবামৃতং' 'হি' নিশ্চিতং স্বয়ং 'আস্বাদ্য' 'ভক্তান্' 'আস্বাদয়ন্' সন্ তান্ ভক্তান্ 'প্রেমদীক্ষাং' 'অশিক্ষয়ৎ' উপদিদেশ॥ ১৪৩॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বন্দনা করি; যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তদিগকে আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমবিষয়ে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ১৪৩।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই মত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে;
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেম বিহ্বলে।
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ;
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন।
তাঁ সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল;
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল।
তাঁসবার সঙ্গে আইল কালীদাস নাম;
কৃষ্ণনাম বিনা তিঁহো নাহি জানে আন।
মহাভাগবত তিঁহো সরল উদার;
কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার।
কৌতুকেতে তিঁহো যদি পাশক খেলায়;
'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' করি পাশক চালায়।
রঘুনাথ দাসের তিঁহ হয় জ্ঞাতি খুড়া;
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তিঁহ হইল বুড়া।

গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবেরগণ ;
সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহ করিলা ভোজন।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয় ;
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঁঞি যায়।
তাঁর ঠাঁঞি শেষপাত্র লয়েন মাঙ্গিয়া ;
কাঁহাও না পান যবে রহেন লুকাইয়া।
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায় ;
লুকাইয়া সেই পাত্র আসি চাটি খায়।
শূদ্র বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা ;
এইমত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া।
ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম ;
আম্রফল লঞা তিঁহো গেলা তাঁর স্থান।
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল ;
তাঁর পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল।
পত্নীর সহিত তিঁহো আছেন বসিয়া ;
বহু সম্মান কৈল কালীদাসে দেখিয়া।
ইষ্টগোষ্টি কতক্ষণ করি তাঁর সনে ;
ঝড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে ঃ—
'আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম ;
কোন্ প্রকারে করি আমি তোমার সেবন ?
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে ;
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে'।
কালীদাস কহে 'ঠাকুর ! কৃপা কর মোরে ;
তোমার দর্শনে আইনু মুঞি পতিত পামরে।
পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন ;
কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন।
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর ;
পদরজঃ দেহ, পাদ মোর মাথে ধর'।
ঠাকুর কহে 'ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায় ;
আমি নীচজাতি, তুমি সুসজ্জন রায়'।

তবে কালীদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল ;
শুনি ঝড়ুঠাকুরের বড় সুখ হৈল।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবতি-তমাঙ্কধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যং।

'ন মে ভক্ত শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং' ॥১৪৪॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২১৯ শ্লোঃ ৪২৬ পৃঃ দেখ ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে নরসিংহং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং।

'বিপ্রাদ্দিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ' ॥ ১৪৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৫৯ শ্লোঃ ৪৬১—৬২ পৃঃ দেখ ॥ ১৪৫ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং।

'অহোবত ! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপু স্তপ স্তে জুহুবুঃ সস্নু রার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচু র্নাম গৃণন্তি যে তে' ॥ ১৪৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৫৫ শ্লোঃ ২৬১—৬২ পৃঃ দেখ ॥ ১৪৬ ॥

শুনি ঠাকুর কহে 'শাস্ত্র এই সত্য হয় ;
সেই শ্রেষ্ঠ ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়।
আমি নীচ জাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি ;
অন্যত্র ঐছে হয়, আমার নাহি শক্তি'।

তাঁরে নমস্করি কালীদাস বিদায় মাগিলা ;
ঝড়ু ঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি আইলা।
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা ;
তাঁহার চরণ চিহ্ন যে ঠাঁঞি পড়িলা ;
সেই ধূলা লয়ে কালীদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ;
তার নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিল।
ঝড়ু ঠাকুর ঘরে যাই দেখি আম্রফল ;
মনে সেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল।
কলার পাটুয়াখোলা হৈতে আম্র নিকসিয়া
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া।
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলিল পাটুয়াতে ;
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে।
আঁটি চোকা সেই পাটুয়াখোলাতে ভরিয়া
বাহিরে উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ফেলাইল লঞা।
সেই খোলা আঁটি চোকা চুষে কালীদাস ;
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস।
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে ;
কালীদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে।
সেই কালীদাস যবে নীলাচলে আইলা ;
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা।
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে ;
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভুসনে।
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে ;
বাইস পসার তলে আছে নিম্ন গাড়ে।
সেই গাড়ে করি প্রভু পাদপ্রক্ষালন
তবে করিবারে যান ঈশ্বর দর্শন।
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম ;
'মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন।'
প্রাণীমাত্র লইতে না পায় সেই জল ;
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল।

একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে ;
কালীদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে।
এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পীল ;
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল।
'অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার ;
এতাবতা বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার।'
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর ;
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর।
সেইগুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈল ;
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল।
বাইশ পসার পাছে উত্তর দক্ষিণ দিগে ;
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে।
প্রতি দিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার ;
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার।

তথাহি নৃসিংহপুরাণং।

'নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপো র্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে' ॥ ১৪৭ ॥

হে প্রভো ! 'নরসিংহায়' 'তে' তুভ্যং 'নমঃ'। কীদৃশায় 'প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে' প্রহ্লাদস্য ভক্তস্য আনন্দদায়িনে। পুনঃ 'হিরণ্যকশিপোঃ' দৈত্যস্য 'বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে' বক্ষ এব শিলা প্রস্তরং তস্যাঃ টঙ্কে বিদারণবিষয়ে নখানাং আলি র্যস্য তস্মৈ ॥ ১৪৭ ॥

হে নৃসিংহ দেব ! তুমি হিরণ্যকশিপু দৈত্যের বক্ষঃরূপশিলা বিদারণ জন্য নখরাজি ধারণ করিয়া ভক্তপ্রহ্লাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলে ; তোমাকে নমস্কার। ১৪৭।

তথা নৃসিংহ পুরাণং।

'ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।

বহি র্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে' ॥ ১৪৮ ॥

'ইতঃ' অস্মিন্ স্থানে 'নৃসিংহঃ' বিরাজতে [illegible] 'পরতঃ' স্থানেঽপি 'নৃসিংহঃ' বিরাজতে। অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত্র [illegible] নৃসিংহঃ স্ফুরতে। অতস্তং 'আদিং' 'নৃসিংহং' অহং 'শরণং' 'প্রপদ্যে' প্রাপ্নোমি ॥ ১৪৮ ॥

এখানে, সেখানে, অন্তরে, বাহিরে, যেখানে যাইতেছি কেবল নৃসিংহই দেখিতেছি; অতএব আমি আদি-পুরুষ নৃসিংহের শরণাপন্ন হইলাম। ১৪৮।

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন;
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিলা ভোজন।
বহির্দ্বারে আছে কালীদাস প্রত্যাশা করিয়া;
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া।
প্রভুর আদেশেতে গোবিন্দ সব জানে;
কালীদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে।
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা;
কালীদাসে পাওয়াইলা প্রভুর কৃপাসীমা।
তাতে বৈষ্ণবের ঝুঠা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ;
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কায।
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম;
ভক্তশেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদাখ্যান।
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল;
ভক্ত ভুক্ত শেষ এই তিন মহাবল।
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়;
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ!
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন।
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস;
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালীদাস।

নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে ;
কালীদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে।
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইল ;
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিল।
পুত্রসঙ্গে লঞা তিঁহো আইল প্রভুর স্থানে ;
পুত্রে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে।
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বলে বার বার ;
তবু কৃষ্ণ নাম বালক না করে উচ্চার।
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল ;
তবু সেই বালক কৃষ্ণ নাম না কহিল।
প্রভু কহে 'আমি নাম জগতে লওয়াইল ;
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কহাইল।
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে'।
শুনিয়া স্বরূপ গোঁসাঞি লাগিলা কহিতে :—
'তুমি কৃষ্ণনামমন্ত্র কৈলে উপদেশে ;
মন্ত্র পাঞা কারও আগে না করে প্রকাশে।
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান ;
এই ইহার মন কথা করি অনুমান'।
আর দিনে কহে প্রভু 'পড় পুরীদাস' !
এই শ্লোক করি তিঁহো করিল প্রকাশ।

তথাহি কর্ণপূরকৃতাচার্য্যশতকে প্রথমশ্লোকঃ।
'শ্রবসোঃ কুবলয় মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি' ॥ ১৪৯ ॥

'হরিঃ' 'জয়তি'। কীদৃশঃ সঃ? 'শ্রবসোঃ' নয়নয়োঃ 'কুবলয়ং' নীলোৎপলসদৃশপ্রীতিকরঃ ; পুনঃ 'অক্ষ্ণোঃ' চক্ষুষোঃ 'অঞ্জনং' কজ্জলসদৃশ-শোভাজনকঃ 'উরসঃ' বক্ষঃস্থলস্য 'মহেন্দ্রমণিদাম' ইন্দ্রনীলমণীনাং মালা-সদৃশশোভনং ; পুনঃ 'বৃন্দাবনরমণীনাং' গোপবধূনাং 'অখিলং' সকলং 'মণ্ডনং' ভূষণং ॥ ১৪৯ ॥

হরির জয় হউক! তিনি নীলোৎপলের ন্যায় নয়নের আনন্দদায়ক ও কজ্জ্বলের ন্যায় প্রীতিজনক, ইন্দ্রনীলমণির মালার ন্যায় বক্ষের শোভাকারী এবং গোপবধূদিগে . অখিল ভূষণ স্বরূপ। ১৪৯।

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন ;
ঐছে শ্লোক করে, লোকে চমৎকার মন।
চৈতন্য প্রভুর এই কৃপার মহিমা ;
ব্রহ্মাদি দেব যার নাহি পায় সীমা।
ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারি মাসে ;
প্রভু আজ্ঞা দিল সব গেলা গৌড়দেশে।
তাঁসবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্য জ্ঞান ;
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদপ্রধান।
রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস ;
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণ উপস্পর্শ।
এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথদর্শনে ;
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে।
তারে বলে 'কোথা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ?
মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি ধরে তার হাত।
সেই কহে 'ইহা হয় ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাও দর্শন'।
'তুমি মোর সখা দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ' ?
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত।
সেই বলে 'এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম ;
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন'।
গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন ;
দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলী বদন।
এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথ দাস ;
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে সপ্তমশ্লোকে রঘুনাথদাসবাক্যং।

'ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে!
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছদ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত ত-
দ্ভুজান্ত গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি' ॥ ১৫০ ॥

হে 'সখে' দ্বারপাল! 'মে' মম 'কান্তঃ' 'কৃষ্ণঃ' 'ক্ব' 'কুত্র'? 'ইহ' অস্মিন্ সময়ে 'ত্বং' 'ত্বমেব' কৃষ্ণমেব মাং 'ত্বরিতং' শীঘ্রং 'লোকয়' দর্শয়; 'ইতি' ইত্থং প্রকারেণ 'উন্মদ ইব' মহোন্মত্তপ্রায়ঃ 'দ্বারাধিপং' দ্বারপালং 'অভিবদন্' সন্ 'প্রিয়ং' কৃষ্ণং 'দ্রষ্টুং' 'দ্রুতং' শীঘ্রং 'গচ্ছ' আগচ্ছ 'ইতি' 'তদুক্তেন' দ্বারাধিপবচনেন 'ধৃততদ্ভুজান্তঃ' ধৃতং তস্য দ্বারাধিপস্য ভুজস্য অন্তং শেষঃ যেন সঃ 'গৌরাঙ্গঃ' মম 'হৃদয়ে' উদয়ন্' সন্ 'মাং' 'মদয়তি' উন্মত্তবৎ করোতি ॥ ১৫০ ॥

'হে সখে! আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তুমি এখন শীঘ্র আমাকে তাঁহার দর্শন করাও'; এই প্রকারে প্রমত্তের ন্যায় দ্বারাধিপকে সম্বোধন করিলে 'তোমার প্রিয়তমকে শীঘ্র দর্শন করিতে চল' দ্বারপাল এই কথা বলিলে যিনি তাঁহার ভুজান্ত ধারণ করিয়াছিলেন; সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া এখনও আমাকে আনন্দে উন্মত্ত করিতেছেন। ১৫০।

হেন কালে গোপালবল্লভ ভোগ লাগাইল;
শঙ্খ ঘণ্টা আদি সব আরতি বাজিল।
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ;
প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঁঞি কৈল আগমন।
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে;
আস্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে।

বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম ;
তার অল্প খাওয়াইতে করিল যতন।
তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল ;
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বাঁধিল।
কোটি অমৃতস্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার ;
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার।
'এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাঁহা হৈতে আইল' ?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল'।
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ;
জগন্নাথের সেবকে দেখি সম্বরণ কৈল।
'সুকৃতি লভ্য ফেলামৃত' বলে বার বার ;
ঈশ্বর সেবক পুছে 'কি অর্থ ইহার' ?
প্রভু কহে 'এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত ;
ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত।
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম ;
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্।
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ;
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়।
'সুকৃতি' শব্দে কহে কৃষ্ণ কৃপা হেতু পুণ্য ;
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য'।
এত বলি প্রভু তাসবারে বিদায় দিলা ;
উপল ভোগ দেখি প্রভু নিজ বাঁসা আইলা।
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ;
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্ফুরণ।
বাহ্যে কৃত্য করে, প্রেমে গরগর মন ;
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন।
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুনঃ নিজগণসঙ্গে ;
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল ;
পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইল।

রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদিগণ ;
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন।
প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন ;
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন।
প্রভু কহে 'এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য ;
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাইচ লঙ্গ গব্য।
রসবাস গুরুত্বক আদি যত সব ;
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব।
এই দ্রব্যের এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত ;
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত।
আস্বাদ দূরে রহুক গন্ধে মাতে মন ;
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ।
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল ;
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল।
অলৌকিক গন্ধ স্বাদ অন্য বিস্মরণ ;
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ।
অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি ;
সবেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি'।
হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন ;
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা ;
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

'সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং' ॥ ১৫১ ॥

হে 'বীর'! 'তে' তব 'অধরামৃতং' 'নঃ' অস্মভ্যম্ 'বিতর' দেহি।

কীদৃশং? 'সুরতবর্দ্ধনং' সুরতস্য রমণস্য লীলাকৌতুকাদে র্বর্দ্ধনং পুনঃ 'শোকনাশনং' শোকদুঃখাদিনাশনশীলং পুনঃ 'স্বরিতবেণুনা' স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা 'সুষ্ঠু' সুন্দরং 'চুম্বিতং' সংলগ্নং নাদামৃতবাসিতমিতি-ভাবঃ। পুনঃ 'নৃণাং' 'ইতররাগবিস্মারণং' ইতরেষু সুখেষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তি তথা তৎ ॥ ১৫১ ॥

হে বীর! তোমার অধরসুধা সুরতবর্দ্ধক, শোকনাশক, এবং শব্দায়মান বেণুতে সুন্দররূপে সংলগ্ন; আর উহা মানবগণের ইতরসুখেচ্ছা বিস্মৃত করায়; আমাদিগকে উহা বিতরণ কর। ১৫১।

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা;
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক আপনি পড়িলা।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে অষ্টমশ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।

'ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেণালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটীকাচর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাং'॥১৫২॥

হে 'সখি' বিশাখে 'সঃ' 'মদনমোহনঃ' 'মে' মম 'জিহ্বাস্পৃহাং' রসনায়াঃ লালসাং 'তনোতি' বিস্তারয়তি। কীদৃশঃ সঃ? 'ব্রজাতুলকুলা-ঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ' ব্রজস্য বৃন্দাবনস্য অতুলানাং তুলনারহিতানাং কুলাঙ্গনানাং গোপীনামিত্যর্থঃ ইতরেষু রসালিষু রসসমূহেষু পার্থিবরসাদিষু ইত্যর্থঃ তৃষ্ণাং হর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ; পুনঃ 'প্রদীব্যদধরামৃতঃ' প্রকৃষ্টরূপেণ দীব্যৎ শোভমানং অধরামৃতং যস্য; পুনঃ 'সুকৃতিলভ্যফেণালবঃ' সুকৃতিভিঃ পুণ্যবদ্ভিঃ লভ্যঃ লভনীয়ঃ প্রাপণীয়ঃ ফেণায়াঃ অধরামৃতস্য ইত্যর্থঃ লবঃ অল্পাংশো যস্য; পুনঃ 'সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটীকাচর্ব্বিতঃ' সুধাজিৎ অমৃতনিন্দিতং তথা অহিবল্লিকায়াঃ নাগলতিকায়াঃ নাগশরীর-

স্যোত্যর্থঃ সুদলমিব সুগোলমিব বীটিকায়াঃ তাম্বুলস্য চর্ব্বিতং যস্য সঃ॥ ১৫২ ॥

হে সখি! যাঁহাকে পাইলে ব্রজবধূদিগের ইতররসে স্পৃহা থাকে না; যাঁহার অধরামৃত লোভনীয়রূপে শোভা পাইতেছে; অনেক সুকৃতি না হইলে যে অধরামৃতের কণামাত্র লাভ করা যায় না; এবং যাঁহার নাগবল্লীর ন্যায় সুগোল তাম্বুলচর্ব্বিত অমৃতের আস্বাদকেও পরাজয় করিয়াছে; সেই মদনমোহন আমার আজ রসনার লালসা বর্দ্ধিত করিতেছেন। ১৫২ ॥

এত কহি গৌর প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা;
দুই শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া।

যথা রাগঃ।

'তনু মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ,
হর্ষ শোকাদি ভাব বিনাশয়;
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়।
নাগর! শুন তোমার অধর চরিত (১)
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত।
আছুক নারীর কায়, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট রায়;

---

১ অধর চরিত—অপ্রকট লীলায় ভগবানের রসপ্রকৃতি। শ্রুতি বলিয়াছেন তিনি রসস্বরূপ; 'রসো বৈ হি সঃ'। ভগবানের এই অধর রস পান করিলে সুরতলোভ বা তাঁহার সম্ভোগেচ্ছা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। মধুররসের ভক্তকে কোমলস্বভাব নারীপ্রকৃতি বলা যায়; কঠোর জ্ঞানীই পুরুষ এবং মোহমুগ্ধ অজ্ঞান জীবই অচেতন। এই রসপ্রকৃতি যখন আদেশবাণীর সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবন্ত রূপে মানুষকে ডাকিতে থাকে; তখন ভক্ত ও জ্ঞানীর তো কথাই নাই; অজ্ঞান জীবও মোহিত হইয়া যায় এবং অচেতন পদার্থও সচেতনের ন্যায় যেন কথা কহিতে থাকে। প্রকট লীলায় স্পষ্টার্থ।

'পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পীয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাসরায়।
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজীকর ;
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন,(১) তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন,
তারে আপনা পীয়ায় নিরন্তর।
বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পীয়াইয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ পান ঃ—
"ওহে শুন গোপীগণ! বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ;
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু করসিয়া পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান"।
অধরামৃত নিজস্বরে, (২) সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগত জন ;
আমরা ধর্ম্মে ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন।
নীবি খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি যেন লঞা যায় ;
আনি করায় তোমার দাসী, শুনি লোক করে হাসি,
এই মত নারীরে নাচায়।
শুষ্ক বাঁশের কাঠখান, এত করে অপমান ?
এই দশা করিল গোসাঁই ;

---

১ তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন ইত্যাদি—অপ্রকট লীলায় ভগবানের আদেশবাণীর ইঙ্গিতই তদীয় বেণুরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; ভাগবতে ইহাকে যোগমায়া বলিয়াছেন। 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' ইত্যাদি। উহা রসপ্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া ভক্তচিত্তে প্রকটিত হইলে তাঁহাদিগকে কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া রাগমার্গে লইয়া যায়। রসযুক্ত না হইলে বিবেকবাণী শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় অতি নীরস লাগে, চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। প্রকট লীলায় স্পষ্টার্থ।

২ নিজস্বরে—বংশীস্বরে।

'না সহি কি করিতে পারি? তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাই।
অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর সনে যার মেলা;
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় কৃষ্ণ ফেলা।
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতিযায়?
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তবে লব পায়।
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ পরিপাটী;
তার যে বা উদ্গার, তারে কয় অমৃতসার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী। (১)
এ সব তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণু দ্বারা কাহে হর প্রাণ?
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধ ভাগী?
দেহ নিজাধরামৃত দান'।
কহিতে কহিতে প্রভুর ভাব ফিরি গেল;
ক্রোধ মন শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাড়িল।
'পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত;
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত।
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পান;
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ।
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে;
যোগ্যজন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে।

---

১ করে আলবাটী—অঙ্গরাগের সুগন্ধি দ্রব্য রাখার পাত্র। ভগবানের প্রসাদ ভক্ত-মুখে অঙ্কিত থাকিবে না ত আর কোথায় থাকিবে? আলবাটী হইতে সুগন্ধ দ্রব্য মাখিলেও যেমন তাহাতে ঐ দ্রব্যের অংশ সকল পড়িয়া থাকে; তেমনি ভক্ত মুখে ঈশ্বর সম্ভোগের

'তাতে জানি কোন তপস্যার আছে এত বল;
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল।
কহ রামরায়! কিছু শুনিতে হয় মন'।
ভাব জানি পড়ে রায় গোপীর বচন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে নবমশ্লোকে বেণুগীতে কাশ্চিদ্গোপীঃ প্রতি কাশ্চিদ্গোপ্যঃ প্রাহুঃ।

'গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচু স্তরবো যথার্য্যাঃ'। ১৫৩।

হে 'গোপ্যঃ' 'অয়ং' 'বেণুঃ' 'কিং' 'কুশলং' পুণ্যং'আচরৎ' কৃতবান্ 'স্ম' বিস্ময়ে। কথং? 'যৎ' যস্মাৎ 'গোপিকানাং' অস্মাকমেব 'ভোগ্যাং' সতীমপি 'দামোদরাধরসুধাং' 'স্বয়ং' স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টং 'ভুঙ্‌ক্তে'; কথং? 'অবশিষ্টরসং' অবশিষ্টো রসো রসমাত্রং যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ তথা। যতঃ যাসাং পয়সা অয়ং বেণুঃ পুষ্ট স্তা মাতৃতুল্যা ইত্যর্থঃ 'হ্রদিন্যঃ' নদ্যঃ 'হৃষ্যত্ত্বচঃ' বিকশিতকমলমিষেণেত্যর্থঃ রোমাঞ্চিতা লক্ষিতাঃ। যেষাং বংশে জাত স্তে 'তরবঃ' মধুধারামিষেণ 'অশ্রু' আনন্দাশ্রু 'মুমুচুঃ'। 'যথা' 'আর্য্যাঃ' কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্ত্বচঃ অশ্রু মুঞ্চন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥

কোন কোন ব্রজাঙ্গনা কহিলেন হে গোপীগণ! কৃষ্ণের যে অধরসুধা কেবল গোপীভোগ্যা ও রসপরিপূর্ণ; এই বেণু কি পুণ্য বলে একেলা যথেষ্টরূপে তাহা পান করিতেছে? বলিতে পারি না। আবার দেখ কুলবৃদ্ধ পুরুষেরা স্ব স্ব বংশে ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি জন্মিলে যেমন হৃষ্ট হইয়া আনন্দাশ্রু মোচন করেন; সেইরূপ যাহাদের জলে ঐ

বেণু পুষ্ট হইয়াছিল, মাতৃতুল্যা সেই নদী সকল কমল বিকাশ করিয়া যেন রোমাঞ্চিত লক্ষিত হইতেছে এবং যাহাদের বংশে সে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তরুগণও মধুধারা বর্ষণ করিয়া যেন আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে। ১৫৩।

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা;
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া।

যথা রাগঃ।

'অহো! ব্রজেন্দ্র নন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয়;
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যাকে জানে নিজ ধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয়।
গোপীগণ! কহ সব করিয়া বিচারে;
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ; কোন্ সিদ্ধ মন্ত্রজপ;
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে? ॥ ধ্রু ॥
হেন কৃষ্ণাধরসুধা, যে কৈল অমৃত মুদা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ;
এই বেণু অযোগ্য জাতি, একে স্থাবর পুরুষ জাতি.
সে সুধা সদাই করে পান।
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পীতে তারে ডাকিয়া জানায়;
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্য বল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়।
মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবন পাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান;
বেণু ঝুটাধররস, হঞা লোভ পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান। (১).

---

১ মানসগঙ্গা কালিন্দী ইত্যাদি—অপ্রকট লীলায় ভগবল্লীলাশক্তির আরম্ভ। 'প্রধান

'এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষসব তার তীরে,
তপ করে পর উপকারী ;
নদীর শেষরস পাঞা, মূল দ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পীয়ে ? বুঝিতে না পারি।
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্প হাস্য বিকসিত,
মধু মিষে বহে অশ্রুধার ;
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র নাতি,
বৈষ্ণব হইলে আনন্দ বিকার।
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ ত অযোগ্য আমরা যোগ্যনারী ;
যাহা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পীয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি'।
এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায় ;
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি দিন যায়।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীন হীন কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালীদাস প্রসাদ-বিরহোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ ॥১৬॥

যাহার রসপ্রকৃতিকে সম্ভোগ করিতে থাকে ; তখন লীলারূপনদী সকল এবং লীলাপ্রকটিত লে ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুরূপী বৃক্ষগণও বেণুর উচ্ছিষ্ট সুকোমলপ্রেমরস আস্বাদন করিয়া শোভা পাইয়া থাকে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

লিখ্যতে শ্রীল গৌরস্য অত্যদ্ভুত মলৌকিকং।
যৈ দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং।১৫৪।

'যৈঃ' ভক্তৈঃ স্বরূপরামানন্দরঘুনাথদাসাদিভিরিত্যর্থঃ 'দৃষ্টং' 'শ্রীল-গৌরস্য' 'অদ্ভুতং' তথা 'অলৌকিকং' 'বিচেষ্টিতং' ভাবমুদ্রাদিকং 'তন্মুখাৎ' তেষাং মুখাৎ 'শ্রুত্বা' ময়া তচ্চেষ্টাদিকং 'লিখ্যতে' বর্ণ্যতে॥ ১৫৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত ও অলৌকিক ভাবচেষ্টা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়া আমি তাহা লিখিতেছি। ১৫৪।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে;
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে।
এক দিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে;
অর্দ্ধ রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়;
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ;
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।
মধ্যে মধ্যে আপনি প্রভু শ্লোক পড়িয়া;
শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া।
এই মতে নানা ভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈলা;
গোঁসাঞিকে শয়ন করাই দোঁহে ঘরে গেলা।
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন;

আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণুগান ;
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা পয়ান।
তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া ;
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া।
সিংহদ্বারের দক্ষিণে আছে তেলাঙ্গা গাবীগণ ;
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন।
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া ;
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া।
স্বরূপ গোঁসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ ;
দিয়াটি জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ।
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা ;
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা।
পেটের ভিতর হস্ত পাদ কূর্ম্মের আকার ;
মুখে ফেণ, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার।
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল ;
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ বিহ্বল।
গাই সব চৌদিগে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ;
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।
অনেক করিল যত্ন না হৈল চেতন ;
প্রভু উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ।
উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন ;
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন।
চেতন পাইলে হস্ত পাদ বাহির আইল ;
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল।
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি উতি ;
স্বরূপেরে কহে 'তুমি আমা আনিলে কতি ?।
বেণু শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন ;
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জ ঘরে ;
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে।

'তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন ;
ভূষণ ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ।
গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস ;
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস।
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি ;
আমা ইঁহা লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি।
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃত সম বাণী !
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি' !
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদগদ বাণী ;
'কর্ণ তৃষ্ণায় মরি, পড় রসামৃত শুনি'।
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া ;
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং।

'কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগা পুলকান্যবিভ্রন্' । ১৫৫।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৫৩ শ্লোঃ ৬০৮ পৃঃ দেখ ॥ ১৫৫ ॥

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা ;
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা।

যথা রাগঃ।

হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন ;
কৃষ্ণের মধুরবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন।
'নাগর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয় :

'এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয় ? ধ্রু।
কৈলে জগতে বেণু ধ্বনি, সিদ্ধ মন্ত্রাদি যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারী মন ;
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ।
ধর্ম্ম ছাড়াও বেণু দ্বারে, হান কটাক্ষ কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও ;
এবে আমায় কর রোষ, কহ পতিত্যাগ দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও।
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ পরিপাটী ;
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটিনাটি।
বেণুনাদ অমৃতঘোলে, অমৃত সমান মিঠাবোলে,
অমৃত সমান ভূষণ শিঞ্জিত ;
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন, হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত' ?
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন ;
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, পড়ি আপনি বাখানি,
কৃষ্ণ মাধুর্য্য করে আস্বাদন।

পুন র্যথা রাগঃ।

'কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন ধ্বনি জিনি,
যার গানে কোকিল লাজ পায় ;
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না যায়।
কহ সখি ! কি করি উপায় ?

'কৃষ্ণের সে শব্দ গুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পাই তৃষ্ণায় মরি যায়। ধ্রু।
সে শ্রীমুখ ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত;
শব্দ, অর্থ, দুই শক্তি, (১) নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত।
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণচকোর জীবন,
কর্ণচকোর জীয়ে সেই আশে;
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু নাহি পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে।
যেবা বেণুকলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারীচিত্ত আউলায়;
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনা মূলে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়।
যে বা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তিঁহো একাকিনী শুনি,
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়;
না পেয়ে কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায়।
এই শব্দামৃত চারি, (২) যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণ ইহা করে পান;
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে?
কাণাকড়ি সম সেই কাণ'।
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাব,
মনে কিছু নাহি আলম্বন;
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি,
নানা ভাবে হইল মিলন।
ভাব সাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক;

---

১ শব্দ, অর্থ, দুই শক্তি—বেণু নাদ শব্দ; তাহার অর্থ মধুর হাস্য।
২ শব্দামৃত চারি—শ্রীমুখভাষিত, স্মিত, নর্ম্ম, বেণুধ্বনি, এই চারিটীকে কৃষ্ণকণ্ঠের গম্ভীর

উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
সেই অর্থ নাহি জানে লোক।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে বিল্বমঙ্গল-বাক্যম্।

'কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়ে শয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে'। ১৫৬।

অন্তর্দ্দশায়াং সখীঃ প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং; হে সখি! 'ইহ' বিষয়ে বিরহে 'কিং' 'কৃণুমঃ' যেন তদ্দর্শনং ভবেৎ রাগোঽয়ং; 'কস্য' জনস্য সম্বন্ধে 'ব্রুমঃ' কং জনং তৎ পৃচ্ছামঃ যৎ যূয়মপি মত্তুল্যাবস্থাঃ; চিন্তৈষা। 'আশয়া' তদাশয়া যন্ময়া 'কৃতং' তৎ 'কৃতং' পুনরন্যৎ ন 'কুর্ম্মঃ; মতিরেষা। তস্য বার্ত্তাং ত্যক্ত্বা 'অন্যাং' 'ধন্যাং' 'কথাং' 'কথয়তঃ'; মর্ষোদয়ঃ। যস্য কথাং ত্যক্তুমিচ্ছামি 'অহো'! কষ্টং স ধূর্ত্তঃ মম 'হৃদয়ে' 'শয়ঃ' হৃদয়ে শেতে তিষ্ঠতি; ত্রাসোদয়ঃ। তত্ত্যাগো দূরেঽস্তু 'কৃষ্ণে' নন্দনন্দনে 'বত' খেদে মম 'তৃষ্ণা' বাসনা 'চিরং' প্রতিক্ষণং 'লম্বতে' অবলম্বতে অবলম্ব্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। কীদৃশী তৃষ্ণা? 'কৃপণকৃপণা' উৎকণ্ঠয়া দীনা; বিষাদোদয়ঃ। কৃষ্ণে কীদৃশে? 'মধুরমধুরস্মেরাকারে' মধুরান্মধুরঃ স্মেরাকারঃ মন্দহাস্যরূপাকৃতির্যস্মিন্; পুনঃ 'মনোনয়নোৎসবে' মনোনয়নয়োরুৎসবো যস্মিন্॥ ১৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহের চরমাবস্থায় শ্রীরাধিকা সখীদিগকে বলিতেছেন, হে সখি! এখন আমি কি করিলে কৃষ্ণদর্শন পাই? তোমরাও তো আমার মত ব্যাকুলা; তবে কাহাকেই বা এ দুঃখের কথা বলি? তাঁহার আশায় যাহা করিয়াছি, সেই ভাল, আর কিছু করিব না। এখন তাঁহার কথা ছাড়িয়া আর কোন সৎকথা বল। হায়! তিনি যে আমার হৃদয়গুহাশায়ী; তবে কেমন করিয়া তাঁহার কথা ছাড়িব? আহা! ছাড়া দূরে থাকুক, সেই সুমধুর হাস্যময়,

মন ও নয়নের আনন্দবর্দ্ধক শ্রীনন্দনন্দনে আমার তৃষ্ণা যে চিরদিনই আলম্বিত আছে ॥ ১৫৬ ॥ *

যথা রাগঃ।

'এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগ মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়;
যে বা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ? কে কহে উপায়?
হাহা সখি! কি করি উপায়?
কাহা করোঁ? কাঁহা যাঙ? কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ?
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়'।
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল ভাবোদ্গম;
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, (১) করাইল ভাব মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ।
'দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন;
ছাড়ি কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে হয় কৃষ্ণ বিস্মরণ'।
কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখিকে কহে হইয়া বিস্মিতে;
'যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুইয়া আছে চিতে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে'।
রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে;

---

* এই শ্লোকে রাগোদয়, চিন্তা, মতি, গর্ব, ত্রাস, বিষাদ প্রভৃতি ভাবোদয়ের বৈচিত্র দর্শিত হইয়াছে।

১ পিঙ্গলার বচন স্মৃতি—শ্রীরাধার প্রতি পিঙ্গলা নাম্নী সখীর বাক্য যাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মতি নামক ভাব উদিত হইয়া স্মরণ করাইয়া দিলে শ্রীরাধিকা (শ্রীগৌরাঙ্গ) অর্থ নির্দ্ধারণ করিলেন।

কহে 'যে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরি না দেয় পাসরিতে'।
ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি অন্য ভাবসৈন্য,
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে ;
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভৎর্সনে :—
'মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায় ;
মধুরহাস্য বদনে, মননেত্র রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়।
হাহা কৃষ্ণ ! প্রাণধন ! হাহা পদ্মলোচন !
হাহা দিব্যসদ্গুণসাগর !
হাহা শ্যামসুন্দর ! হাহা পিতাম্বরধর !
হাহা রাসবিলাস নাগর !
কাঁহা গেলে তোমা পাই ? তুমি কহ তাঁহা যাই।'
এত কহি চলিলা ধাইয়া ;
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজ স্থানে বসাইল লঞা।
ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
'স্বরূপ ! কিছু কর মধুর গান' ;
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ।
এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে ;
উন্মাদ চেষ্টিত হয় প্রলাপ বচনে।
এক দিনে যত হয় ভাবের বিকার ;
সহস্র মুখে বর্ণে যদি নাহি পায় পার।
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন ?
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন।
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কাণ ;
অলৌকিক গূঢ়প্রেম চেষ্টা হয় জ্ঞান।

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা ;
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা।
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য ;
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য।
সর্ব্বভাবে ভজ লোক ! চৈতন্য চরণ ;
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত ধন।
এইত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি ভাব ;
উন্মাদচেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ।
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ দাস ;
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে পঞ্চমশ্লোকে
শ্রীরঘুনাথদাসবাক্যং

'অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচিভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি' ॥ ১৫৭ ॥

'গৌরাঙ্গঃ' মম 'হৃদয়ে' 'উদয়ন' সন্ 'মাম্' 'মদয়তি' হর্ষয়তি। কিং কুর্ব্বন্ ? 'কৃষ্ণোরুবিরহাৎ' কৃষ্ণস্য মহাবিচ্ছেদাদ্ধেতোঃ 'বিরাজন্' সন্ ক ইব ? 'তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ' শরীরস্য অন্তঃসঙ্কোচাৎ 'কমঠ ইব' কূর্ম্ম ইব। কিং কুর্ব্বন্ ? মিশ্রাবাসে 'দ্বারত্রয়ং' 'অনুদ্‌ঘাট্য' ন উন্মোচ্য 'অহো' বিস্ময়ে 'উরুচিভিত্তিত্রয়ং' অত্যুচ্চং প্রাচীরত্রয়ং 'উচ্চৈঃ' যথাস্যাত্তথা 'বিলঙ্ঘ্য' 'কালিঙ্গিক সুরভি মধ্যে' কলিঙ্গদেশীয়গোগণমধ্যে 'নিপতিতঃ' ॥ ১৫৭ ॥

কাশীমিশ্রের আবাসে অর্গলবদ্ধ দ্বারত্রয় উন্মোচন না করিয়া তিনটী অত্যুচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক যিনি কৃষ্ণের মহাবিরহে শরীরসঙ্কুচিত কমঠের ন্যায়, কলিঙ্গদেশীয়-গোগণ মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন ; সেই গৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মহাহর্ষ প্রদান করিতেছেন ॥ ১৫৭ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপো নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছানঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাম্
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥ ১৫৮ ॥

'যঃ' শচীসুতঃ 'শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোঃ' শরজ্জ্যোৎস্নয়া সহ সমুদ্রস্য 'অবকলনয়া' অবলোকনেন 'জাতযমুনাভ্রমাৎ' জাতো যমুনায়া ভ্রমস্তস্মাদ্ধেতোঃ 'ধাবন্' গচ্ছন্ 'মূর্চ্ছানঃ 'মূর্চ্ছিতঃ সন্' 'হরিবিরহতাপার্ণবে' 'ইব' 'পয়সি' সমুদ্রজলে 'নিমগ্নঃ' সন্ 'অখিলাং' সকলাং 'রাত্রিং' 'নিবসন্' 'প্রভাতে' 'স্বৈঃ' স্বগণৈঃ 'প্রাপ্তঃ' অভূৎ; 'সঃ' 'শচীসূনুঃ' 'ইহ' সময়ে 'নঃ' অস্মান্ 'অবতু' রক্ষতু॥ ১৫৮ ॥

শরৎকালীন কৌমুদীময় সমুদ্র অবলোকন করিয়া যমুনা-ভ্রমে হরিবিরহতাপার্ণবে নিমগ্ন হওয়ার ন্যায় যিনি ধাবিত হইয়া মূর্চ্ছিতাবস্থায় সাগরজলে নিমগ্ন হইয়া সমস্ত রাত্রি বাস করিয়াছিলেন; ও প্রভাতে স্বগণ যাঁহাকে সেই অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই শচীসুত এখন আমাদিগকে রক্ষা করুন্॥ ১৫৮॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
এই মতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে;
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে।

শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা উজ্জ্বল ;
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান সকল।
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে ;
রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে শুনিতে।
প্রভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন ;
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুসরণ। (১)
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায় ;
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা, কভু গড়ি যায়।
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে ;
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে।
এই মত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক ;
সবার অর্থ করে প্রভু, কভু হর্ষ শোক।
সে সব শ্লোকের অর্থ, সে সব বিকার ;
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার।
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে ;
অতি বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থে না কৈল লিখনে।
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্ দরশন ;
ঐছে জানিও বিকার প্রলাপ বর্ণন।
সহস্র বদনে যবে কহয়ে অনন্ত ;
এক দিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত।
কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখেন গণেশ ;
এক দিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ।
ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার ;
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর ?
ভক্তপ্রেমের যত দশা, যে গতি প্রকার ;
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার ;
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারি জানিতে
ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে।

---

১ রাসলীলানুসরণ—'রাসলীলানুকরণ' পাঠও আছে।

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচাই
আপনি নাচয়ে, তিনে নাচে এক ঠাঞি।
প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন ;
চন্দ্র ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন।
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরয়ে এক কণ ;
কৃষ্ণপ্রেমাকণার তৈছে জীবের স্পর্শন।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত ;
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন ;
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ।
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন ;
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ।
এই মত রাসের শ্লোক সকলই পড়িলা ;
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

'তাভি র্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ' ॥ ১৫৯ ॥

'অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ' তাসাং গোপীনাং অঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টাঃ সম্মর্দ্দিতাঃ যা স্রক্ পুষ্পমালা তস্যা, অতস্তাসাং 'স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ' সম্বন্ধিভিঃ 'গন্ধর্ব্বপালিভিঃ' গন্ধর্ব্বপা গন্ধর্ব্বপতয় ইব গায়ন্তি যে অলয়ঃ ভ্রমরা 'স্তৈরনুদ্রুতঃ' অনুগতঃ স কৃষ্ণঃ 'তাভিঃ' গোপীভিঃ সহ 'যুতঃ' মিলিতঃ 'শ্রান্তঃ' সন্ 'শ্রমং' 'অপোহিতুং' দূরীকর্ত্তুং 'গজীভিঃ' সহ 'ইভরাট্' মত্তহস্তী 'ইব' 'বাঃ' যমুনায়া জলং 'আবিশৎ' প্রাবিশৎ; কীদৃশঃ কৃষ্ণঃ ? 'ভিন্নসেতুঃ' অতিক্রান্তলোকমর্য্যাদঃ ॥ ১৫৯ ॥

প্রমত্ত হস্তী যেমন করিণীগণের সঙ্গে জলকেলি করিয়া

থাকে, লৌকিক বিধির অতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ শ্রমনিবারণার্থে গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া যমুনা-সলিলে অবগাহন করিলেন; তৎকালে গোপাঙ্গনাদিগের কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুসুমমালায় কতকগুলি ভ্রমর বসিয়াছিল; তাহারা গন্ধর্ব্বপতির ন্যায় সুললিত গান করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ১৫৯ ॥

এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে;
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে।
চন্দ্রকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল;
ঝলমল করে যেন যমুনার জল।
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা;
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা।
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে;
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে।
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাট;
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট?
কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়; (১)
কভু ডুবাইয়া রাখে, কভু বা ভাসায়।
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে।
ইহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া;
'কাঁহা গেলা'? সবে কহে চমকিত হঞা।
মহাবেগে গেলা প্রভু লখিতে নারিলা;
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা:—
'জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা?
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা?

---

১ কোনার্কের দিকে—কোনারক; পুরীর সমীপস্থ সমুদ্রতীরস্থ স্থান বিশেষ।

'গুণ্ডিচা মন্দিরে কিবা ? কিবা নরেন্দ্রতে ?
চটক পর্ব্বতে কিবা ? গেলা কোনার্কেতে' ?
এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া ;
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা।
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষ রাত্রি হৈল ;
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল।
প্রভুর বিচ্ছেদে কারও দেহে নাহি প্রাণ ;
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন।

তথাহি অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে চতুর্থপরিচ্ছেদে
শকুন্তলাং প্রতি প্রিয়ম্বদাবাক্যং।

'অনিষ্টাশঙ্কানি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি' ॥ ১৬০ ॥

'হি' যতঃ 'বন্ধুহৃদয়ানি' 'অনিষ্টাশঙ্কানি' অনিষ্টে অমঙ্গলবিষয়ে আশঙ্কা যেষু' তানি 'ভবন্তি' ॥ ১৬০ ॥

বন্ধুদিগের হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কাই উদয় হইয়া থাকে।১৬০।

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা ;
চিরায়ু পর্ব্বতদিকে কত জন গেলা।
পূর্ব্ব দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কত জন ;
সমুদ্রের তীরে নীরে করে অন্বেষণ।
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন ;
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ।
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি ;
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি।
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমৎকার ;
স্বরূপ গোঁসাঞি তারে পুছে সমাচার :—
'কহ জালিয়া ! এই দিকে দেখিলে এক জন ?
তোমার এই দশা কেন ? কহ ত কারণ' ?
জালিয়া কহে 'ইহা এক মনুষ্য না দেখিল ;
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল।

'বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে ;
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে।
জাল খসাইতে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ হৈল ;
স্পর্শ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল।
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল ;
গদ্গদ বাণী মোর উঠিল সকল।
কিবা ব্রহ্মদৈত্য ? কিবা ভূত ? কহনে না যায় ;
দর্শন মাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়।
শরীর দীর্ঘল তার হাত পাঁচ সাত ;
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত।
অস্থিসন্ধি ছুটি চর্ম্ম করে নড়বড়ে ;
তাহা দেখি প্রাণ মোর নাহি রহে ধরে।
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন ;
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু রহে অচেতন।
সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল সেই ভূত ;
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী পুত ?
সেই ভূতের কথা ভাই ! কহন না যায় ;
ওঝা ঠাঁঞি যাইছি যদি সে ভূত ছাড়ায় ;
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে ;
ভূত প্রেত আমায় না লাগে নৃসিংহ স্মরণে।
এই ভূত নৃসিংহ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে ;
তাহার আকার দেখিতেই ভয় লাগে মনে।
ওথা না যাইও আমি নিষেধি তোমারে ;
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে'।
এত শুনি স্বরূপ গোঁসাই সব তত্ত্ব জানি ;
জালিয়াকে কিছু কয় সুমধুর বাণী :—
'আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে' ;
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তাহার মাথে।
তিন চাপড় মারি কহে 'ভূত পলাইল ;
ভয় না পাইও' ; বলি সুস্থির করিল।

একে প্রেম, তাতে ভয় দ্বিগুণ অস্থির ;
ভয় অংশ গেলে সেহ হৈল কিছু ধীর।
স্বরূপ কহে 'যারে তুমি কর ভূতজ্ঞান ;
ভূত নহে, তিঁহ কৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান।
প্রেমাবেশে পড়িল তিঁহো সমুদ্রের জলে ;
তাঁরে তুমি উঠাইলে আপনার জালে।
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় ;
ভূত প্রেত জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়।
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে ;
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ ? দেখাও আমারে'।
জালিয়া কহে 'প্রভুকে দেখিয়াছি বার বার ;
তিঁহো নহে, এই অতি বিকৃত আকার'।
স্বরূপ কহে 'তাঁর হয় প্রেমের বিকার ;
অস্থিসন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার'।
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হইল ;
সবা লঞা গেল, মহাপ্রভুকে দেখাইল।
ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ সব কায় ;
জলে শ্বেত তনু, বালু লাগিয়াছে গায়।
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায় ;
উঠাইয়া দূর পথ আনন না যায়।
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া ;
বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া।
সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে ;
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে।
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিল ;
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল।
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে ;
অর্দ্ধ বাহ্যে ইতি উতি করে দরশনে।
তিন দশার মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল ;
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর।

অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্য জ্ঞান ;
সেই দশাকে কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম।
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে ;
আভাসে কহেন সব শুনে ভক্তগণে :—
'কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন ;
দেখি জলকেলি করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মিলি ;
যমুনায় মহারঙ্গে করে জলকেলি।
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে ;
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে। (১)

যথা রাগঃ।

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে. (২) সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র পরিধান :

১ কালিন্দী দেখিয়া...রঙ্গে।—কালিন্দী বা বিরজানদীর পারে লীলাধাম বৃন্দাবন। এই স্থানে শক্তিরূপা নিত্য সখীগণ ভগবানের লীলার সহায় হইয়া তাঁহার সহিত লীলা-জলে ক্রীড়া করিতেছেন, আর সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ (সখীগণ) তীরে থাকিয়া সেই লীলা দর্শন করিয়া সুখী হইতেছেন। পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকার সহিত পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণের যে রস-ক্রীড়া তাহাই মহারাস নামে আখ্যাত ; তাহা প্রাকৃত কামময়ী চেষ্টা নহে। "যস্মাৎ হ্লাদিনীশক্তি বিলাসলক্ষণ তৎ প্রেমময়েবৈবা রিরংসা নতু প্রাকৃতকামময়ীতি" বৈষ্ণব-তোষণী। এই রাসক্রীড়াবসানে ভগবান সূক্ষ্ম পবিত্রতার বসন পরিয়া সৃষ্টিরূপ লীলাজলে পরা-প্রকৃতি ও শক্তিরূপা সখীগণ লইয়া জলকেলি করিয়া থাকেন। ঐ জলকেলিই ভাগবতের রাসাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং তাহারই অপ্রাকৃতাবতারণা মহাপ্রভুর প্রলাপবাক্যে এখানে করা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ পুরুষের সৃষ্টিলীলা করিতে ইচ্ছা হইলে তিনি আপনার স্বরূপ হইতে পরাপ্রকৃতিকে প্রকটিত করত তাঁহার সহিত রমণেচ্ছু হইয়া তাহাতে আপন চিদ্‌বীর্য্য আধান করেন ; উহা হইতে প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্বাদি প্রসূত হইলে ভগবান্ সেই পরাপ্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের অভ্যন্তরে থাকিয়া সৃষ্টির লীলাজলে বা কারণার্ণবে তাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। "স এব প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ, যদৃচ্ছয়া বোপ-গতামভ্যপদ্যত লীলয়া।" "স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্, আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ম্"। "গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ, বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়েতি"। লীলাশেষ হইলে পরমপুরুষ আবার পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধা ও মহত্তত্ত্বাদি সখীগণের সহিত স্বধামে যোগনিদ্রাবলম্বনে শয়ন করিয়া থাকেন ; ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ২৬ অধ্যায় দেখ।

২ পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে ইত্যাদি—রাসলীলা ও কুঞ্জসেবার আভাস এই প্রলাপোক্তিতে

'কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠাম।
সখি হে! দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে;
কৃষ্ণ মত্ত করীবর, চঞ্চল কর পুষ্কর,
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে। ধ্রু।
আরম্ভিল জলকেলি, অন্যান্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার;
সবে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার।
বর্ষে স্থির তড়িদ্ঘন, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িত উপরে;
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকীগণ,
সে অমৃত সুখে পান করে।
প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি;
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে হৈল রদারদি,
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি।
সহস্র কর জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্র পদে নিকটে গমনে;
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপুঃ সঙ্গমে,
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে।
কৃষ্ণ রাধায় লঞা বলে, গেলা কণ্ঠমগ্ন জলে,
ছাড়িল তাঁহা যাঁহা অগাধ পানী;
তিঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী।

দেখা যাইতেছে। প্রকটলীলা স্পষ্টার্থ: অপ্রকটলীলায় প্রেমরাজ্যের অতি উচ্চতম সত্যের আভাস আছে। ভাগ্যবান্ ভক্তের মাধুর্য্যপূর্ণ চিত্তবৃন্দাবনস্থ প্রেমযমুনার লীলা-জলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা মনোবৃত্তি সখীগণে পরিবৃতা হইয়া শ্যামসুন্দরের সঙ্গে মহা-রাসে প্রবৃত্ত হইলে এই ছবিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন লোকলজ্জার বস্ত্রাচ্ছাদন খসিয়া পড়ে এবং কত প্রকার ক্রীড়াকৌতুক হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন পট্টবস্ত্র অলঙ্কারাদি রাখিয়া ভগবান্ কেবল শুভ্র পবিত্র মাধুর্য্য ভাবে এই লীলাজলে অবতরণ করেন।

যত গোপ সুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণ ;
যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝল মল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন।
পদ্মিনীলতা সখীচয়, কৈল কারও সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল ;
কেহ মুক্ত কেশ পাশ, আগে কৈল অধোবাস,
হস্তে কেহ কঞ্চুলী ধরিল।
কৃষ্ণের কলহ রাধা সনে, গোপীগণ সেই ক্ষণে,
হেমাব্জ বনে গেলা লুকাইতে ; (১)
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখ মাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে।
এথা কৃষ্ণ রাধা সনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা ;
তবে রাধা সূক্ষ্মমতী, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা।
যত হেমাব্জ জলে ভাসে,(২)তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি আসি করয়ে মিলন ;
নীলাব্জ হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ।

---

১ হেমাব্জবনে গেল লুকাইয়া—কৃষ্ণের সহিত হ্লাদিনীর পরাকাষ্ঠা মহাভাবময়ী রাধার সম্মিলনে মনোবৃত্তিরূপ সখীনিচয় সেই মহালীলার হেমাব্জবনে মিলাইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। মহাজ্যোতির অভ্যুদয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতি লুকায়িত হইয়া যায় ; আবার ক্ষুদ্র জ্যোতির সম্মিলনেই মহাজ্যোতির প্রকাশ ; সে জন্য তাঁহাদের ছাড়িয়া রাধিকাও পৃথক থাকিতে পারেন না।

২ হেমাব্জ—নীলাব্জ।—লীলাময়ী জীবশক্তিই হেমাব্জ ; আর প্রাণমনস্নিগ্ধকর নীলাব্জ ভগবানের আনন্দ চিদ্ঘন স্বরূপ। ইঁহাকে চক্রবাকও বলা হইয়াছে ; স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের মহত্তত্ত্বাদি রক্তোৎপল, কেননা তাহারা রাগ বা আসক্তিতে জড়িত। জীব মায়াচ্ছন্ন, এজন্য অচেতন ; মহত্তত্ত্ব জড়ীয় তাহাতে সেও অচেতন। জীব আসক্তিবিহীন হইলেই ভগবানকে লুটিয়া লইতে চায় ; কিন্তু মহত্তত্ত্বাদি অহঙ্কার তাহাকে উহা করিতে দেয় না, এজন্য ঈশ্বরের জন্য তাহাদের মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে ; জীবরূপা

চক্রবাক মণ্ডল, (১) পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম;
উঠিল পদ্ম মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন।
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণে কৈল নিবারণ;
পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক লাগি দোঁহার রণ।
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়;
ইহা দোঁহার উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয়।
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে পদ্ম লুঠে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার;
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র!
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার।
অতিশয় উক্তি, বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি কৃষ্ণে প্রকট দেখাইল;
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণযুগ জুড়াইল।
ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ;

প্রকৃতি পুরুষরূপী ভগবানের উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহাই স্ত্রীপুরুষের বিপরীত স্থিতি। জীবপ্রকৃতি মহতত্ত্বাদির মধ্যে অবস্থিত; এজন্য উভয়ে উভয়ের সহবাসী বন্ধু। আবার জীব পরমাত্মার বন্ধু; দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়েতি শ্রুতিঃ। কিন্তু মহত্তত্ত্বাদি ঈশ্বরপ্রকৃতির অপরিচিত অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধ রাখে বলিয়া মহত্তত্ত্বাদি ভগবানের স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না; অথচ যখন জীব মায়াশূন্য হইয়া ঈশ্বরকে লুঠিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিতে চায়, তখন অপরিচিত মহত্তত্ত্বাদি তাহা করিতে দেয় না; ইহা বিরোধাভাস অলঙ্কার; এবং এই সৃষ্টিলীলারবিচিত্রতা অনন্ত, এজন্য উহা অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

১ চক্রবাকমণ্ডল ইত্যাদি—লীলাময় ভগবান এক হইয়াও পৃথক পৃথক জীব প্রকৃতির অভ্যন্তরে অন্তর্যামীরূপে পৃথক প্রকাশিত।

গন্ধতৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তাঁরে সখীগণ।
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান,
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন ;
বৃন্দাকৃত সম্ভার, (১) গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন।
বৃন্দাবনে তরু লতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বার মাস ধরে ফুল ফল ;
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিয়া সকল ;
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি,
রত্ন মন্দিরে পিণ্ডার উপরে ;
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে।
নারিকেল নানা জাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলাকোলি বিবিধ প্রকার ;
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সম তারা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর।
খরমুজা ক্ষীরিলি তাল, কেশর পানিফল মৃণাল,
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত ;
কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সবার স্থিতি,
সহস্র জাতি, লেখা যায় কত ?

---

১ বৃন্দাকৃত সম্ভার........দেখি আমার সুখী হৈল মন।—কুঞ্জ সেবার ছবি। মহারাসান্তে চিত্তবৃন্দাবনের নানাজাতীয় ভাবফল ভোজন করিয়া ভগবান্ তৃপ্ত হন ; আবার তাঁহার দত্ত প্রসাদ ভোজনে শ্রীরাধিকা ও সখীরাও চরিতার্থ হন। জীবাত্মারূপিণী রাধিকা পরমাত্মা কৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হইয়া চিত্তমন্দিরে 'শয়ন অর্থাৎ চিরবিরাজ করিলে, পগল্ভা (উত্তেজিতা) মনোবৃত্তি সখীগণও তখন নিশ্চিন্তে যে যাঁহার কক্ষে শয়ন করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্ব স্ব কার্যাক্ষেত্রে অটলভাবে অবস্থিতি করেন ; অথবা সৃষ্টি লীলাবসানে ভগবান্ পরাপ্রকৃতির সহিত যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত হন্।

'গঙ্গাজল অমৃত কেলি, পীযূষ গ্রন্থি কর্পূর কেলি,
সর পুপী অমৃত পদ্মচিনি;
খণ্ড খিরিসা বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি।
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈল মহাসুখী,
বসি কৈল বন্য ভোজন;
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন।
কেহ করে বীজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ;
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন।
হেনকালে মোরে ধরি, মহাকোলাহল করি,
তুমি সব ইহা লঞা আইলা;
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন? কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ?
সে সুখ ভঙ্গ করাইলা'।

কহিতে কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল;
স্বরূপ গোঁসাঞিকে দেখি তাঁহাকে পুছিল:—
'ইহাঁ কেন তোমরা আমারে লঞা আইলা'?
স্বরূপ গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা:—
'যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা;
সমুদ্র তরঙ্গে ভাসি এতদূর আইলা।
এই জালিয়া জালে করি তোমায় উঠাইলা;
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা।
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমায় অন্বেষিয়া;
জালিয়ার মুখে শুনি পাইল আসিয়া।
তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া;
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পাই পীড়া।
কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্দ্ধ বাহ্য হৈল;
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহা যে শুনিল'।

প্রভু কহে 'স্বপ্নে দেখি গেলাম বৃন্দাবনে;
দেখি কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে।
জলক্রীড়া করি কৈল বন্য ভোজনে;
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে'।
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া;
প্রভু লঞা ঘরে আইলা আনন্দিত হঞা।
এইত কহিল প্রভুর সমুদ্রে পতন;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ। ১৮।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিং।
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ। ১৬১।

'মাতৃভক্তশিরোমণিং' 'তং' 'কৃষ্ণচৈতন্যং' অহং 'বন্দে'; 'যঃ' চৈতন্যঃ 'মুখসংঘর্ষী' স্বমুখং সংঘর্ষতি যঃ তাদৃশঃ সন্ 'প্রলপ্য' 'মধূদ্যানে' বসন্তসময়ে জগন্নাথবল্লভনামোপবনে 'ললাস' বিরাজয়ামাস ॥ ১৬১।

যিনি মুখ সংঘর্ষণ করিয়া ও প্রলাপবাক্য কহিয়া বসন্ত সময়ে জগন্নাথবল্লভ নামক পুষ্পোদ্যানে বিরাজ করিয়াছিলেন; মাতৃভক্ত শিরোমণি সেই শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করি। ১৬১।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
এই মতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমাবেশে
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিবসে।

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ ;
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ।
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ;
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে।
'নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার ;
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিও তাঁহার।
কহিও তাঁহাকে "তুমি করহ স্মরণ ;
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ।
যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন ;
সে দিনে আসিয়া অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ।
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস ;
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ।
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার ;
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার।
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে ;
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে"।
গোপলীলায় পায় যেই প্রসাদ বসনে ;
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে।
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে ;
মাতাকে পৃথক্ পাঠান আর ভক্তগণে।
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি ;
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।
জগদানন্দ নদীয়াতে গিয়া মাতাকে মিলিলা ;
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা।
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিল প্রসাদ দিয়া ;
মাতা ঠাঁঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া।
আচার্য্যের ঠাঁঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল ;
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুকে সন্দেস কহিল।
তরজা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে ;
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে।

'প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার ;
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।
বাউলকে কহিও লোক হইল আউল ;
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল। (১)
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল ;
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।'
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিল ;
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিল।
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা ;
তাঁর এই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা।
জানিয়া স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে পুছিল ;
'এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল'।
প্রভু কহে 'আচার্য্য হয় পূজক প্রবল ;
আগমশাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল।
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন ;
পূজা লাগি কথক কাল করে আরাধন।
পূজা নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন ;
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন।
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ ;
আমিও বুঝিতে নারি কিবা তার অর্থ'।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল সব ভক্তগণ ;
স্বরূপ গোঁসাঞি কিছু হইলা বিমন।
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল ;
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল।
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে ;
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে।

---

১ বাউলকে ইত্যাদি—লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, ধর্ম্ম কেহ লইতেছে না। তৎকালে বৈষ্ণব জগতের উচ্ছৃঙ্খল ভাব ও ধর্ম্মহীনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় অদ্বৈতাচার্য্য এই তরজা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর মৌনভাব ও স্বরূপের বিমনত্বও ইহাই প্রমাণ করিতেছে।

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা গমন ;
উদ্ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ ।
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপণ ;
স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখিজন ।
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা ;
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ।

তথাহি ললিতমাধবে তৃতীয়াঙ্কে পঞ্চবিংশতিতম-শ্লোকে নেপথ্যে শ্রীরাধায়া উৎকণ্ঠাপ্রশ্নবাক্যং ।

'ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি
র্নিধি র্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হাধিগ্বিধিং' । ১৬২ ।

হে 'সখি' বিশাখে 'নন্দকুলচন্দ্রমাঃ' মম প্রাণবল্লভঃ কৃষ্ণঃ 'ক্ব' কুত্র ; 'শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ' শিখিচন্দ্রিকা ময়ূরপুচ্ছ এব অলঙ্কৃতিঃ ভূষণং যস্য তাদৃশঃ কৃষ্ণঃ 'ক্ব' কুত্র । 'মন্দমুরলীরবঃ' 'ক্ব' ; 'নু' ভো 'সুরেন্দ্র নীল-দ্যুতিঃ' ইন্দ্রনীলমণে দ্যুতিঃ কান্তি র্যস্য স 'ক্ব' কুত্র ; 'রাসরসতাণ্ডবী' রাসরসে তাণ্ডবোঽস্যাস্তীতি রাসরসে নর্ত্তনকুশলঃ 'ক্ব' ; 'জীবরক্ষৌষধিঃ' মম প্রাণরক্ষায় মুখ্যৌষধিরূপঃ 'ক্ব' ; 'মম' 'নিধিঃ' 'সুহৃত্তমঃ' কৃষ্ণঃ 'বত' আশ্চর্য্যে 'ক্ব' ; 'হন্ত' বিষাদে 'হা' খেদে 'বিধিং' 'ধিক্' ॥ ১৬২ ॥

কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধা উৎকণ্ঠা প্রশ্ন করিতেছেন ঃ—হে সখি ! নন্দকুলচন্দ্রমাঃ কোথায় ? ময়ূরপুচ্ছভূষণধারী কোথায় ? মৃদুমন্দমুরলী রব যাঁহার ; তিনি কোথায় ? যাঁহার অঙ্গ কান্তি ইন্দ্র নীলমণির ন্যায়, তিনি কোথায় ? যিনি রাসরসে নৃত্য করিয়া থাকেন, তিনি কোথায় ? যিনি আমার জীবনরক্ষার মহৌষধি, তিনি কোথায় ? যিনি আমার অমূল্য রত্ন ও সুহৃত্তম তিনি কোথায় ? হা বিধাতঃ ? তোমাকে ধিক্ । ১৬২ ।

যথা রাগঃ।

ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈলা জগৎ উজোর;
কান্ত্যমৃত যেবা পীয়ে, নিরন্তর পীয়া জীয়ে,
ব্রজ জনের নয়ন চকোর।
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ? করাও দর্শন;
ক্ষণেকে যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন।
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান;
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই?
দেখাও সখি! রাখ মোর প্রাণ।
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম? শিখীপুচ্ছের উড়ান?
নব মেঘে যেন ইন্দ্র ধনু;
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র আঠা;
নারীর মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা।
জিনিয়া তমাল দ্যুতি, ইন্দ্র নীল সম কান্তি,
যেই কান্তি জগৎ মাতায়;
শৃঙ্গার রস সার ছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না ছানি,
জানি বিধি নিরমিল তায়।
কাঁহা সে মুরলী ধ্বনি? নবাম্বুদ গর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার;
উঠি ধায় ব্রজ জন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পীয়ে কান্ত্যমৃত ধার।
মোর সেই কলানিধি, প্রাণ রক্ষার মহৌষধি,
সখি! মোর তিঁহো সুহৃত্তম;

'দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন !
যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেন জীয়ায় ?"
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক ;
বিধিকে করে ভৎর্সন, কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক-।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনচত্বারিংশাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে বিধাতরং প্রতি গোপীবাক্যং।

'অহো বিধাত স্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনক্ষ্য পার্থকং
বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা' ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতিং বিধায় বিঘটয়তীতি বিধাতরং প্রত্যেবমাক্রোশন্ত্যঃ গোপ্যঃ আহুঃ। 'অহো' খেদে হে 'বিধাতঃ' 'তব' 'ন' 'ক্বচিৎ' কস্মিংশ্চিৎ জনে 'দয়া' অস্তি ; যতঃ 'দেহিনঃ' জীবান্ 'মৈত্র্যা' হিতাচরণেন তথা 'প্রণয়েন' স্নেহেন পরস্পরান্ 'সংযোজ্য' 'তান্' 'অকৃতার্থাংশ্চ' অপ্রাপ্তভোগানপি 'বিযুনক্ষি' বিযোজয়সি ; 'অর্ভকচেষ্টিতং যথা' বালকচেষ্টিতমিব 'তে' তব 'বিচেষ্টিতং' বিধানং 'অপার্থকং' হেতুশূন্যং নিষ্প্রয়োজনমিত্যহং মন্যে ॥ ১৬৩ ॥

গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত বিরহ ঘটিতেছে বলিয়া বিধাতাকে আক্রোশ করিয়া বলিতেছেন :—হে বিধাতঃ ! তোমার দয়া মাত্র নাই ; দয়া থাকিলে জীবগণকে মৈত্রী ও স্নেহে সংযুক্ত করিয়া অভিলাষ পূর্ণ না হইতে হইতে তাহাদিগকে বিযুক্ত কেন করিবে ? বুঝিলাম তোমার বিধান বালকের কার্য্যের ন্যায় অর্থ শূন্য ॥ ১৬৩ ॥

অস্যার্থো যথা রাগঃ।

'না জানিস্ প্রেম মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান ;

'তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান।
ওরে বিধি তো বড় নিঠুর!•
অন্যান্যে দুর্লভ জন, প্রেমে করায়ে সম্মিলন,
অকৃতার্থে কেন করিস্ দূর? ॥ ধ্রু ॥
আরে বিধি! অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলি আমার;
ক্ষণেকে করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্য স্থান,
পাপ কৈলি দত্ত অপহার।
অক্রূর করে তোর দোষ, 'আমায় কেন কর রোষ?
ইহো যদি করে দুরাচার';
তুই অক্রূর মূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণ নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার।
আপনার কর্ম্ম দোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোয় আমায় সম্বন্ধ বিদূর; (১)
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর।
সব ত্যজি ভজি যাঁরে, সেই আপন হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়;
তাঁর লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণ মাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়।
কৃষ্ণেরে কেন করি রোষ? আপন দুর্দ্দৈব দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল;
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তাঁরে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল'।
এই মত গৌর রায়, বিষাদে করে 'হায়! হায়!
হাহা কৃষ্ণ! গেলে তুমি কতি?'

---

১ বিদূর—দূরবর্ত্তী সম্পর্ক।

গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্যে বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি। (১)
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন;
গায়েন মঙ্গল গীত, প্রভুর ফিরাইতে চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন।
এই মত বিলাপেতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল;
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে শোয়াইল।
প্রভু শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে;
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরা দুয়ারে।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন;
নাম সংকীর্ত্তন করি করে জাগরণ।
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা;
গম্ভীরা ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা।
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার;
ভাবাবেশে না জানে প্রভু, পড়ে রক্তধার।
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ;
গোঁ গোঁ শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন।
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা, দেখি প্রভুর মুখ
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল বড় দুখ।
প্রভুকে শয্যাতে আনি শয়ন করাইল;
'কাঁহা কৈলে এই তুমি?' স্বরূপ পুছিল।
প্রভু কহে 'উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে;
দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহিরে যাইতে।
দ্বার না পাইয়া মুখ লাগে চারি ভিতে;
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পাই জানিতে।'

---

১ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি—অক্রূর কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার সময় গোপীগণ এই নাম ধরিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। 'এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং, ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ, বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃস্ম সুস্বরং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি'।

উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ;
যেই করে যেই বলে উন্মাদ লক্ষণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে ;
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে।
সব ভক্ত মিলি তবে প্রভুরে সাধিল ;
শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল।
প্রভুর পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন ;
প্রভু তাঁর উপরে করেন পাদ প্রসারণ।
প্রভু পাদোপধান বলি তাঁর নাম হৈল ;
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল। (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে চতুর্থ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

'ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং, সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানং।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং, প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট' ॥১৬৪॥

'ভগবৎকথায়াং' 'প্রণীয়মানঃ' বিদুরেণ প্রবর্ত্ত্যমানঃ 'মুনিঃ' মৈত্রেয়মুনিঃ 'প্রহৃষ্টরোমাঃ' সন্ 'ইতি' ইত্থং প্রকারেণ 'বিনীতং' যথা স্যাৎ তথা 'ব্রুবাণং' 'বিদুরং' 'অভ্যচষ্ট' অভ্যভাষত ; কীদৃশং বিদুরং ? 'সহস্রশীর্ষ্ণঃ' সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণস্তস্য 'চরণোপধানং' চরণাবুপধীয়েতে যস্মিন্ তং। শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়তীত্যর্থঃ। মহাভারতে বিদুরগৃহে ভোজনে ভগবাংস্তদুৎসঙ্গে চরণৌ নিধায় সুষ্বাপেতি প্রসিদ্ধেঃ ॥ ১৬৪ ॥

শুকদেব কহিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে স্বীয় পাদোপধানস্বরূপ করিয়াছিলেন, সেই বিদুর বিনীত হইয়া প্রাগুক্তরূপ জিজ্ঞাসা করিলে,ভগবৎকথায় প্রবর্ত্ত্যমান মৈত্রেয় মুনি আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৬৪ ॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ সম্বাহন ;
ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন।

---

১ বিদুরে—সকল পুস্তকেই 'উদ্ধব' পাঠ আছে ; তাহা সঙ্গত হয় না।

উষার অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় ;
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়।
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন ;
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ।
তাঁহার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে ;
তাঁর ভয়ে নারে ভিতে মুখাব্জ ঘষিতে।
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস ;
চৈতন্য স্তব কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ষষ্ঠশ্লোকে রঘুনাথ দাসবাক্যং।

'স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি' ॥ ১৬৫ ॥

'স্বকীয়স্য' 'প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য' দশকোটিপ্রাণসদৃশবৃন্দাবনস্য 'বিরহাৎ' 'উন্মাদাৎ' উন্মত্ততায়া হেতুভূতাৎ 'সততং' সর্ব্বদৈব 'প্রলাপান্' 'অতি-কুর্ব্বন্' 'বিকলধীঃ' বিকলচিত্তঃ সন্ 'ভিত্তৌ' 'শশ্বৎ' নিরন্তরং 'বদন-বিধুঘর্ষেণ' 'ক্ষতোত্থং' 'রুধিরং' 'দধৎ' সন্ 'গৌরাঙ্গঃ' 'মে' মম 'হৃদয়ে' 'উদয়ন্' 'মাং' 'মদয়তি'। ১৬৫।

স্বকীয় প্রাণার্ব্বুদসদৃশ ব্রজধামের বিরহে উন্মত্ত হইয়া যিনি সতত প্রলাপ করিতে করিতে বিকলচিত্ত হইতেন ; ভিত্তিতে নিরন্তর মুখচন্দ্র ঘর্ষণ জনিত ক্ষত দিয়া যাঁহার অঙ্গে রুধির ধারা পড়িত ; সেই গৌরাঙ্গমূর্ত্তি হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছে ॥ ১৬৫ ॥

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে ;
প্রেমসিন্ধুতে মগ্ন রহি কভু ডুবে ভাসে।
এক কালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে ;
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে।

জগন্নাথ বল্লভ নাম উদ্যান প্রধানে ;
প্রবেশ করিলা প্রভু লয়ে ভক্তগণে।
প্রফুল্লিত বৃক্ষ বল্লী যেন বৃন্দাবন ;
শুক শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন।
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন ;
গুরু হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন।
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল ;
তরুলতা জ্যোৎস্নায় সব করে ঝলমল।
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান ;
দেখি আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্।
'ললিত লবঙ্গলতা' পদ গাওয়াইয়া ;
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা।
প্রতি বৃক্ষ বল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ;
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখে আচম্বিতে।
কৃষ্ণে দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা ;
আগে দেখে হাসি কৃষ্ণে অন্তর্দ্ধান হৈলা।
আগে পাইল কৃষ্ণ তাঁরে পুনঃ হারাইয়া ;
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া।
কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধে ভরিয়াছে উদ্যানে ;
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হইলা চেতনে।
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ পরিমল ;
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল।
কৃষ্ণ গন্ধ লুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা ;
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে ষষ্ঠশ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং।

'কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গকঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।

মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাং' ॥১৬৬॥

হে 'সখি' বিশাখে ! 'সঃ' 'মদনমোহনঃ' নন্দনন্দনঃ 'মে' মম 'নাসাস্পৃহাং' নাসিকায়া লালসাং 'তনোতি'। কীদৃশঃ? 'কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গকঃ' কুরঙ্গমদাৎ কস্তুরিকায়াঃ সৌরভাৎ শ্রেষ্ঠস্য যো বপুষঃ পরিমল স্তস্য উর্ম্মিভি স্তরঙ্গৈঃ কৃষ্টানি আকৃষ্টানি বরাঙ্গনানাং অঙ্গকানি যেন সঃ। পুনঃ 'স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে' স্বকীয়স্য অঙ্গনলিনস্য অঙ্গপদ্মস্য অষ্টকে নেত্রনাভিবদনকরচরণাষ্টকে 'শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ' শশিনা কর্পূরেণ সহ অব্জগন্ধস্য প্রথা খ্যাতি র্যস্য সঃ। পুনঃ 'মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ' মদঃ কুস্তুরী ইন্দুবরঃ কর্পূরঃ চন্দনঃ শ্বেতচন্দনঃ অগুরুঃ এতেষাং সুগন্ধচর্চ্চাভিঃ অর্চ্চিতঃ পূজিতঃ ॥ ১৬৬ ॥

হে সখি ! মৃগমদগন্ধাপেক্ষাও সুগন্ধতর দেহপরিমলের তরঙ্গাঘাতে যিনি ব্রজাঙ্গনাদিগের অঙ্গসকল আকর্ষণ করিয়া থাকেন ; যাঁহার মুখ, নেত্র, নাভি, কর, চরণ প্রভৃতি আটটী অঙ্গপদ্মে কর্পূর ও পদ্মের গন্ধ নিহিত রহিয়াছে ; যিনি মৃগমদ কর্পূর চন্দন ও অগুরু দ্বারা সর্ব্বদা চর্চ্চিত থাকেন ; সেই মদনমোহন আমার নাসিকার লালসা বৃদ্ধি করিতেছেন ॥ ১৬৬ ॥

যথা রাগঃ।

'কস্তুরিকা নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ ;
ব্যাপে সর্ব্ব ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ।
সখি হে ! কৃষ্ণ গন্ধ জগত মাতায় ;
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈশে,
কৃষ্ণ পাশ ধরি লঞা যায়।

'নেত্র নাভি বদন, কর যুগ চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে ;
কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে।
হেমকীলিতচন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী ;
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্বে অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি তাকে যেন কৈলা চুরি।
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ ;
করি আগে বাউরী, নাচায় জগৎনারী,
হেন ডাকাইত অঙ্গ গন্ধ।
সেই গন্ধ বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায় ;
পাইলে পীয়া পেট ভরে, পীঙ পীঙ তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়।
মদনমোহন নাট, পসারি চান্দের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায় ;
বিনিমূলে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘরে যাইতে পথ নাহি পায়'।
এই মত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায় ;
যায় বৃক্ষলতা পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায় গন্ধ মাত্র পায়।
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল ;
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্য স্ফূর্ত্তি কৈল।
মাতৃ ভক্তি, প্রলাপন, ভিত্তে মুখ ঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ স্ফূর্ত্তি, দিব্য নৃত্য ;

এই চারি লীলা ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোঁসাঞির ভৃত্য।

এই মত মহাপ্রভু পাইয়া চেতন;
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন।
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তাঁর;
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার।
এই প্রেমা সদা জাগে যাঁহার অন্তরে;
পণ্ডিতেও তাঁর চেষ্টা বুঝিতে না পারে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি-লহর্য্যাং দ্বাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

'ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা' ॥ ১৬৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪২৭ শ্লোঃ ৫৮৩ পৃঃ দেখ। ১৬৭।

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া;
তর্ক না করিও শুন বিশ্বাস করিয়া।
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে; (১)
শ্রীরাধার প্রেমপ্রলাপ ভ্রমর গীতাতে।
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে;
পণ্ডিতে না বুঝে যার অর্থ বিশেষে।
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস
যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস।
শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিলে পাবে মহাসুখ;
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখ।

---

১ ইহার সত্যত্বে প্রমাণ—শ্রীভাগবতে। রাসস্থলে গোপীগণ কৃষ্ণের অদর্শনে বিরহাবস্থায় যে ভাবচেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, ভ্রমরগীতা নামক গ্রন্থে শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণবিরহে যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন ও দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর ভাগবতের দশমস্কন্ধের শেষ ভাগে কৃষ্ণমহিষীগণ যে বিলাপ করিয়াছিলেন, সেই সকল ঘটনা দ্বারা মহাপ্রভুর প্রলাপোন্মাদের সত্যতা প্রমাণ হইতেছে; অর্থাৎ এই সকল ভাবচেষ্টা অসম্ভব হইলে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকিত না।

চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন ;
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয় শ্রবণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহপ্রলাপ-মুখসঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম ঊনবিংশতিতমপরিচ্ছেদঃ॥ ১৯॥

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তি মিশ্রিতং।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভি র্নিষেব্যতে। ১৬৮।

'গৌরচন্দ্রস্য' 'লপিতং' প্রলাপাদিকং 'ভাগ্যবদ্ভিঃ' সাধুভিঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ 'নিষেব্যতে' শ্রূয়তে। কীদৃশং লপিতং ? 'প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং' প্রেম্না হেতুনা উদ্ভাবিতাভিঃ প্রকটিতাভিঃ হর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিভি র্মিশ্রিতং॥ ১৬৮॥

প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য, আর্ত্তি, সংযুক্ত গৌরচন্দ্রের প্রলাপকথন কেবল ভাগ্যবান্ ভক্তেরাই শ্রবণ করিয়া থাকেন। ১৬৮।

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
এই মতে মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে ;
রজনী দিবসে কৃষ্ণ বিরহ বিহ্বলে।
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন সনে ;
রাত্রি দিনে করে রসগীত আস্বাদনে।
নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ ;
দৈন্য উদ্বেগ আদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ।

সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া ;
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা।
কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পঠন ;
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ।
হর্ষে প্রভু কহে 'শুন স্বরূপ রাম রায় !
নাম সংকীর্ত্তন কলি পরম উপায়।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন ;
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ঊন-ত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং।

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ'। ১৬৯।

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৬৬ শ্লোঃ ৮০—৮১ পৃঃ দেখ। ১৬৯।

'নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ ;
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস।

তথাহি পদ্যাবল্যাং সপ্তমাঙ্কধৃত আনন্দাচার্য্যকৃত-শ্লোকঃ।

'চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং' ॥ ১৬৯ ॥

'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং' শ্রীভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনং 'পরং' সর্ব্বোৎকর্ষেণ 'বিজ-য়তে' ; কীদৃশং সংকীর্ত্তনং ? 'চেতো দর্পণমার্জ্জনং' চিত্তরূপ দর্পণস্য মলাপ-কর্ষণং ; পুনঃ 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং' সংসাররূপদাবাগ্নিং নির্ব্বাপয়িতুং শীলং যস্য তৎ ; 'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং' শ্রেয় এব মঙ্গলমেব কৈরবং শ্বেতোৎপলং শ্রেয়ঃ শ্বেতোৎপলমিব শুভ্রং পবিত্রমিত্যর্থঃ তস্মিন্ চন্দ্রিকাং শুভ্রকৌমুদীং বিতরিতুম্ শীলং যস্য তৎ ; জ্যোৎস্নালোকো যথা শ্বেতোৎপলস্য

শোভাং বিস্তারয়তি তথা সংকীর্ত্তনরূপজ্যোৎস্না শ্রেয়সঃ শোভাং বিতনোতীতি নিষ্কর্ষার্থঃ; 'শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃণীতে' ইতি কাঠশ্রুতেঃ শ্রেয়সো লক্ষণং জ্ঞাতব্যং। পুনঃ 'বিদ্যাবধূজীবনং' পরাবিদ্যারূপবধ্বাঃ প্রাণরূপং, সংকীর্ত্তনেন ব্রহ্মবিদ্যা সঞ্জীবিতা ভবতীত্যর্থঃ। 'অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' ইতিশ্রুতেঃ বিদ্যাঽনুসন্ধেয়া। পুনঃ 'আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং' আনন্দরূপসমুদ্রং বর্দ্ধিতুম্ শীলং যস্য তৎ; পুনঃ 'প্রতিপদং' যথাস্যাত্তথা 'পূর্ণামৃতাস্বাদনং' পূর্ণামৃতস্য আস্বাদনং যত্র তৎ; পুনঃ 'সর্ব্বাত্মস্নপনং' সর্ব্বাত্মানং স্নাপয়িতুম্ রসভাবেনেতিশেষঃ শীলং যস্য তৎ; আত্মন স্তৃপ্তিজনকমিত্যর্থঃ। ১৬৯।

যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মলা বিদূরিত করিয়া দেয়; যাহা সংসারদাবাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম; যাহা পরম শ্রেয়োরূপ * শ্বেতোৎপলের শুভ্র কৌমুদী তুল্য; যাহা পরাবিদ্যাবধূর † জীবনস্বরূপ; যাহা শুনিলে আনন্দসমুদ্র উথলিয়া উঠে; যাহার প্রতিপদে অমৃতের আস্বাদন পূর্ণমাত্রায় নিহিত আছে; এবং যাহা আত্মাকে যেন রসভাবে স্নান করাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিসুখ প্রদান করিয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণের সেই সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছে। ১৬৯।

'সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন;
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি, সাধন উদ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন;
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন'।
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক;
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক।

---

* শ্রেয়ঃ—মঙ্গলের পথ, প্রেয় সংসারের পথ।

† বিদ্যা—যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাহাই বিদ্যা; তদ্ভিন্ন সকলই অবিদ্যা।

তথাহি পদ্যাবল্যাং একোনবিংশাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ।

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ' ॥ ১৭০ ॥

হে 'ভগবন্'! 'নাম্নাং' তব নামসমূহানাং সম্বন্ধে 'নিজসর্ব্বশক্তিঃ' 'বহুধা' বহুপ্রকারেণ 'তত্র' নামসমূহে 'অর্পিতা' নিহিতা 'অকারি' ত্বয়েতি-শেষঃ; 'স্মরণেন' নামস্মরণেন করণেন হেতুনা, 'কালঃ' সময়ঃ 'নিয়মিতঃ' নির্ণয়ীকৃতঃ বহ্ববকাশঃপ্রদত্ত ইত্যর্থঃ। হে প্রভো! 'এতাদৃশী' 'তব' 'কৃপা' অস্তি; তথাপি 'মম' 'দুর্দ্দৈবং' 'ঈদৃশং' যৎ 'ইহ' নাম্নি 'অনুরাগঃ' 'ন' 'অজনি' ন অভবৎ। ১৭০।

হে ভগবন্! তোমার এতাদৃশ কৃপা যে তোমার নাম-সকলে তুমি বহুপ্রকারে নিজশক্তি অন্তর্নিহিত করিয়া রাখিয়াছ; এবং ঐ সকল নাম স্মরণের জন্য যথেষ্ট অব-কাশও দিয়াছ; কিন্তু হে প্রভো! আমার এমনি দুর্দ্দৈব, যে এমন নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না। ১৭০।

'অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার;
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কালদেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ;
আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ।
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়;
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়!

তথাহি পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্তশ্লোকঃ।

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' ॥ ১৭১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৭৮ শ্লোঃ ৩৬৮ পৃঃ দেখ। ১৭১ ॥

'উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ;
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয় ;
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়।
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন ;
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে রক্ষণ।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ;
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ;
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়'।
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িল ;
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগিতে লাগিল।
প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ;
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ।

তথাহি পদ্যাবল্যাং পঞ্চাশীতিতমাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ।

'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি' ॥ ১৭২ ॥

হে 'জগদীশ!' অহং তব সকাশাৎ 'ন ধনং' 'ন জনং' 'ন সুন্দরীং' ভার্য্যাদিকং 'কবিতাং বা' কাব্যরচনাশক্তিং বা 'কাময়ে' যাচে ; কিন্তু 'মম' 'জন্মনি' 'জন্মনি' প্রতিজন্মনি 'ঈশ্বরে' 'ত্বয়ি' 'অহৈতুকী' 'ভক্তিঃ' হেতুরহিতাঃ নির্ম্মলাঃ 'ভক্তিঃ' 'ভবতাৎ' ভবতু। ১৭২।

হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ধন, জন, সুন্দরী

স্ত্রী, অথবা কবিশক্তি, এ সকলের কিছুই চাহি না ; তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার জন্মজন্মান্তরে তোমাতে অহৈতুকী শুদ্ধভক্তি থাকে। ১৭২।

'ধন, জন, নাহি মাগোঁ কবিতা, সুন্দরী ;
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ ! কৃপা করি'।
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য ভক্তি দান ;
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান।

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে ত্রয়োদশাঙ্কধৃত-দাক্ষিণাত্যকৃতঃ শ্লোকঃ।

'অয়ি নন্দতনুজ ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়'। ১৭৩।

'অয়ি' কাতরে হে 'নন্দতনুজ' 'বিষমে' 'ভবাম্বুধৌ' ভীষণসংসারসাগরে 'পতিতং' তব 'কিঙ্করং' দাসং 'কৃপয়া' করুণয়া 'তব' 'পাদপঙ্কজস্থিতধূলি-সদৃশং' 'মাং' 'বিচিন্তয়' মাং চরণদাসত্বে গৃহাণেত্যর্থঃ। ১৭৩।

হে নন্দাত্মজ ! তোমার এই কিঙ্কর বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়া বড় কষ্ট পাইতেছে ; তুমি কৃপা করিয়া তব পাদ-পদ্মস্থিত ধূলিকণার ন্যায় দাসত্বে গ্রহণ কর। ১৭৩।

'তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া ;
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হঞা।
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম ;
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন'।
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম ;
কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন।

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুরশীতিতমাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবশ্লোকঃ।

'নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি' ॥১৭৪॥

হে 'প্রভো!' 'কদা' কস্মিন্ কালে 'তব' 'নামগ্রহণে' 'গলদশ্রুধারয়া' সহ 'নয়নং'; 'গদ্গদরুদ্ধয়া, 'গিরা' বাক্যেন সহ 'বদনং'; 'পুলকৈঃ' সহ 'নিচিতং' ব্যাপ্তং 'বপুঃ' শরীরং 'ভবিষ্যতি'। ১৭৪।

হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণ করিতে করিতে কবে আমার নয়ন দিয়া অশ্রুধারা গলিয়া পড়িবে; মুখে বাক্য রোধ হইয়া আসিবে; এবং পুলকে সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইবে। ১৭৪।

'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন;
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন'।
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ;
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলাপন।

তথাহি পদ্যাবল্যাং সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততমাঙ্কধৃত-শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রোক্তশ্লোকঃ।

'যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে'। ১৭৫।

'গোবিন্দবিরহেণ' হেতুভূতেন 'মে' মম 'নিমিষেণ' নিমিষকালেন মুহূর্ত্তমাত্রকালেন 'যুগায়িতং' যুগবৎ আচরিতং লক্ষিতং; 'চক্ষুষা' নয়নেন 'প্রাবৃষায়িতং' প্রাবৃর্বৎ আচরিতং লক্ষিতং; বর্ষাকালীনমেঘধারাবৎ অশ্রু বর্ষিতং; 'জগৎ সর্ব্বং' 'শূন্যায়িতং' শূন্যবৎ আচরিতং শূন্যবৎ প্রতিভাতং ভবতীত্যর্থঃ। ১৭৫।

গোবিন্দবিরহে আমার মুহূর্ত্তকাল যুগযুগান্তরের ন্যায় বোধ হয়; নয়ন দিয়া বর্ষাকালের ধারার ন্যায় অশ্রু পড়িতে থাকে; এবং সমস্ত জগৎ শূন্য প্রতিভাত হয়। ১৭৫।

'উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণে যুগ সম;
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন।

'গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন;
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন'।
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ;
সখী সব কহে 'কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ'।
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়;
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়।
ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়;
এত ভাব এক ঠাঁই করিল উদয়।
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল;
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল।
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল;
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল।

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুস্ত্রিংশাধিকশততমাঙ্কধৃতঃ কস্যচিৎ শ্লোকঃ।

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ' ॥ ১৭৬ ॥

স কৃষ্ণঃ 'মাং' 'আশ্লিষ্য' সমালিঙ্গ্য 'পাদরতাং' পাদসেবিকাং দাসীং করোতু; 'বা' অথবা মাং 'পিনষ্টু' মহাদুঃখৈঃ পীড়য়তু; 'বা' অথবা 'অদর্শনাৎ' আত্মানং গোপয়িত্বা মাং 'মর্ম্মহতাং' 'করোতু'; 'লম্পটঃ' বহুবল্লভঃ সন্ 'যথাতথা' 'বিদধাতু' বিহরতু 'বা'; 'তু' তথাপি হে সখি! 'স এব' কৃষ্ণঃ 'মৎপ্রাণনাথঃ', 'ন' 'অপরঃ' বহিরঙ্গো জনো ন। ১৭৬।

তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পাদসেবার দাসীই করুন্ বা মহাদুঃখে ফেলাইয়া নিষ্পেষিতাই করুন্, অথবা দর্শনসুখে বঞ্চিত করিয়া মর্ম্মহতাই করুন্, কিম্বা

বহুবল্লভ হইয়া যেখানে সেখানে বিহারই করুন্, হে সখি! তিনি পর নহেন, আমারই প্রাণনাথ। ১৭৬।

যথা রাগঃ।

'আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তিঁহো রস সুখরাশি,(১)
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত;
কিবা না দেন দরশন, না জানে মোর তনুমন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ।
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়;
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ, অন্য নয়।
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া;
তা'সবারে দিয়া পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া।
কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ;
মোরে দিতে মনঃ পীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ।
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য;
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্য্য।
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী?
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী।

---

১ আমি কৃষ্ণ পদদাসী ইত্যাদি—এই রাগবাক্যে ভগবানে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কামসেবা ও শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

'কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভৎ'সনে ;
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলপ সাধনে।
সেই নারী জীয়ে কেনে ? কৃষ্ণের মর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ ;
নিজ সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহি যে সন্তোষ।
যে গোপী করে মোর দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ ;
মুঞি তার ঘরে যাঞা তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস।
কুষ্ঠীবিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা ;
স্তম্ভিলে সূর্য্যের গতি, জীয়াইলে মৃতপতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা (১)।
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ ;
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান।
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান ;
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরী',
মোর হয় দাসী অভিমান।
কান্ত সেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ;
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী অভিমানী'।

১ কুষ্ঠীবিপ্রের রমণী...তিন দেবা।—এইরূপ একটী প্রবাদ কথা আছে। তিন দেবা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায় ;
ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন দেহ ধারণ না যায়।
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ ;
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ।

এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ;
প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া।
পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক পড়ি লোকে শিক্ষা দিল ;
সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনি আস্বাদিল।
প্রভুর অষ্ট শিক্ষা শ্লোক যেই পড়ে শুনে ;
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে।
যদ্যপিও প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর ;
নানা ভাবচন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির।
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে ;
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে।
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠনে ;
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদনে।
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে ;
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে।
সেই রসলীলা সব আপনি অনন্ত ;
সহস্র বদনে বর্ণে, নাহি পায় অন্ত।
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে ?
তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে।
যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার ;
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার।
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল ;
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।

তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল ;
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল।
অতএব সে সব লীলা না পারি বর্ণিবারে ;
সমাপ্ত করিল লীলায় করি নমস্কারে।
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌ দরশন ;
এই অনুসারে হবে আর আস্বাদন।
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে ;
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি ; তাতে না পারি বর্ণিতে।
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ ;
চৈতন্য চরিত্র বর্ণন কৈল সমাপন।
আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ,
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ।
ঐছে মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর পার ;
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ?
যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিল ;
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল।
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস ;
চৈতন্য লীলায় তিঁহো হয় আদিব্যাস।
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার ;
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর।
যে কিছু বর্ণিলা সেও সংক্ষেপ করিয়া ;
লিখিতে না পারে, তবু রাখিয়াছে লিখিয়া।
চৈতন্য মঙ্গলে তিঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ;
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে।
'সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে ; (১)
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবেন বর্ণনে'।
চৈতন্য মঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ;
সত্য কহে 'আগে ব্যাস করিবে বর্ণনে'।
চৈতন্য লীলামৃত সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান ;
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তিঁহো কৈল পান।

তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা ;
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা।
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি ;
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী।
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার ;
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার।
আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অভিমান ;
আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী সমান।
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির ;
হস্ত হালে, মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির।
নানা রোগগ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি ;
পঞ্চ রোগ পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি।
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন ;
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ।
শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ;
শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্ত, আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ।
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ;
শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীগুরু, শ্রীজীব চরণ।
ইহা সবার চরণ কৃপায় লেখায় আমারে ;
আর এক হয় তিঁহো অতি কৃপা করে।
মদন গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি ;
কহিতে না জুয়ায়, তবু রহিতে না পারি।
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ ;
'দম্ভ করি' বলি শ্রোতা না করিহ রোষ।

---

১ 'সংক্ষেপে কহিল.........আগে ব্যাস করিবে বর্ণন।—চৈতন্য মঙ্গলে বৃন্দাবন দাস লিখিয়া গিয়াছেন যে পরে বেদব্যাস জন্মিয়া বিস্তারিতরূপে গৌরলীলা বর্ণনা করিবেন। পাছে গ্রন্থকারকে কেহ সেই ব্যাস মনে করেন, সেই সন্দেহ নিরসন করিয়া বলিতেছেন যে সত্যসত্যই ইহার পর ব্যাস জন্মিয়া এ লীলা বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিবেন ; তিনি কেবল এককণ ছুঁইলেন।

তোমা সবার চরণধূলি করিনু বন্দন ;
তাতে চৈতন্য লীলা হৈল যে কিছু লিখন।
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ ;
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ।
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন ;
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ।
তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে কুক্কুর আইল ;
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈল।
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ ;
তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন।
তৃতীয়ে হরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড ;
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড।
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন ;
হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন।
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন ;
দেহ ত্যাগ হৈতে তাঁরে করিল রক্ষণ।
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ;
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইল বৃন্দাবন।
পঞ্চমে প্রদ্যুম্ন মিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল ;
রায় দ্বারা তাঁরে কৃষ্ণকথা শুনাইল।
তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ ;
স্বরূপ গোঁসাঞি কৈল বিগ্রহের মহিমা স্থাপন।
ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা ;
নিত্যানন্দ আজ্ঞায় চিঁড়া মহোৎসব কৈলা।
দামোদর স্বরূপ ঠাঁঞি তাঁরে সমর্পিলা ;
গোবর্দ্ধনের শিলা, গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা।
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন ;
নানা মতে কৈল তাঁর গর্ব্ব খণ্ডন।
অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর আগমন ;
তাঁর ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন।

নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক মোচন ;
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন।
দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন ;
রাঘব পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন।
তার মধ্যে গোবিন্দেরে কৈল পরীক্ষণ ;
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন।
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ ;
ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইল গৌর ভগবান।
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈল ভঞ্জন ;
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দেরে তাড়ন।
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাই আইলা ;
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা।
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন ;
প্রভু তাঁরে কৃপা করি পাঠাইল বৃন্দাবন।
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন ;
শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন।
তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন ;
অস্থি সন্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম।
চটক পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন ;
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন।
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান বিলাসে ;
বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশে।
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ;
তার মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ।
ষোড়শে কালীদাসে প্রভু কৃপা কৈল ;
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল।
শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইল ;
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল।
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিল ;
কৃষ্ণাধরামৃতের ফল শ্লোকে আস্বাদিল।

সপ্তদশে গাবী মধ্যে প্রভুর পতন ;
কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম।
কৃষ্ণের শব্দ গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল ;
'কাস্ত্র্যঙ্গতে' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল।
ভাব সাবল্যে পুনঃ কৈল প্রলাপন ;
কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন ;
কৃষ্ণ গোপীর জলকেলি তাঁহাই দর্শন।
তাঁহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন ;
জালিয়া উঠাইল, প্রভু আইলা স্বভবন।
ঊনবিংশে ভিত্তিতে প্রভুর মুখ সংঘর্ষণ ;
কৃষ্ণের বিরহ স্ফুর্ত্তি, প্রলাপ বর্ণন।
বসন্ত রজনী, পুষ্পোদ্যানে বিহরণ ;
কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
বিংশ পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া ;
তার অর্থ আস্বাদিল আবিষ্ট হইয়া।
ভক্তে শিক্ষাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কৈল ;
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল।
মুখ্য মুখ্য লীলার অর্থ করিল কথন ;
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ বিবরণ।
একেক পরিচ্ছেদে কথা অনেক প্রকার ;
মুখ্য মুখ্য কহিল, কহা না যায় বিস্তার।
শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন ;
শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দ চরণ।
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ ;
এই তিন ঠাকুর সব গৌড়িয়ার নাথ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ;
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ।
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ;
শ্রীগুরু, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব চরণ।

নিজ শিরে ধরি এই সবার চরণ ;
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ।
সবার চরণ কৃপা, গুরু উপাধ্যায়ী ; (১)
মোর বাণী শিষ্য, তারে বহুত নাচাই।
শিষ্যের শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল ;
কৃপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিল।
অনিপুণা বাণী আপনি নাচিতে না জানে ;
যত নাচাইল নাচি করিল বিশ্রামে।
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন ;
যাঁসবার চরণ কৃপা শুভের কারণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে ;
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে।
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ ;
তোমরা এ অমৃত পীলে, সফল হৈল শ্রম।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ।

গ্রন্থ পরিশিষ্টম্।

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদযঃ।

---

১ সবার চরণ কৃপা.........করিল বিশ্রাম।—পূর্ব্বোক্ত মহাশয়গণের চরণকৃপাই আমার গুরু ; এই গুরু ব্যতীত আমার ভাষা স্ফূর্ত্তি পায় না ; তিনি যেমন নাচাইয়াছেন, সে তেমনি নাচিয়াছে অর্থাৎ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছে ; এক্ষণে আর নাচাইতেছেন

তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরং। ১।
শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেব তুষ্টয়ে
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতং। ২।
পরিমলবাসিত ভুবনং
স্বরসোন্মাদিতরসিকালম্বং।
গিরিধরচরণাম্ভোজং
কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুং। ৩।
মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণো
র্মদীশ্বরীশ্রীযুতরাধিকায়াঃ।
প্রাণোরুসর্ব্বস্বপদাব্জরেণুং
শ্রীশ্রীলগোবিন্দমহং প্রপদ্যে। ৪।
শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।৫।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

টীকাপরিশিষ্টম্।

মূকং করোতি বাগীশমন্ধং দর্শয়তে পদম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে সচ্চিদানন্দমীশ্বরম্॥
নিরাশ্রয়মধন্যঞ্চ পতিতং দীনচেতসম্।
স্বকৃপাদৃষ্টিদানেন রক্ষ মাং জগদীশ্বর॥
প্রেমাবতারং মধুরস্বভাবম্
কৃপানিধানং পরমং পবিত্র-।
মৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরসাভিষিক্তম্
গৌরং প্রপদ্যে সুগভীর ভক্ত্যা।
শ্রীনিত্যানন্দমদ্বৈতং শ্রীবাসপ্রমুখান্ গণান্।
বন্দেঽহং ভক্তিতো নত্বা প্রেমভক্তেরভীপ্সয়া।
সুমধুরচরিতং যদ্গৌরসন্দর্ভগর্ভ-
মখিলজনহিতঞ্চ প্রেমভক্ত্যাতিপূর্ণম্।
বিরচিতমমৃতং সদ্যেন ধন্যেন ভক্ত্যা
তমতি বিনয়পূর্ব্বং কৃষ্ণদাসং নমামি।
শ্রীখণ্ডে চ মহাগ্রামে বর্দ্ধমানপ্রদেশকে।
প্রাণকৃষ্ণ ইতি খ্যাতো ভিষগাসীন্মহান্ সতাম্॥
গোপীকৃষ্ণ স্তু তৎপুত্র স্তাতো মে দুর্জ্জয়াম্বয়ে।
ময়া তস্যাত্মজেনাতিমন্দেনাকৃতকর্ম্মণা।
ভগবৎপদকামেন চৈতন্যচরিতামৃতম্।
দেবাজ্ঞয়া কৃতং সুষ্ঠু ব্যাখ্যয়া সরলাখ্যয়া।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সরলাখ্যা
টীকা সম্পূর্ণা।

অন্ত্যলীলার সূচিপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ—শ্রীরূপ সঙ্গোৎসব।

বন্দনা—চৈতন্য প্রভুর নীলাদ্রি আগমন—তৎসম্বাদ নবদ্বীপে প্রেরণ—বঙ্গদেশের ভক্তগণের নীলাদ্রি যাত্রা—শিবানন্দ সেনের কুকুরের উপাখ্যান—প্রভু কৃষ্ণ নাম দিয়া কুকুরকে উদ্ধার করেন—অনুপমের সহিত রূপের নীলাচলে যাত্রা—কৃষ্ণলীলানাটকের সূচনা—অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি—সত্যভামাপুরে রূপের আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন—নাটকের দুই ভাগ করণ—রূপের সহিত প্রভুর ও ভক্তগণের মিলন—নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির না করিবার জন্য রূপের প্রতি প্রভুর আদেশ—রথযাত্রাদিতে নৃত্যকীর্ত্তন-দর্শন—রূপ কর্ত্তৃক প্রভুর নৃত্য শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক করণ ও প্রভু কর্ত্তৃক রূপের প্রশংসা—রূপের হস্তাক্ষরের প্রশংসা—রূপের গুণ ব্যাখ্যা—ভক্ত-মণ্ডলীমধ্যে রূপের নাটক ব্যাখ্যা—নাটকের নান্দীতে নিজ গৌরব শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ—ভক্তমণ্ডলীতে রূপের পরিচয় ও প্রশংসা—দোলযাত্রা দর্শনান্তে প্রভুর উপদেশ লইয়া শ্রীরূপের বৃন্দাবন গমন। ১—৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ছোট হরিদাস দণ্ডরূপ শিক্ষা।

বন্দনা—পরিত্রাণের ত্রিবিধ উপায়—সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব—অম্বুয়া দেশের নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবেশ—শিবানন্দ সেনের পরীক্ষা ও তাঁহার সন্দেহভঞ্জন—শচীমন্দিরে, নিত্যানন্দনর্ত্তনে, শ্রীবাস-কীর্ত্তনে ও রাঘব ভবনে প্রভুর আবির্ভাব—প্রভু শ্রীকান্তসেন দ্বারা বঙ্গের ভক্তগণকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠান ও আপনি পৌষ-মাসে আসিবেন বলেন—প্রভুর না আসায় জগদানন্দ শিবানন্দের নিরানন্দ—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী প্রভুকে আনিবেন বলেন—ধ্যান যোগে প্রভুকে আবি-র্ভূত করান—প্রভুর তিন ভোগ ভোজন—শিবানন্দের সংশয় ও পরবৎসর নীলাচলে যাইয়া প্রভুর প্রমুখাৎ শুনিয়া সংশয় ভঞ্জন—গোপাল ভট্টা-চার্য্যের নিকট তাঁহার ভাই ভগবান্ আচার্য্যের বেদান্ত শুনিবার জন্য

আগ্রহ ও স্বরূপ গোস্বামীর তিরস্কার—ভগবান্ আচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ—আচার্য্যের কথায় ছোটহরিদাস শিখীমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর নিকট হইতে উত্তম তণ্ডুল যাচ্ঞা করিয়া আনেন—মহাপ্রভু জানিতে পারিয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ পাপজন্য তাঁহাকে বর্জ্জন করেন—স্বরূপাদির অনুনয়—প্রভুর উপেক্ষা—একবৎসর পরে হরিদাস প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণী প্রবেশ করেন—হরিদাসের গন্ধর্ব্ব দেহ প্রাপ্তি ও প্রভুকে অলক্ষ্যে গীত শুনান—ভক্তগণের সমুদ্র স্নান ও অলক্ষ্যেতে হরিদাসের গীত শ্রবণ—তর্ক বিতর্ক—প্রয়াগে হরিদাসের মরণবৃত্তান্ত মহাপ্রভু শ্রীবাসাদির মুখে শুনিয়া প্রকৃতি সম্ভাষণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্ধার করেন।

৪৫—৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—হরিদাস ঠাকুর মহিমকাথন।

বন্দনা—মহাপ্রভু এক বিধবার পুত্রকে স্নেহ করেন—দামোদর পণ্ডিত তজ্জন্য প্রভুকে বাক্যদণ্ড করেন—প্রভুর সন্তোষ প্রকাশ—প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়া নবদ্বীপে মাতৃসমীপে প্রেরণ করেন—হরিদাসকে প্রভু যবন ও স্থাবর জঙ্গম উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করেন—মহাপ্রভু হরিদাসের চরিত্র ভক্তগণসমীপে বলেন—বৃন্দাবন দাসের বর্ণিত অংশ ত্যাগ—হরিদাসের বেণাপোল মধ্যে তপস্যা—রামচন্দ্র খানের উৎপাত—বেশ্যা প্রেরণ—বেশ্যা নাম প্রভাবে পরিত্রাণ পায়—রামচন্দ্রের নিত্যানন্দ অবজ্ঞা ও ফল ভোগ—হরিদাসের চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের গৃহে স্থিতি—বালক রঘুনাথ দাস তাঁহার সঙ্গ করে—হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় আগমন—নাম মহিমা ব্যাখ্যা—গোপাল চক্রবর্ত্তীর সহিত বিচার—গোপালের দণ্ড—শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে হরিদাসের গমন—শ্রাদ্ধ পাত্র ভোজন—গঙ্গাতীরে গুহায় তপস্যা—নারীবেশে মায়া হরিদাসকে ছলিতে আইসে—তাহার পরাজয়—প্রেম বন্যা—উপসংহার। ৫৮—৮১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—সনাতন সঙ্গোৎসব।

বন্দনা—ঝারিখণ্ডপথে সনাতন গোস্বামীর নীলাচলে যাত্রা—গাত্রে কণ্ডূয়ন রসা—জগন্নাথের রথাগ্রে দেহ পাতের প্রতিজ্ঞা—হরিদাসের বাসায়

আগমন—মহাপ্রভুর সহিত মিলন—অনুপমের চরিত্রোল্লেখ ও খেদ—মহাপ্রভু সনাতনকে দেহত্যাগের অসারতা বুঝাইয়া দিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করেন—নববিধ ভক্তির উপদেশ—সনাতনের প্রতি বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রকাশের অনুজ্ঞা—সনাতনের প্রতি করুণা প্রকাশ ও তাঁহাকে আত্মসাৎ করণ—হরিদাস সনাতনে কথোপকথন—রথ যাত্রায় বঙ্গের ভক্তগণের আগমন—তাঁহাদের সঙ্গে সনাতনের মিলন—জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভুর যমেশ্বর টোটায় স্থিতি—সনাতনকে মধ্যাহ্নে তথায় যাইতে আজ্ঞা করেন—সিংহদ্বারের শীতল পথ বর্জ্জিয়া সমুদ্রপথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া সনাতনের গমন—প্রভুর জিজ্ঞাসায় সনাতনের কারণনির্দ্দেশ—মর্য্যাদা রক্ষা জন্য প্রভুর সন্তোষ ও কণ্ডুরসযুক্ত গাত্রে আলিঙ্গন—জগদানন্দের সহিত সনাতনের পরামর্শ—জগদানন্দ সনাতনকে বৃন্দাবন প্রত্যাগমনের পরামর্শ দেন—প্রভু শুনিয়া জগদানন্দের উপর ক্রুদ্ধ হয়েন—জগদানন্দের প্রতি আত্মতাসুধারস ও তাঁহার প্রতি গৌরবস্তুতিনিম্বরস দান জন্য সনাতন প্রভুকে লজ্জা দেন—প্রভুর উত্তর—বৈষ্ণবদেহের অপ্রাকৃতত্ত্বা—সন্ন্যাসীর সমদৃষ্টি ধর্ম্ম—সনাতনের কণ্ডুরসা আরোগ্য—সনাতনের বিদায় ও ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন প্রত্যাগমন—রূপের এক বৎসর গৌড়ে স্থিতি ও বৃন্দাবন গমন—উভয় ভ্রাতার সেবা ও বহু গ্রন্থ প্রকাশ—শ্রীজীবের আগমন ও তৎকর্ত্তৃক বহু গ্রন্থ প্রকাশ। ৮১—১০১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—প্রদ্যুম্ন মিশ্রোপাখ্যান।

বন্দনা—প্রদ্যুম্ন মিশ্র চৈতন্যপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহেন—প্রভু তাঁহাকে রামানন্দ রায়ের নিকটে যাইয়া শুনিতে উপদেশ দেন——মিশ্রের রামানন্দ সভায় গমন—রামানন্দ দুই যুবতী কন্যাকে অভিনয় শিক্ষা দেন ও তাহাদের অভ্যঙ্গ মার্জ্জনা করেন—প্রদ্যুম্ন মিশ্রের বিদায় ও মহাপ্রভুর নিকট বৃত্তান্ত কথন—মহাপ্রভু রামানন্দের নির্ব্বিকার সাধনের কথা বলেন—মিশ্রের পুনরায় রামানন্দের নিকটে গমন—নিভৃতে তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ—মিশ্রের তৃপ্তিলাভ ও প্রভুর নিকট রামানন্দের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন—শূদ্র ও নীচ জাতি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব কহাইয়া প্রভু সন্ন্যাসী পণ্ডিতদিগের গর্ব্বনাশ করেন—বঙ্গদেশীয় বিপ্রের নাটক শ্রবণ জন্য ভগবান্

আচার্য্য স্বরূপের নিকট প্রস্তাব করেন—স্বরূপের নিকট নাটক ব্যাখ্যা—স্বরূপ কর্ত্তৃক দোষারোপণ—বঙ্গদেশীয়কে স্বরূপের উপদেশ—স্বরূপ কর্ত্তৃক শ্লোকের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—কবির সর্ব্বত্যাগ ও নীলাচলে স্থিতি—উপসংহার। ১০১—১১৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—রঘুনাথদাস মিলন।

বন্দনা—গৌরের বিরহ—রঘুনাথ মিলন—শান্তিপুর হইতে রঘুনাথের গৃহে গমন—তাঁহার আচরণে পিতামাতার সন্তোষ—ম্লেচ্ছাধিকারী হিরণ্য দাসের মুলুক নকড়া করিয়া লয়—হিরণ্যের পলায়ন—রঘুনাথের বন্ধন ও মিনতি—ম্লেচ্ছের দয়া ও বিষয় প্রত্যর্পণ—রঘুনাথের পলায়ন চেষ্টা ও পিতা কর্ত্তৃক বন্ধন—পানীহাটীগ্রামে নিত্যানন্দের নিকট রঘুনাথের গমন—উভয়ের মিলন ও চিড়াদধি মহোৎসব বৃত্তান্ত—রাত্রিতে রাঘব মন্দিরে নৃত্যকীর্ত্তন ও মহোৎসব—ভোজন বিলাস—রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকট যাইবার জন্য নিত্যানন্দের নিকট আশীর্ব্বাদ লয়েন—নিত্যানন্দ ও তাঁহার গণদিগকে রঘুনাথের দান—গৃহে প্রত্যাগমন ও বাহিরে শয়ন—ভক্তগণের নীলাচলে গমন—রাত্রিশেষে যদুনন্দন আচার্য্যের আগমন—তাঁহার সঙ্গে রঘুনাথের বহির্গমন—নীলাচলে যাত্রা—পিতা জানিতে পারিয়া ঝাকরা পর্য্যন্ত লোক পাঠান—রঘুনাথের মহাপ্রভুর সহিত মিলন—স্বরূপের হস্তে সমর্পণ—রঘুনাথের বৈরাগ্য—তাঁহাকে প্রভুর উপদেশ—গৌড়ের ভক্তগণের আগমন ও তাঁহাদের সহিত রঘুনাথের মিলন—বর্ষান্তরে রঘুনাথের পিতা ভক্তগণের সঙ্গে পুত্রের জন্য দ্রব্য ও মনুষ্য পাঠান—রঘুনাথের ব্যবহার—প্রভু শিলা ও গুঞ্জামালা রঘুনাথকে দেন—রঘুনাথের শিলা সেবন—রঘুনাথের সাধন বিধি ও আত্মশাসন—ভোজনের নিয়ম। ১১৬—১৪১

সপ্তম পরিচ্ছেদ—বল্লভ ভট্ট মিলন।

বন্দনা—বল্লভ ভট্টের নীলাচলে আগমন—মহাপ্রভুর সহিত কথোপকথন—মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ভক্তগণের প্রশংসাবাদ—বৈষ্ণবগণের সহিত ভট্টের মিলন—গণ সহিত মহাপ্রভুকে ভট্ট ভোজন করান্—রথযাত্রায় নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন—বল্লভ ভট্টের দ্বিতীয়বার আগমন—প্রভুকে স্বরচিত ভাগবতের

ব্যাখ্যা শুনাইবার প্রার্থনা—প্রভুর প্রত্যাখ্যান—ভট্টের অপমান—গদাধর পণ্ডিতকে বলাৎকারে ব্যাখ্যা শ্রবণ করান—মহাপ্রভুর সভায় ভট্টের উদ্দাহাদি—ভট্ট শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিলে মহাপ্রভুর অসন্তোষ—ভট্টের অপমান ও নির্ব্বেদ—প্রভু তাঁহাকে শিক্ষা দেন ও গণসহিত তাঁহার গৃহে ভোজন করেন—গদাধর পণ্ডিতের নিকট ভট্টের দীক্ষা প্রার্থনা—তাঁহার প্রত্যাখ্যান—প্রভুর সহিত পণ্ডিতের প্রণয় কলহ ও মিলন—গদাধরের মহিমা কথন—পণ্ডিতের নিকট ভট্টের দীক্ষাগ্রহণ—১৪১—১৫৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ভিক্ষাসঙ্কোচ।

বন্দনা—রামচন্দ্র পুরীর আগমন—জগদানন্দ পণ্ডিতের গৃহে ভোজন—পুরী মহাপ্রভুর গণকে নিন্দা করেন—মাধবেন্দ্র পুরীর শাপে রামচন্দ্রের নিন্দ্য স্বভাব লাভ—ঈশ্বর পুরীর গুরুপ্রসাদে ভক্তিলাভ—রামচন্দ্র মহাপ্রভুর নিন্দা করেন—প্রভু তাঁহাকে ভক্তি করেন—প্রভুর বাসায় পিপীলিকা দৃষ্টে পুরী মহাপ্রভুর সাক্ষাতে নিন্দা করেন—প্রভুর ভিক্ষাসংঙ্কোচের আদেশ—রামচন্দ্র প্রভুকে শিক্ষা দেন—পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুকে পূর্ণ ভোজন করিতে অনুরোধ করেন—প্রভুর উত্তর ও ভক্তগণের অনুরোধ রক্ষা—রামচন্দ্র পুরীর গমন—প্রভুর স্বচ্ছন্দ পান ভোজনাদি—উপসংহার॥ ১৫৫—১৬৪

নবম পরিচ্ছেদ—গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার।

বন্দনা—নানাদেশ হইতে প্রভুর দর্শনে লোক সমাগম—প্রভুকে লোকে জানায় যে গোপীনাথ পট্টনায়ককে রাজাজ্ঞায় চাঙ্গে চড়াইয়া মারিতেছে—প্রভুর প্রশ্নে লোক কর্ত্তৃক ঘটনার বিবরণ—প্রভুর সাহায্য প্রার্থনা—প্রত্যাখ্যান—বাণীনাথাদির বন্ধনবৃত্তান্ত নিবেদন—পুনঃ পুনঃ অনুরোধে প্রভুর রোষ—হরিচন্দন পাত্র প্রভুর ব্যবহার ও গোপীনাথকে নিষ্কৃতি দিতে রাজ সমীপে নিবেদন করেন—গোপীনাথের নিষ্কৃতি লাভ—প্রভুর নিকট কাশীমিশ্রের আগমন—প্রভু তাঁহার নিকট বিরক্তি প্রকাশ করেন—কাশী মিশ্রের প্রবোধ দান—প্রতাপ রুদ্র কর্ত্তৃক মিশ্রের চরণসেবা—প্রভু বিরক্ত হইয়া নীলাচল পরিত্যাগ করিবেন, কাশী মিশ্র রাজাকে বলেন—রাজার

উত্তর—রাজা গোপীনাথকে দায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ও অধিকার প্রত্য-র্পণ করিয়া প্রসাদ করেন—কাশীমিশ্র প্রভুকে রাজার ব্যবহার বলেন—ভবানন্দ পঞ্চপুত্র সহ প্রভুকে মিলেন—গোপীনাথের নির্ব্বেদ—প্রভুর শিক্ষা—উপসংহার। ১৬৪—১৭৫

দশম পরিচ্ছেদ—ভক্তদত্তাস্বাদন।

বন্দনা—গৌড়ের ভক্তগণের নীলাচলে যাত্রা—প্রভুর জন্য দময়ন্তী কর্ত্তৃক নানাদ্রব্য প্রস্তুতীকরণ—দ্রব্যের নামোল্লেখ—রাঘবের ঝালি সাজান—বৈষ্ণবগণের নীলাচলে আগমন—জগন্নাথের জললীলা ও ভক্তগণ সঙ্গে প্রভুর জল ক্রীড়া—প্রসাদ ভোজন—গোবিন্দকে ঝালি দান—বেড়া কীর্ত্তন ও পরিমুণ্ডা নৃত্য বর্ণন—কীর্ত্তনান্তে প্রভুর ভোজন ও শয়ন—গোবিন্দের পদসেবা—পূর্ব্ববৎ লীলা—ভক্ত দত্ত ভোজন দ্রব্য সঞ্চয়—প্রভুর ঐ সব দ্রব্য ভোজন—রাঘবের ঝালির দ্রব্য ভোজন ও প্রশংসা—আচার্য্যাদির বাসায় নিমন্ত্রণ ভোজনের নিয়ম—উপসংহার। ১৭৫—১৮৭

একাদশ পরিচ্ছেদ—হরিদাস নির্যান।

নমস্কার—মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহোদয়—হরিদাসের সংখ্যানামের অপূর্ণতা—প্রভুর উপদেশ—হরিদাসের মরণের প্রার্থনা—উত্তর প্রত্যুত্তর—হরিদাসে বেড়িয়া অঙ্গনে কীর্ত্তন আরম্ভ—হরিদাসের প্রাণ ত্যাগ—হরিদাসের মৃত দেহ লইয়া মহাপ্রভুর নৃত্য—হরিদাসের অন্ত্যেষ্টি—মহোৎসব জন্য প্রভুর ভিক্ষা—বিজয়োৎসবে বৈষ্ণবভোজন—প্রভুর বরদান—বিজয়-সঙ্গীত—উপসংহার। ১৮৭—১৯৫

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—জগদানন্দ তৈল ভঞ্জন।

বন্দনা—গৌড়ের ভক্তগণের প্রভু দর্শন জন্য সস্ত্রীক নীলাচলে যাত্রা—পথে শিবানন্দ সেনের ঘাটী সমাধান—শিবানন্দকে নিত্যানন্দ গালি দেন—শিবানন্দের স্ত্রীর দুঃখ—শিবানন্দকে নিত্যানন্দ লাথি মারেন—শিবানন্দের আনন্দ প্রকাশ—শ্রীকান্ত সেন দুঃখিত হইয়া অগ্রসূচি যান—ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ও প্রভু সঙ্গে মিলন—পুরীদাস—শিবানন্দের

গোষ্ঠির উপর প্রভুর কৃপা—পরমেশ্বর মোদক—চাতুর্মাস্য ভক্তগণ সঙ্গে ক্ষেপণ—বিদায় সময়ে ভক্তগণের প্রতি প্রভুর প্রেমপ্রকাশ—জগদানন্দের শচী মাতার নিকট নবদ্বীপে গমন—কথোপকথন—ভক্তগণের গৃহে জগদানন্দের গমন ও স্থিতি—শিবানন্দের গৃহে চন্দনাদিতৈল সংগ্রহ—নীলাচলে যাইয়া প্রভুকে তৈল উপঢৌকন দান—প্রভুর তৈল উপেক্ষা—পণ্ডিতের তৈল ভঞ্জন ও প্রভুর উপর অভিমান—জগদানন্দের নিকট প্রভুর ভোজন লীলা—জগদানন্দের সত্যভামার ভাব। ১৯৫—২০৬

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—জগদানন্দ বৃন্দাবন গমন।

বন্দনা—প্রভুর কৃষ্ণ বিচ্ছেদে ক্ষীণকায়—কলার শরলাতে শয়ন—জগদানন্দের বালিশ দান—প্রভু বালিশ অস্বীকার করেন—স্বরূপের চরিত্র কদলীপত্রের বালিশ গ্রহণ—জগদানন্দের বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা—প্রভু তাঁহাকে যাইতে বাধা দেন—স্বরূপের অনুরোধে যাইবার অনুমতি দান—প্রভু জগদানন্দকে পর্য্যটনের উপদেশ দেন—জগদানন্দের বৃন্দাবন যাত্রা—বারাণসী আগমন—মথুরায় সনাতনের সঙ্গে মিলন—বনদর্শন—রাতুলবস্ত্রের উপাখ্যান—সনাতনের নিকট জগদানন্দের বিদায় গ্রহণ ও নীলাচলে যাত্রা—সনাতন প্রভুকে বস্ত্র ভেট দেন—সনাতন প্রভুর জন্য দ্বাদশ আদিত্য ঠিলায় স্থান নির্দ্দেশ করেন—জগদানন্দের নীলাচলে আগমন ও প্রভুর সঙ্গে মিলন—বৃন্দাবনের পীলু ফল ভোজন কৌতুক—দেবদাসীর গানে প্রভুর আবেশে ধাবন—গোবিন্দের পশ্চাদ্গমন ও প্রভুর রক্ষা—রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের আগমন—রামদাস বিশ্বাস ভট্টের ঝালি বহেন—প্রভুর সহিত রঘুনাথের মিলন—অষ্ট মাস স্থিতি ও প্রভুর সেবা—রামদাস বিশ্বাসের নীলাচলে বাস—ভট্টের প্রতি প্রভুর উপদেশ—ভট্টের বিদায়—দ্বিতীয়বার আগমন—অষ্টমাস পরে প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে গমন—রূপসনাতনের সঙ্গে মিলন—ভাগবত পাঠ ও সাধন প্রণালী—উপসংহার। ২০৬—২১৬

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—চটকগিরিগমন।

বন্দনা—প্রভুর বিরহোন্মাদ—রঘুনাথ স্বরূপের কড়চাবলম্বন—প্রভুর রাধাভাব—প্রভুর রাসলীলার স্বপ্নদর্শন—জগন্নাথদর্শন—উড়ীয়া স্ত্রীর

উপাখ্যান—প্রাপ্তরত্ন হারাণর ভাবোন্মাদপ্রলাপ—দশদশা—সিংহ-দ্বারে প্রভুর পতন—ভক্তগণের অন্বেষণ ও প্রাপ্তি—অস্থিসন্ধি বিশ্লেষ—প্রভুর চৈতন্যলাভ—গৃহে গমন—গোবর্দ্ধন জ্ঞানে প্রভুর চটক পর্ব্বতে ধাবন—ভক্তগণের অনুসরণ—প্রভুর বায়ুগতি ও স্তম্ভভাব—শুশ্রূষা ও প্রভুর চৈতন্যলাভ—সপ্নে গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণদর্শনের বৃত্তান্ত কথন—গৃহে আগমন। ২১৬—২২৮

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—উদ্যান বিহার।

বন্দনা—মহাপ্রভুর অবস্থা—জগন্নাথদর্শনে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ স্ফুরণ—স্বরূপ রামানন্দের নিকট প্রভু বিশাখার প্রতি রাধার উৎ-কণ্ঠাশ্লোক পাঠ করিয়া অনুরাগে বিলাপ করেন—ঐ দুইজন কর্ত্তৃক প্রভুর শান্তনা—বৃন্দাবনভ্রমে প্রভুর পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ—রাসে রাধাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ প্রতি তরুলতাকে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া যেরূপে বেড়াইয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সেই ভাবস্ফূর্ত্তি ও উদ্যান ভ্রমণ—সখীভাবে বিভোর হইয়া চৈতন্য প্রভুর যমুনাকূলে পরমসুন্দর কৃষ্ণরূপ দর্শন ও মূর্চ্ছা—স্বরূপাদির অনুসরণ ও প্রভুর সংজ্ঞা লাভ—অদর্শনে বিলাপ—বিশাখার প্রতি রাধা বাক্যানুসরণ করিয়া চৈতন্য প্রভু কৃষ্ণসৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া বিলাপ করেন—রামানন্দরায় শ্লোক পড়িলে প্রভু প্রলাপ বাক্যে কৃষ্ণের নারীবধে ব্যাধের ব্যবহার বর্ণনা করেন—প্রভু শ্লোক পাঠ করিয়া কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও চঞ্চলতা বর্ণন করেন—প্রভুর আজ্ঞায় স্বরূপ কর্ত্তৃক গীতগোবিন্দগান—প্রভুর ভাবাবেশে নৃত্য ও পুনঃ পুনঃ গীতাস্বাদন—প্রভুর শ্রম দর্শনে গান সমাপ্তি—স্নান ও বিশ্রাম—রূপগোস্বামীর স্তবমালার শ্লোকে এই লীলানুসরণ বর্ণন—উপসংহার। ২২৮—২৪৩

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—কালীদাসপ্রসাদাদি।

বন্দনা—বর্ষান্তরে গৌড়ের ভক্তগণের নীলাচলে আগমন—রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া কালীদাসের আগমন—তাঁহার পরিচয় ও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনের কথা—ভূমিমালী জাতীয় ঝড়ু বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট কালীদাস যেরূপে খাইয়াছিলেন, তাহার কথা—কালীদাসের উপর মহাপ্রভুর কৃপা—

প্রভুর জগন্নাথদর্শন গমনকালে সিংহদ্বারে পাদপ্রক্ষালন--কালীদাসের ঐ পাদোদক পান—প্রভুর নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন ও নৃসিংহ স্তব—কালীদাসকে ভুক্তশেষ দান—ভক্তের পদধূলি, পাদোদক ও ভুক্ত শেষের মাহাত্ম্য বর্ণন—শিবানন্দের কনিষ্ঠ বালক পুরীদাসকে প্রভু কৃষ্ণ বলিতে বলিলে বালক নীরব থাকে—স্বরূপ বালকের মৌনাবলম্বনের কারণ নির্দ্দেশ করেন—সাত বৎসরের বালক পুরীদাসের আশ্চর্য্য শ্লোক রচনা—গৌড়ের ভক্তগণের বিদায়—প্রভুর বাহ্যজ্ঞান লোপ ও উন্মাদাবস্থা—সিংহদ্বারের দ্বারপালকে প্রভু অজ্ঞানাবস্থায় কৃষ্ণ দর্শন করাইতে বলেন—দ্বারপাল প্রভুকে জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখাইয়া কৃষ্ণজ্ঞান করিতে উপদেশ দেন—রঘুনাথ দাস কর্ত্তৃক চৈতন্যস্তব কল্প বৃক্ষে এই লীলানুসরণের উল্লেখ—জগন্নাথের সেবক প্রভুকে গোপাল-বল্লভনামক ভোগের কিয়দংশ দেন—প্রভু তাহার অল্পাংশ আস্বাদন করিয়া তাহাতে কৃষ্ণাধরামৃত সঞ্চার অনুভব করত পুলকাশ্রু ত্যাগ করেন—সুকৃতি লভ্য ফেলামৃতের ব্যাখ্যা—সন্ধ্যায় ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ ও অধরামৃতের গুণব্যাখ্যা—ভক্তগণের প্রসাদাস্বাদন—রামানন্দের ও প্রভুর অধরামৃতের শ্লোকপাঠ—প্রভু ভাবাবেশে শ্লোকের প্রলাপার্থ করেন—অধরচরিত, বেণুচরিত ও প্রসাদের অনুরাগ প্রলাপ—যোগ্যাযোগ্যনির্ণয়—উপসংহার। ২৪৪—২৬১

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—কূর্ম্মকারানুভাবোন্মাদপ্রলাপ।

বন্দনা—মহাপ্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করেন—ভাবাবেশে কৃষ্ণের বেণুগান শুনিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক সিংহদ্বারে তেলাঙ্গাগাবীগণ মধ্যে প্রভুর পতন—স্বরূপাদির অন্বেষণ—প্রভুর কূর্ম্মাকারে পতন দর্শন—অচেতন অবস্থায় ভক্তগণ প্রভুকে গৃহে আনয়ন করেন—প্রভুর চৈতন্য লাভ—প্রভুকর্ত্তৃক বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সঙ্কেত বেণুনাদে শ্রীরাধার আগমন ও রাধা কৃষ্ণের কুঞ্জপ্রবেশ বর্ণন—প্রভুর আজ্ঞায় স্বরূপের শ্লোক পাঠ—প্রভু কর্ত্তৃক শ্লোকার্থকরণ ও বেণুনাদের মন-প্রাণহর মাধুর্য্য কীর্ত্তন—রাগবাক্যে চারি শব্দামৃত বর্ণন—রাগোদয়াদির শ্লোকপাঠ—তাহার ব্যাখ্যায় ভাব বৈচিত্র কীর্ত্তন—প্রভুর ভাবাবেশে পলায়নের চেষ্টা—স্বরূপ প্রভুকে কোলে করিয়া বিদ্যাপতির পদ গান করেন—

গ্রন্থকারের উপদেশ বাক্য—রঘুনাথ দাসকৃত চৈতন্যস্তব কল্পবৃক্ষে কূর্ম্মাকৃতি লীলাবর্ণন শ্লোকোদ্ধার। ২৬২—২৭০

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—সমুদ্রে পতন।

বন্দনা—শরজ্জ্যোৎস্নায় মহাপ্রভুর স্বগণ সহ উদ্যান ভ্রমণ—রাসলীলার শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা—নানা প্রেমবিকার—প্রেমের বিচিত্রতা কথন—জলকেলির শ্লোক পাঠ—আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শন ও প্রভুর তন্মধ্যে পতন—কোনারকের দিকে ভাসিয়া যাওন—স্বরূপাদিগণ প্রভুর অন্বেষণ করেন—বিতর্ক ও অনিষ্টাশঙ্কা—পূর্ব্বদিকে গমন ও জালিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ—জালিয়ার বিচিত্র ভাব চেষ্টা—তাহার উপাখ্যান—স্বরূপাদি তাহার সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া অজ্ঞানাবস্থায় প্রভুকে দেখেন—প্রভুর অর্দ্ধ চৈতন্য লাভ—রাগ বাক্যে সখী সহ শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি ও বন্য ভোজন বর্ণনাচ্ছলে প্রভু সৃষ্টিতত্ত্বের ও লীলাতত্ত্বের নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত করেন—সম্পূর্ণ চেতনালাভ—মহাপ্রভুর বিস্ময়—বাসায় আগমন—উপসংহার। ২৭১—২৮৪

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ—মুখসঙ্ঘর্ষণাদি বর্ণন।

উপক্রমণিকা—জগদানন্দকে প্রভু মাতৃসমীপে প্রেরণ করেন—মাতৃভক্তি ও মাতৃপ্রেম প্রদর্শন—মাতার ও ভক্তদিগের জন উপঢৌকন প্রেরণ—জগদানন্দের একমাসকাল নবদ্বীপে স্থিতি—শচী মাতার ও অদ্বৈতের নিকট বিদায় গ্রহণ—আচার্য্যের প্রহেলীতরজা—তরজার অর্থ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা—প্রভুর রাধা ভাবাবেশে বিরহাদি—উদ্‌ঘূর্ণা দশায় রাধিকোক্ত শ্লোকে প্রলাপকথন—রাগবাক্যে সেই শ্লোকাস্বাদন—বিধাতার প্রতি গোপীর উক্ত শ্লোক পাঠ—রাগ বাক্যে তাহার অর্থাস্বাদন—গোপীভাবে বিষাদ ও গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি নামোচ্চারণ—গম্ভীরার মধ্যে প্রভুর শয়ন—উচ্চসংকীর্ত্তন ও ভিত্তিতে মুখসঙ্ঘর্ষণ—মুখে ক্ষত ও রুধির ধারা দৃষ্টে স্বরূপাদির দুঃখ—মহাপ্রভুর উদ্বেগ কথন—শঙ্কর পণ্ডিতকে প্রভুর নিকটে শয়ন করান—শঙ্করের প্রভু পাদোপধান খ্যাতি লাভ—বিদুরের দৃষ্টান্ত—এই লীলাসম্বন্ধীয় রঘুনাথ দাসের শ্লোকোদ্ধার—বসন্ত পৌর্ণমাসী

...ত প্রভুর স্বগণ সহ জগন্নাথ বল্লভ নামক পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ—ললিত-
ঙ্গ লতা আস্বাদন—প্রভুর নৃত্য ও অশোক বৃক্ষের তলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন—
ভুর ধাবন ও কৃষ্ণের অন্তর্ধান—প্রভুর মূর্চ্ছা ও কৃষ্ণগন্ধ লাভে চেতনা-
ভ—গন্ধলুব্ধ রাধিকোক্ত শ্লোক পাঠ—রাগবাক্যে কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধাস্বাদন—
মস্ত নিশা স্বরূপ রামানন্দের গীত, প্রভুর নৃত্য ও গন্ধাস্বাদন—উপ-
সংহার—এই সব লীলানুভূতি তর্ক সাধ্য নহে। ২৮৪—২৯৮

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ—শিক্ষা শ্লোকার্থাস্বাদন।

বন্দনা—স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে নানাদিনে নানাশ্লোকাস্বাদন—নাম সংকীর্ত্তন কেলি, পরম উপায় কথন—সংকীর্ত্তনের মহিমাত্মক শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা—নামানুরক্তি না থাকায় বিষাদ দৈন্যশ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা—যেরূপে নাম লইতে হয়, তদাত্মক শ্লোক ও ব্যাখ্যা—শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা শ্লোকপাঠ ও ব্যাখ্যা—দাস্যভক্তি প্রার্থনাশ্লোক ও ব্যাখ্যা—প্রেমপূর্ণ সংকীর্ত্তন প্রার্থনাত্মক শ্লোকপাঠ ও ব্যাখ্যা—বিয়োগস্ফূর্ত্তির শ্লোকাবৃত্তি ও ব্যাখ্যা—ভাব পরিবর্ত্তন—প্রৌঢ়ি ভাবে রাধিকোক্ত শ্লোকাবৃত্তি—রাগবাক্যে প্রৌঢ়িভাবাস্বাদন—অষ্টশিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনের মহিমা-কথন—দ্বাদশ বৎসরের অনন্ত লীলানুস্মৃতি—গ্রন্থ বিস্তার জন্য গ্রন্থ-কারের দোষক্ষালন ও ত্রুটি মার্জ্জনা—বৃন্দাবনদাসের মহিমা বর্ণন ও গ্রন্থকারের বিনয়-দেববলে গ্রন্থ লিখন—নিজের অক্ষমতা—অন্ত্যলীলার অনুবাদ কথন—উপসংহারবন্দনা—গুরুকৃপাতে গ্রন্থকারের বাণীর নর্ত্তন ও বিশ্রাম—শ্রোতৃগণে নমস্কার—গ্রন্থপরিশিষ্ট—টীকা পরিশিষ্ট।

২৯৮—৩১৬